সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

অনুবাদিত

বিষ্ণুপুরাণ



প্রথম অংশ।

শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

ময়মনসিংহ

ভারতমিহির যন্ত্রে পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৩।

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ

বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

ওঁ গণেশায় নমঃ।

শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরাণরত্নমমলং তত্ত্বাম্বুধে রত্নকং
জ্ঞাত্বা তত্ত্বসুধাম্বু পাতুমনসাং প্রেক্ষাবতাং প্রীতয়ে।
শুদ্ধং মাপতিপাদপদ্মযুগলং স্বর্গপ্রদং ধ্যায়তা
দীনেনৈতদনূদ্যতে মতিমতাং সন্তোষসন্দোহদং ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমার জয় হউক। হে বিশ্বভাবন অনাদি পুরুষ প্রধান ভগবন্ নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার। যিনি নিত্য ও ক্ষয় রহিত পূর্ণ ব্রহ্ম, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বর ও সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের সংযোগজনিত সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের নিদান স্বরূপ, সে ভগবান বিষ্ণু, বুদ্ধি, মনঃ ও অহঙ্কারাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং জগৎ প্রপঞ্চের একমাত্র প্রসবিতা, তিনি আমাদিগকে উত্তম বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও মুক্তি প্রদান করুন।

আমি ভগবান্ নারায়ণ, দেবদেব মহাদেব ও ব্রহ্মাদি সুরগণ এবং পরমারাধ্য গুরুদেবকে প্রণিপাত করিয়া বেদ তুল্য এই বিষ্ণুপুরাণ সবিস্তার বর্ণন করিব।

একদা ইতিহাস, পুরাণ, বেদ, বেদাঙ্গ ও মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বশিষ্ঠাত্মজ শক্তি-পুত্র মহামুনি পরাশর সুখে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়

তদ্বশিষ্যপুত্র মিত্রকুমার মৈত্রেয় আসিয়া প্রণতি ও অভিবাদন পূর্ব্বক, কহিলেন, হে গুরো, আমি আপনার নিকট সমগ্র বেদ, বেদাঙ্গ এবং সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। আপনার প্রসাদে উহাতে আমার এক প্রকার অধিকারও জন্মিয়াছে, এবং আমার শত্রুগণও কহিয়া থাকে যে, আমি সমগ্র শাস্ত্রকলাপে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছি; কিন্তু হে প্রভো তথাপি আমি সর্ব্ববেত্তা নহি। অতএব হে মহাভাগ! এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ, কিরূপে উৎপন্ন হইল, পরেই বা ইহার অবস্থা কি হইবে, ইহা কি কি উপাদানে গঠিত, ইহার নিমিত্ত কারণ কি, প্রলয়কালে ইহা কাহাতে লীন ছিল, লয় হইলে কাহাতেই বা অবস্থিতি করিবে, ক্ষিত্যাদি ভূত প্রপঞ্চেরই বা পরিমাণ কত, কিরূপে দেবগণ সমুদ্ভূত হইলেন, সমুদ্র, পর্ব্বত, পৃথিবী এবং সূর্য্যাদি গ্রহ উপগ্রহগণের পরিমাণ কত, কে কোথায় অবস্থিতি করে, যক্ষ, রক্ষঃ গন্ধর্ব্বাদি দেবযোনি এবং দেবগণের বংশাবলী বিবরণ কি, চতুর্দ্দশ মন্বন্তর মধ্যে কে কোন্ কল্পে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, মন্বন্তর কাহাকে কহে, ব্রহ্মদিবসাত্মক কল্প, বিকল্প ও সত্য ত্রেতাদি যুগচতুষ্টয় এবং কল্পান্ত (প্রলয়) ও যুগাবসানের স্বরূপ লক্ষণ কি, নারদাদি দেবর্ষি এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের বংশানুচরিত কিরূপ, কিরূপেই বা আপনার পুত্র মহামনাঃ ব্যাসদেব বেদ শাখার প্রণয়ন করিলেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম কি, আশ্রম কত প্রকার, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নাম কি, আমি আপনার নিকট হইতে এই সমুদয় বিষয় যথাযথ ভাবে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে মহামুনে, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যেন আমি আপনার প্রসাদে ঐ সকল প্রস্তুত বিষয় জানিতে পারি।

পরাশর কহিলেন।

হে ধর্ম্মপরায়ণ মৈত্রেয়! তুমি আমাকে উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। মদীয় পিতামহ ভগবান্ বসিষ্ঠদেব, আমাকে সময়ে সময়ে পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্র বিষয়ে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, অদ্য তুমি আমাকে সেই সকল বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলে।

হে মৈত্রেয়, আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন শুনিলাম, মদীয় পিতা মহর্ষি শক্তি কোপনস্বভাব রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক নিযুক্ত রাক্ষস দ্বারা নিহত হইয়াছেন, তখন আমার মনে নিরতিশয় ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল। অনন্তর আমি রাক্ষস বিনাশের নিমিত্ত এক মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, শত

শত রাক্ষস আসিয়া তাহাতে ভস্মীভূত হইতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য রাক্ষস বিনাশ দ্বারা তাহাদিগের বংশ নির্ম্মূলপ্রায় হইলে, মদীয় পিতামহ উদারচেতা বসিষ্ঠদেব কহিলেন, হে বৎস। ক্রোধ সংবরণ কর, এতাদৃশ কোপ পরায়ণ হওয়া তোমার পক্ষে সমীচীন নহে। এ বিষয়ে উহাদিগের কোনও অপরাধ নাই, তোমার পিতার যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। মূঢ়-চেতা ভিন্ন জ্ঞানিজনেরা এ নিমিত্ত ক্রোধ করিয়া থাকেন না। হে বৎস, এই জগতীতলে কে কাহাকে বিনষ্ট করিতে পারে? কেহ বা কাহাকে রক্ষা করিতে পারে? সকলেই একমাত্র স্বকৃত কর্ম্মের ফলভাগী? অতএব বৎস, মনোবেগ সংবরণ কর। যে ক্রোধ করে, সে কেবল তদ্দ্বারা আপনার বহুক্লেশ উপার্জ্জিত যশঃ ও তপোরাশিরই ক্ষয় করিয়া থাকে। হে বৎস। মহর্ষিগণ ক্রোধকে স্বর্গ ও অপবর্গের (মুক্তি) একমাত্র বাধা জানিয়া উহার পরিহার করিয়া থাকেন। অতএব তুমি কখনই উহার বশবর্ত্তী হইও না। নিরপরাধ রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়া কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? তুমি যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হও। সাধুদিগের ক্ষমাই একমাত্র সার, তুমি কি উহার অন্যথা করিতে চাহ? হে মৈত্রেয়, আমি পিতামহ কর্ত্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার গৌরব রক্ষার্থ যজ্ঞ হইতে বিরত হইয়াছিলাম। তাহাতে মুনিসত্তম বসিষ্ঠ দেব, আমার প্রতি নিরতিশয় প্রীত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্মার মানস পুত্র মহর্ষি পুলস্ত্য আসিয়া তথায় উপনীত হই-লেন, এবং তিনি মদীয় পিতামহ কর্ত্তৃক সাদরে সৎকৃত হইয়া আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক কহিলেন হে বৎস পরাশর! তুমি ত্বদীয় গুরুজনের বাক্যে যে মহৎ বৈর হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছ ইহাতে আমি নিতা-ন্তই প্রীত হইয়াছি, অতএব হে বৎস! এই হেতু তুমি অদ্য হইতে সকল শাস্ত্রেই সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। অপিচ তুমি যে আমার সন্তান গণের বিনাশে বিরত হইয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমাকে এই মহাবর দিতেছি যে, তুমি পৃথিবীতে এক জন প্রধান পুরাণ-সংহিতাকর্ত্তা হইবে। দেবতা ও পরমার্থতত্ত্বে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবে এবং আমার প্রসাদে তুমি সকল কার্য্যেই উজ্জ্বলা মতি প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর মদীয় পিতামহ বসিষ্ঠদেব কহি-লেন, বৎস! ভগবান্ পুলস্ত্য যাহা কহিলেন তাহা সকলই সত্য জানিবে; কিছুই মিথ্যা হইবে না।

হে বৎস মৈত্রেয়, ইতিপূর্ব্বে বসিষ্ঠদেব, ও মহর্ষি পুলস্ত্য আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তোমার প্রশ্নে, তৎসমুদায়ই আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত

হইয়াছে। অতএব আমি তোমাকে পুরাণ সংহিতা সম্যক্ রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বৎস, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ভগবান্ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, প্রলয় কালে, ইহা তাঁহাতে স্থিতি করিবে, তিনিই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা। সেই জগন্নিয়ন্তা নারায়ণ, সমুদায় বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে
প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন।—

যিনি নির্ব্বিকার, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, যিনি নিত্য পরমাত্মা,যিনি নিয়ত এক-রূপে বিরাজমান ও সর্ব্বজয়ী, যে ভগবান্ সত্ত্ব রজ ও তমো গুণ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম-রূপে সৃষ্টি,বিষ্ণুরূপে পালন এবং শিবরূপে সংহার করিতেছেন,সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী সংসার-সাগর-তরণী সেই বাসুদেবকে নমস্কার। যিনি, এক হইয়াও বহুধা অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি সূক্ষ্ম হইয়াও স্থূল, যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে বিরাজমান, মুক্তিদাতা সেই ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার। যে জগন্ময় ভগবান্ বিষ্ণু, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও জগতের একমাত্র নিদান, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপ অথচ যিনি সর্ব্বভূতে আধেয়রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, যে পুরুষপ্রধান অণু হইতেও অণুতম, যিনি পরমার্থ দৃষ্টিতে নির্ম্মল জ্ঞান স্বরূপ, এবং অজ্ঞান জীবগণের ভ্রান্তি দৃষ্টিতে সাকার রূপে সংস্থিত, যিনি, জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় বিষয়ে একমাত্র প্রভু, যেপরমাত্মা জগদীশ্বর, অজ, নিত্য, ও অব্যয়, হে মৈত্রেয়! সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া, আমি তোমাকে তোমার পৃষ্ট বিষয় যথাযথ বর্ণন করিব। হে বৎস! কমলযোনি পিতামহ ইহা দক্ষাদি মুনিসত্তম গণকে, দক্ষাদি প্রজাপতি গণ, নর্ম্মদাতট সংস্থিত মহারাজ পুরুকুৎসকে, মহারাজ পুরুকুৎস, সারস্বতকে, মহামতি সারস্বত ইহা আমার নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন।

হে সৌম্য। ভগবান্ নারায়ণ, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও পরম পুরুষ পর-মাত্মা। তিনি নিরাধার, কেবল আপনাতেই আপনি স্থিতি করিতেছেন। তিনি পীতশুক্লাদি রূপ এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণবিবর্জ্জিত, তাঁহার ক্ষয়নাই,

বিনাশ নাই, পরিণাম নাই ও সমৃদ্ধি নাই। তিনি জন্য নহেন অথচ জনক ভাবে নিত্যকাল ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। হে বৎস! তাঁহার বিষয়ে, দুর্ব্বল মানব-হৃদয় আর কি বলিতে পারে? কেবল ইহাই বলিতে পারে, তিনি আছেন মাত্র। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র বাস করিতেছেন এই নিমিত্তই পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তিনি নিত্য, জন্মরহিত, অক্ষয়, অব্যয়, অবিদ্যাবর্জ্জিত একমাত্র অদ্বিতীয় নির্ম্মল পরব্রহ্ম। তিনি ব্যক্ত অব্যক্ত পুরুষ ও কাল এই রূপচতুষ্টয়ে বিদ্যমান রহিয়াছেন। হে দ্বিজ, সেই পরব্রহ্মের প্রথমরূপ পুরুষ। তদ্ভিন্ন, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও কালনামে অন্যবিধ রূপত্রয় আছে। হে ব্রহ্মন্! এই রূপনিচয়ের সারভূত বিষ্ণুর যে পরম পদ, মনীষিগণ, তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি (প্রকৃতি) অব্যক্ত রূপে সৃষ্টি, পুরুষ রূপে স্থিতি, কাল রূপে প্রলয়, এবং ব্যক্ত রূপে মহদাদির সৃষ্টি বিধান করেন। হে মৈত্রেয়! আমি তোমার নিকট, নারায়ণের রূপ চতুষ্টয়ের বর্ণনা করিলাম, কিন্তু উহার সকলের একমাত্র প্রতিপাদ্য তিনিই। তিনি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ন্যায় চেষ্টার অধীন হইয়া থাকেন। হে সৌম্য! ভগবানের যে অব্যক্ত রূপ, মহর্ষিগণ তাহাকে প্রধান কারণ সূক্ষ্ম প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করেন। সেই প্রকৃত্যাত্মক পরব্রহ্ম, নিত্য সদসদাত্মক (কার্য্য কারণ শক্তিযুক্ত) অক্ষয়, নিরাধার, অপরিমেয়, অজর ধ্রুব, (অচল) শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাদি বিহীন, ও নিয়ত অব্যাহত। সেই ত্রিগুণাত্মক জগদ্যোনি অনাদি বিষ্ণু সমুদায় জগৎ কার্য্যের প্রলয়স্থান। মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় বিশ্ব তাঁহাতে অন্তর্নিহিত ছিল। হে মৈত্রেয়! বেদবেত্তা ব্রহ্মবাদী মহর্ষিরা বেদাদিতে পাঠ করিয়া থাকেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না, আকাশ ছিল না, ভূমি ছিল না, এবং অন্ধকারাভাবে তদপনয়নকারী চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ বিদ্যমান ছিল না, তৎকালে কেবল শব্দ মাত্রের উপলভ্য, একমাত্র পরব্রহ্ম বিরাজমান ছিলেন। হে ব্রহ্মন্! সেই নিরুপাধি পরব্রহ্মের যেরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ এই রূপদ্বয় উল্লিখিত হইল, সেইরূপ তাঁহার কাল নামেও আর একটী রূপ আছে। উহা প্রকৃতি ও পুরুষ রূপের সহিত সৃষ্টি কালে সংযুক্ত ও প্রলয় কালে তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে।

মহাপ্রলয় কালে ব্যক্ত স্বরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রকৃতিতে বিলীন হয়। এ নিমিত্ত ইহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলিয়া থাকে। ভগবান্ কাল, অনাদি ও অনন্ত; কি মহাপ্রলয় কি খণ্ডপ্রলয়, সততই তিনি ত্রিগুণাত্মক পরব্রহ্মে

অনুগত থাকিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। সুতরাং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সমূহ এক ইঁহাতে অবিচ্ছিন্ন (ধারাবাহিক) রূপে হইয়া আসিতেছে। অনন্তর সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম জগন্ময় হরি উপাদান ও নিমিত্ত স্বরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে স্বইচ্ছায় প্রবেশ করিয়া কালরূপ দ্বারা আত্মাকে সংক্ষোভিত করিয়াছিলেন। যেরূপ স্বেচ্ছাগত গন্ধ, সন্নিধি মাত্র মনের চাঞ্চল্য জন্মাইয়া থাকে, সৃষ্টিকালের সান্নিধ্য বশতঃ সেই ভগবান্ হরিও সেইরূপ সংক্ষোভিত হইলেন। হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ পুরুষোত্তমই ক্ষোভ্য ও ক্ষোভক। তিনি নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়ত্ব গুণ দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া প্রধান রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি পঞ্চমহাভূত, মহদাদি চতুর্বিংশ তত্ত্বময় ব্যক্ত স্বরূপ সর্বেশ্বর বিষ্ণু। হে মুনে, ক্ষোভ্য ক্ষোভকত্বাদি পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসমূহের একাধার সেই পরব্রহ্ম বিষ্ণু হইতে সৃষ্টিকালে সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের ব্যঞ্জক মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হইল। এবং বীজ যেরূপ ত্বক্ দ্বারা আবৃত থাকে সেইরূপ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত ও সমাবৃত হইয়া গেল। অনন্তর উক্ত ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রমে বৈকারিক তৈজস ও ভূতাদি এই তিন প্রকার অহঙ্কার সমুদ্ভূত হইল। হে মহামুনে! যে প্রকার মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি দ্বারা সমাবৃত হয়, সেই প্রকার পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণের হেতুভূত অহঙ্কারও মহত্তত্ত্ব দ্বারা সমাবৃত হইল। অনন্তর তামস অহঙ্কার বিকৃত হইয়া শব্দ-তন্মাত্রের উদ্ভব হইল, এবং শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ-আকাশের উদ্ভব হইলে ঐ আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বারা সমাবৃত হইল। অনন্তর আকাশ বিকৃত হইয়া তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শগুণ সম্পন্ন বলবান্ বায়ু সমুদ্ভূত হইল, এবং ঐ বায়ুরাশি অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া রহিল। তৎপর বায়ু ক্ষুভিত হইয়া তাহা হইতে রূপতন্মাত্র উৎপন্ন হইল, সুতরাং রূপগুণ বিশিষ্ট জ্যোতিঃ পদার্থ বায়ু হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ঐ রূপে জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইয়া তাহা বায়ু কর্তৃক সমাবৃত হইল। অনন্তর জ্যোতিঃ সংক্ষুভিত হইয়া রসতন্মাত্র উদ্ভূত হইলে তাহা হইতে রসাধার সলিলরাশির সৃষ্টি হইল এবং উহা জ্যোতিঃপদার্থ কর্তৃক সমাবৃত হইয়া গেল। অনন্তর জলরাশি বিক্ষোভিত হইয়া গন্ধতন্মাত্রের সৃষ্টি হইলে সেই গন্ধতন্মাত্র হইতে গন্ধ গুণ বিশিষ্ট স্পর্শাদি সর্ব্বগুণের সমষ্টি স্বরূপ কাঠিন্য যুক্ত পার্থিব পদার্থ সমূহ সমুৎপন্ন হইল। জন্য-পদার্থে উপাদান পদার্থের সূক্ষ্মভাবে অবস্থান আছে, এই নিমিত্ত উপাদান পদার্থকে তন্মাত্র শব্দে

উল্লেখ করা যায়। তন্মাত্র সকল না শান্ত (সুখকর) না ঘোর (দুঃখজনক), না মূঢ় (মোহোৎপাদক); ইহাদের কোনও বিশেষ নাই, এজন্য ইহাদের একটী সাধারণ নাম "অবিশেষ" হইয়াছে। এইরূপে তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই ভূতপঞ্চের সৃষ্টি হয়, এবং তৈজস অহঙ্কার হইতে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল, এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দিক্‌,বায়ু,সূর্য্য,বরুণ,অশ্বিনীকুমারদ্বয়,অগ্নি,ইন্দ্র,উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই দশ জন দেবতা সৃষ্ট হইয়া উক্ত দশেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইল। মনঃ,— একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহার মনঃ, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত নামে চারিটী বৃত্তি আছে। চন্দ্র ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামে সাত্ত্বিক অহঙ্কারজ চারিটী দেবতা উক্ত মনো বৃত্তি চতুষ্টয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হে ব্রহ্মন্‌ উক্ত দশেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা,ত্বক্‌ এই পাঁচটি, দর্শনাদি জ্ঞানের হেতু, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। এবং পায়ু, উপস্থ, কর চরণ ও বাগ্‌যন্ত্র এই পাঁচটী দ্বারা মলমূত্ররেতাদির ত্যাগ ও ধারণ গমন উক্তি এই পাঁচটী কর্ম্ম সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে। হে মৈত্রেয়! আকাশ, বায়ু, তেজঃ, সলিল ও পৃথিবী, এই ভূতপঞ্চ যথাক্রমে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ গুণসম্পন্ন। ইহাদের কেহ সুখ হেতু, কেহবা দুঃখ হেতু, কেহ বা মোহ হেতু বলিয়া পরস্পর বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হওয়ায় বিশেষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই আকাশাদি পঞ্চভূত, অবকাশ, শোধন, দহন, আর্দ্রীকরণ ও ধারণ ইত্যাদি বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হেতু পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবেই রহিল, একত্র মিলিত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর উক্ত ভূত সমূহ পঞ্চীকরণ দ্বারা পরস্পর একীভূত হইয়া একটী মিশ্র পদার্থে পরিণত হইল। এবং মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হেতু অথবা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবিতা বশতঃ ঐ মিশ্র পদার্থ অণ্ডরূপ ধারণ করিল। অনন্তর প্রকৃতি সম্ভূত জলবুদ্বুদবৎ বর্ত্তুলাকার ঐ অণ্ড, ভূতসমূহ দ্বারা বর্দ্ধিত এবং বৃহদায়তন ও জলের উপরি ভাসমান হইয়া, হিরণ্যগর্ভ ভগবান্‌ নারায়ণের উত্তম অবস্থান স্বরূপ হইল। এবং বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্ত স্বরূপ বিষ্ণু, মায়া দ্বারা ব্যক্ত স্বরূপ হইয়া ব্রহ্মারূপে উহাতে স্থিতি করিতে লাগিলেন। অণ্ডস্থিত সুমেরু, তাঁহার উল্ব (ভস্ত্রাকার গর্ভবেষ্টনচর্ম্ম), পর্ব্বত সমূহ জরায়ু এবং সমুদ্র সকল গর্ভোদক, হইয়াছিল। হে বিপ্র! সেই অণ্ডেই অদ্রি দ্বীপ সমুদ্র ও দেব দানব যক্ষ রক্ষো মনুষ্যাদি সহ

ভূ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন ও তপঃ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন উদ্ভূত হইল। হে ব্রহ্মন্! কটাহাকার পৃথিবী পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন বিস্তৃত। উহার বহির্দ্দেশে পৃথিবীর দশ গুণ বিস্তৃত জলাবরণ, তাহার বাহিরে শত গুণ বহ্ন্যাবরণ, তাহার বাহিরে সহস্র গুণ বাতাবরণ, তাহার বাহিরে অযুতগুণ শূন্যময়, তাহার পর লক্ষ গুণ তামসাহঙ্কারাবরণ, তাহার বাহিরে দশ লক্ষ গুণ মহত্তত্ত্বকৃত মহাবরণে আবৃত। হে ব্রহ্মন্! যেরূপ নারিকেল ফলের শস্য ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য আবরণে আবৃত থাকে, সেইরূপ মহত্তত্ত্ব আবরণের বহির্দ্দেশে প্রাকৃত আবরণ থাকিয়া পৃথিবীকে সমুদয়ে সলিলাদি সপ্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর হরি সেই অণ্ডে বিরাজমান হইয়া রজো গুণা-বলম্বন পূর্ব্বক হিরণ্যগর্ভরূপে সৃষ্টি, সত্ত্ব গুণাশ্রয় করিয়া প্রতিযুগেই প্রলয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সৃষ্ট জগৎ প্রপঞ্চের রক্ষা বিধান এবং কল্পান্তকালে তমো গুণা-বলম্বিরুদ্র রূপে নিখিল জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করেন। অনন্তর মহা-প্রলয়ান্তে সেই পরমেশ্বর হরি জগৎ, একমাত্র মহার্ণবময় করিয়া অনন্ত শয়ান তদুপরি শয়ন করিয়া থাকেন। এবং জাগরিত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মা-দিরূপে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি প্রভৃতির বিধান করেন। হে মৈত্রেয়! সেই অনাদি ভগবান্ একমাত্র অদ্বিতীয় হইলেও তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধান করেন বলিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব রূপে সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। হে বিপ্র! তিনি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। তিনি স্রষ্টা হইয়া আপনাকে জন্য ভাবে সৃষ্টি, পালক হইয়া আপনাকে পালন, ও সংহর্ত্তা রূপেই আপ-নাকে সংহার করেন। যেহেতু পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও শ্রোত্রাদি একাদশ ইন্দ্রিয় এবং নিখিলজগৎ সমুদায়ই একমাত্র পুরুষ অর্থাৎ বিষ্ণু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়! সেই অব্যয় পরমেশ্বর হরিই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর সুতরাং অন্যকৃত অবান্তর সৃষ্ট্যাদিও তাঁহার বলিতে হইবে। তিনিই সৃজ্য, তিনিই স্রষ্টা; তিনিই পাল্য, তিনিই পালক; তিনিই প্রয়োজন বিশেষে, ব্রহ্মাদি অশেষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের বরিষ্ঠ বরদ ও পূজনীয় হইতেছেন।

ইতি প্রথমাংশে দ্বিতীয়াধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনে! আপনি কহিলেন, পরমেশ্বর হরি ত্রিগুণাতীত অপ্রমেয় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ও সুনির্ম্মল, তবে তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি বিষয়ক কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভবিতে পারে? পরাশর কহিলেন, হে মতিমন্! যখন জগতের সামান্য মণি মন্ত্র-ঔষধাদির শক্তিই অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগম্য, তখন অনলের দাহিকা শক্তির ন্যায় ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি শক্তি যে অচিন্ত্য ও দুরধিগম্য হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তিনি যেরূপে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, আমি তোমাকে তাহা যথাযথ বর্ণনা করিতেছি। হে বিদ্বন্! ভগবান্ বিষ্ণু লোকপিতামহ ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হইয়া জগতের সৃষ্টি বিধান করেন। ইহাতে তিনি উৎপন্ন না হইলেও লোকে তাহা উপচার বশতঃ উৎপত্তি বলিয়াই কহিয়া থাকে। সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মার স্বীয় দিবস মানানুসারে আয়ুষ্কাল এক শত বৎসর, তাঁহার পরমায়ুর নাম পর, ও ঐ পরমায়ুর অর্দ্ধ পরিমিত পঞ্চাশদ্বর্ষ কাল পরার্দ্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হে অনঘ! আমি তোমাকে ভগবান্ বিষ্ণুর কাল নামে যে একটী মূর্ত্তির কথা বলিয়াছি তদ্দ্বারা তুমি ব্রহ্মা ও অন্যান্য প্রাণী এবং স্থাবর জঙ্গমাদির আয়ুষ্কালের পরিমাণ বুঝিয়া লও, আমি তোমাকে উহা সবিস্তার বলিতেছি।

হে সৌম্য! একবার চক্ষের পাতা পড়িতে যে সময় লাগে তাহার নাম নিমেষ, পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক লৌকিক অহোরাত্র, ত্রিশ দিবসে দুই পক্ষ। ও দুই পক্ষে এক মাস। ছয় মাসে এক অয়ন, এবং দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের দক্ষিণ ও উত্তর অয়নে, দেবতাগণের ক্রমে এক রাত্রি ও এক দিন হয়। দিব্য দ্বাদশ সহস্র বর্ষে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় হয়। উহার বিভাগ বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়। পুরাণজ্ঞেরা সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগকে যথা ক্রমে দিব্য পরিমাণের চারি, তিন, দুই ও এক সহস্র বৎসর পরিমিত বলিয়া থাকেন। দিব্য এক এক সহস্র বৎসরে চতুর্যুগের পূর্ব্ব ও শেষ সন্ধ্যা হইয়া থাকে। হে মুনিসত্তম! পূর্ব্ব ও শেষ যুগসন্ধ্যার মধ্যে যে কাল, তাহার মধ্যেই সত্য ত্রেতাদি যুগচতুষ্টয় সম্পন্ন হয়। এই চারি যুগের যে বর্ষ পরিমাণ সমষ্টি, তাহার সহস্র গুণ বর্ষে লোকপিতামহ ব্রহ্মার এক দিবস হয়। ব্রহ্মার এই এক দিবস কাল মধ্যে চতুর্দ্দশ মনু প্রাদুর্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকেন।

চতুর্দ্দশ মনুর এই তিরোভাবই চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বলিয়া কথিত হয়। এক এক মনুর স্থিতি কাল পরিমাণ কর তাহা তুমি শ্রবণ কর। সপ্তর্ষি, দেবগণ, ইন্দ্র, মনু, মনুপুত্র ও রাজর্ষিগণ, ইঁহারা এক সময়েই সৃষ্ট ও এক সময়েই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি চতুর্যুগে এক এক মন্বন্তর হয়। উহাই মনু, সপ্তর্ষি ও স্বর্গাধিপ ইন্দ্রের অধিকার কাল। এবং অষ্ট লক্ষ দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্র দিব্য বর্ষাপেক্ষাও অধিক কালে মন্বন্তর সংঘটিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! মনুষ্যদিগের ত্রিশ কোটি, সপ্তষষ্টি নিযুত বিংশতি সহস্র বৎসর কালে এক এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কালে ব্রহ্মার এক দিবস হয়। এবং তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইলে মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। এই মহাপ্রলয় কালে ভূ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিভুবন দগ্ধ হইয়া যায়। মহর্লোক নিবাসী মুনীগণ তাপার্ত্ত হইয়া উপরিস্থ জন লোকে গমন করেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একার্ণব হইলে নারায়ণাত্মক কমলযোনি ব্রহ্মা জনলোকস্থ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া বিশ্বসংসার সংহারাভিলাষে স্বকীয় রাত্রিকালের নিমিত্ত অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন। তৎকালে জনলোকস্থ মহর্ষিগণ তাঁহার মহীয়সী শক্তি ধ্যান করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহার নিদ্রাবসান হইলে পুনরায় সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। হে মৈত্রেয় চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিবস, ঐ পরিমাণ দিবসের মাস বৎসরাদি ধরিয়া যে শত বৎসর হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহার পরমায়ু। হে অনঘ! সম্প্রতি তাঁহার পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ গত হইয়াছে। এই পরার্দ্ধ নামক অর্দ্ধাংশের অন্তেই পাদ্মনামে এক মহাকল্প হইয়া থাকে। এইক্ষণ ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম দিন চলিতেছে, ইহার নাম বরাহকল্প।

ইতি প্রথমাংশে তৃতীয়াধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে! মহাকল্পের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপী ভগবান্ নারায়ন যেপ্রকারে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আপনি আমাকে তাহা বলুন।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! দক্ষাদি প্রজাপতিগণের পতি নারায়ণাত্মক ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর। অতীত পাদ্মকল্পের অবসান কালে ভগবান্ ব্রহ্মা জাগরিত

ও সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া দেখিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের কুত্রাপি কিছুই নাই, সকলই শূন্যময়। হে মৈত্রেয়, সেই ভগবান্ নারায়ণ—পরাৎপর, অচিন্ত্য অনাদি পরব্রহ্ম ও সমুদায় বিশ্বের একমাত্র উৎপত্তি-স্থান। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা হিরণ্যগর্ভরূপী সেই মহান্ নারায়ণের সম্বন্ধে সর্ব্বত্র এই শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জলরাশি নর অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রথম সৃষ্টি।* এই নিমিত্ত জলরাশি "নার" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এবং পূর্ব্বে তিনি তদুপরি অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া জলরাশি তাঁহার অয়ন হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই তাঁহার নাম নারায়ণ হয়। সেই প্রভু প্রজাপতি ব্রহ্মা, যোগনিদ্রাবসানে সমুদায় বিশ্ব একার্ণবীকৃত ও মহীমণ্ডলকে জলনিমগ্ন দেখিয়া উহাকে উদ্ধার করিতে অভিলাষী হইলেন। এবং অন্যান্য কল্পে যেরূপ মৎস্য কূর্ম্মাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই বারাহ-কল্পেও জগতের স্থিতির নিমিত্ত বেদযজ্ঞময় বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন তৎকালে স্থিরাত্মা সেই ব্রহ্মা প্রজাপতি, জনলোকগত সনকাদি সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেই বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীর উদ্ধার সাধনার্থ পাতালতলে গমন করিতেছেন দেখিয়া ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী নিতান্তই প্রীত হইলেন এবং ভক্তিবিনম্রচিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন।

পৃথিবী কহিলেন। হে শঙ্খচক্রগদাধর সর্ব্বভূতময় ভগবন নারায়ণ! তোমাকে নমস্কার। আমি তোমা হইতে পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইয়াছি, অদ্যও তুমি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। হে জনার্দ্দন! তোমা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত আমি ও অন্যান্য অশেষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তন্ময়াত্মক। হে পরমাত্মন্ তুমি ব্যক্ত অব্যক্ত প্রকৃতি ও কাল স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বভূতের এক মাত্র কর্ত্তা এবং তুমিই পাতা ও তুমিই সংহর্ত্তা। তুমি সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মা; পালন বিষয়ে, বিষ্ণু, ও সংহারকার্য্যে রুদ্রমূর্ত্তি ভগবান্ শূলপাণি। হে গোবিন্দ! প্রলয়াবসানে জগৎ একার্ণবীকৃত করিয়া তুমি শয়ন করিলে মনীষিগণ তোমার চিন্তা করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! তোমার যে গুহ্য হইতে গুহ্য পরম তত্ত্ব তাহা কেহই জানে না। দেবতারাও তোমার তত্ত্ব না পাইয়া তোমার অবতার কালীন সাকার মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি এক মাত্র পরাৎপর পরব্রহ্ম। মুমুক্ষুগণ, তোমাকে আরাধনা।

---

* "আপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ মবাসৃজৎ" মনুঃ।

করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বাসুদেব মূর্ত্তি তোমার আরাধনা না করিয়া কেহই মোক্ষলাভ করিতে পারে না। হে ভগবন্! মন দ্বারা যে কিছু উপলব্ধি করা যায়, চক্ষু দ্বারা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং বুদ্ধি দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারা যায়, সেই সমুদায়ই তোমার রূপ। আমি ত্বন্ময়ী, তুমিই আমার আধার, তুমিই আমার স্রষ্টা ও আশ্রয় স্থান, এই নিমিত্ত লোকে আমাকে 'মাধবী' বলিয়া থাকে। হে অখিলজ্ঞান-ময়! হে স্থূলময় হে অব্যয় অনন্ত ব্যক্তাব্যক্ত ভগবান্! তোমার জয় হউক। হে বিশ্বভাবন পরাৎপর নিষ্পাপ যজ্ঞপতি হরি! তোমার জয় হউক। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্‌কার তুমিই ওঙ্কার ও তুমিই অগ্নি। হে যজ্ঞপুরুষ হরি! তুমি বেদ, বেদাঙ্গ ও সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্র স্বরূপ পরব্রহ্ম। হে পুরুষোত্তম সাকার নিরাকার, অদৃশ্য, কঠিন, যাহা কিছু উক্ত হইল, অথবা যাহা আছে অথচ উক্ত হইল না, সেই সকলই তুমি, তুমি সর্ব্বময় অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

পরাশর কহিলেন, হে মিত্রযুকুমার! পৃথিবীধারণকারী বরাহরূপী ভগবান্ নারায়ণ, পৃথিবী কর্ত্তৃক এই রূপে স্তূয়মান হইয়া সামস্বরে ঘর্ঘর গর্জ্জন করি-লেন। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন নীলাচলসন্নিভ মহাবরাহরূপী বিষ্ণু, আপন সুতীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহার উত্থান সময়ে তদীয় মুখমারুতাহত সলিলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া জনলোক-স্থিত সনন্দনাদি নিষ্পাপ মূর্ত্তিমান্ মহর্ষিদিগকে, প্রক্ষালিত করিয়াছিল। তাঁহার ক্ষুরাগ্র দ্বারা রসাতল বিক্ষত হইলে জলরাশি সর সর শব্দ করিয়া অধোদিকে যাইতে লাগিল এবং জন লোকে নিরত নিবাসী সিদ্ধগণ তদীয় শ্বাসানিল দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া দূরে গমন করিতে লাগিলেন। জলার্দ্র কুক্ষি মহাবরাহ মহীমণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া স্বকীয় বেদময় আয়ত দেহ কম্পিত করিতে লাগিলেন। এবং সনকাদি মহর্ষিগণ তাঁহার রোমাবলীর অভ্যন্তরে থাকিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। জনলোক নিবাসী তত্ত্বপরায়ণ প্রণতিনম্র সনন্দনাদি যোগিবৃন্দ নিরতিশয় প্রীত হইয়া নিষ্পন্দনয়নে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।

হে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর প্রভো কেশব। তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের এক মাত্র নিদান, তুমি পরাৎপর পরমেশ্বর, তোমা ভিন্ন পরম পদ আর কিছুই নাই। তোমার জয় হউক। হে প্রভো! তুমি যজ্ঞপুরুষ। বেদচতুষ্টয় তোমার চরণ পদ্ম; যজ্ঞযূপ তোমার বিশালদংষ্ট্রা, যজ্ঞ তোমার দন্তরাজী,

তোমার আয়ত মুখগহ্বর যজ্ঞীয় চিতি (অগ্নি স্থান), তোমার আরক্ত লোল জিহ্বা হুতাশন, রোমাবলী দর্ভমালা। হে দেব! তোমার লোচনদ্বয় অহোরজনী, তোমার বিশাল মূর্দ্ধা সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মপদ, কেশকলাপ সমগ্রসূক্ত স্বরূপ, এবং যজ্ঞীয় সমুদায় ঘৃতই তোমার ঘ্রাণ স্বরূপ। স্রুক্ (হবিঃপাত্র) তোমার তুণ্ড, সামস্বর ধীর নাদ, প্রাগ্বংশ (অগ্নিগৃহের পূর্ব্বভাগ) বিশাল কায়, যজ্ঞসমূহ অঙ্গসন্ধি; স্মার্ত্ত ও বৈদিক ধর্ম্ম তোমার কর্ণযুগল, হে ব্রহ্মসনাতন ভগবান্ বিষ্ণো! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিশ্বমূর্ত্তে! অবিনাশি পরব্রহ্ম! আমরা জানি, তুমি ত্রিপদ ভূমি দান কালে এক পাদে পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়াছিলে, তুমি সকলের আদিতে এক মাত্র বিদ্যমান ছিলে, তুমি চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলেরই অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে নাথ! পদ্মবনাবগাহী মাতঙ্গের দন্ত বিলগ্ন সপঙ্ক পদ্মপত্রের ন্যায় এই নিখিল ভূমণ্ডল তোমার দংষ্ট্রাগ্রে বিন্যস্ত রহিয়াছে। হে অনন্তশক্তে! এই ভূমণ্ডল ও স্বর্গের অভ্যন্তরে যে অসীম অনন্ত আকাশ ব্যবহিত, তাহা তোমার শরীর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে। হে বিভো! তুমি নিখিল জগতের মঙ্গল বিধান কর। হে জগন্নাথ! তুমিই কেবল এক মাত্র পরমার্থ এক মাত্র তোমারই মহিমা দ্বারা জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে। হে নিরাকার জ্ঞানময় জগদীশ্বর! তোমার মূর্ত্তি স্বরূপ এই যে মূর্ত্ত জগদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছে, অজ্ঞান ব্যক্তিরাই কেবল তাহা ভ্রান্তি দৃষ্টিতে মূর্ত্ত দেখিতেছে। এই অখিল জগৎ জ্ঞানময়, কিন্তু অবোধ ব্যক্তিরা ইহাতে স্বরূপতঃ বস্তু জ্ঞানে দর্শন করিয়া মোহসাগরে ভ্রমিত হইতেছে। কিন্তু জ্ঞানীরা ইহাকে তোমার রূপের ন্যায় জ্ঞানময় দর্শন করিয়া থাকেন। হে সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্ব! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, জগতের উৎপত্তির নিমিত্ত তুমি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর।

হে ভগবন্ গোবিন্দ! তুমি সত্ত্ব গুণের আশ্রয়, হে পদ্মলোচন! তুমি জগদুৎপত্তির নিমিত্ত এই পৃথিবীকে উদ্ধার ও আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর। হে পদ্মপলাশলোচন হরি! জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে তোমার মহোপকারিণী প্রবৃত্তি হউক। আমরা তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমাদিগের শুভ বিধান কর।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! এই প্রকারে সংস্তূয়মান পরমাত্মা মহাবরাহ, পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মহার্ণবোপরি স্থাপন করিলেন। পৃথিবী সেই মহাসাগরোপরি নৌকার ন্যায় ভাসিতে লাগিল, দেহ-প্রাশস্ত্যবশতঃ

মগ্ন হইল না। অনন্তর সেই অনাদি ভগবান্ ক্ষিতিতল সমান করিয়া তাহাতে যথাস্থানে গিরি সকল স্থাপন করিলেন। সেই অমোঘেচ্ছ ভগবান্ বিষ্ণু, আপন অমোঘ প্রভাব দ্বারা পৃথিবীতলে মহাপ্রলয়দগ্ধ পূর্ব্বসৃষ্ট পর্ব্বত সকল পুনরায় সৃজন করিলেন এবং ভূবিভাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপ ও ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহর্লোক এবং পাতালের ও সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তিনি রজোগুণাবলম্বী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ প্রকৃতির নিয়মানুসারে জগদাদি সৃষ্টি হইয়াই থাকে, তদ্বিষয়ে তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ। হে তপস্বিবর্য্য নিমিত্ত-কারণ ভিন্ন তাঁহাকে আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। পদার্থ সকল আপন শক্তিতেই পদার্থত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইতি প্রথমাংশে চতুর্থাধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই লোকপিতামহ হিরণ্যগর্ভ প্রথমে দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, দানবগণ, মনুষ্য, তির্য্যক্ বৃক্ষ, লতা, শস্যাদি, ভূচর, খেচর ও জলচর জন্তুগণকে যেরূপে সৃষ্টি, এবং সৃষ্টি-সময়কালে জগতীস্থ প্রাণিসমূহ ও অন্যান্য পার্থিব পদার্থ নিচয়কে যেরূপ গুণ রূপ ও স্বভাব সম্পন্ন করিয়াছেন, আপনি আমাকে তাহা যথাযথ বর্ণনা করুন।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! সেই সর্ব্বলোকবিধাতা ব্রহ্মা যেরূপে দেবাদি অখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তোমাকে বলিতেছি, তুমি সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

কিরূপে সৃষ্টি করিবেন ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্লাদির ন্যায় তাঁহার অবুদ্ধি অর্থাৎ প্রমাদ বশতঃ অবিদ্যার সৃষ্টি হইল। হে মৈত্রেয় সেই মহাত্মা হইতে তৎকালে তমঃ, মোহ, মহামোহ ও তামিস্র এই পঞ্চবিধ অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। অনন্তর তদীয় চিন্তাদ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সংজ্ঞা জ্ঞানাদি শূন্য বৃক্ষ লতা, বীরুৎ গুল্ম ও তৃণ এই পাঁচ প্রকার স্থাবর সৃষ্ট হইল। চলচ্ছক্তি বিহীন উক্ত স্থাবর সকল সৃষ্টির আদিতে মুখ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে বলিয়া এই সৃষ্টিকে মুখ্য সৃষ্টি কহে। কিন্তু ব্রহ্মা এই স্থাবরগণকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে অনুপযুক্ত দেখিয়া [illegible] সৃষ্টি করিতে মনন করিলেন। অনন্তর পশু পক্ষি প্রভৃতি তির্য্যগ গণ

সৃষ্ট হইল। ইহারা আহার বিহার শয়ন উপবেশনাদি সকল বিষয়েই অবিচারিতভাবে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া তির্য্যক্ স্রোতঃ নামে কথিত হইয়া থাকে। এই তির্য্যকগণ তমোগুণাক্রান্ত, চিন্তা ও বিবেকশক্তি বিহীন, উৎপথগামী অহংকৃত ও মূকতা প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি প্রকার বৈকল্য বিশিষ্ট, ইহাদের অন্তঃকরণে হর্ষ শোকাদি কোনও ভাবোদয় হইলেও তাহা ইহারা পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিতে পারে না।

অনন্তর ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ইহাদিগকেও অনুপযুক্ত মনে করিয়া অন্যবিধ জীব সৃষ্টির অভিলাষ করিলেন। তাহাতে সত্ত্বাশ্রিত ঊর্দ্ধস্রোতা দেবগণ সৃষ্ট হইলেন, তাঁহারা সুখ ও আনন্দময় এবং সমধিক জ্ঞান ও চৈতন্যশালী হইলেন। এই তৃতীয় দেব সৃষ্টি বিহিত হইলে ব্রহ্মার অন্তঃকরণে বিশেষ প্রীতির উদ্রেক হইয়াছিল। অনন্তর তিনি মুখ্যসর্গ সভূত বৃক্ষাদিকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে অশক্ত দেখিয়া ঊর্দ্ধবেগের ন্যায় আর অন্য কোনও উত্তম সৃষ্টির চিন্তা করিলেন। তাহাতে তদীয় উদ্দেশ্য সংসাধক অর্বাক্ স্রোতো মনুষ্যগণ সমুদ্ভূত হইল। ইহারা অধঃস্রোতঃ দ্বারা আহার করে বলিয়া ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা সর্ব্ব বিষয়ে প্রকাশবান্ এবং তমোগুণ ও সমধিক রজো গুণাবলম্বী হইল। এবং তজ্জন্যই তাহারা পুনঃ পুনঃ কার্য্য করণ দ্বারা বহু দুঃখের ভাগী ও বাহ্যকার বা বাক্য দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে শক্ত হইল। সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধক হইল। হে মুনিসত্তম! এই তোমাকে ছয়টী সৃষ্টির কথা বলা হইল। তন্মধ্যে ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টিই মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি। দ্বিতীয় তন্মাত্র সৃষ্টি উহাকে ভূত সৃষ্টিও কহে। তৃতীয় বৈকারিক সৃষ্টি। উহা ঐন্দ্রিয়িক সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়। উক্ত মহত্তত্ত্বাদি ত্রিবিধ সৃষ্টিকে প্রাকৃত সৃষ্টি কহে। স্থাবর সকল মুখ্য নামে আখ্যাত, তাহাদের সৃষ্টির নাম মুখ্য সৃষ্টি উহা চতুর্থস্থানীয়। তির্য্যক্ স্রোতোগণের সৃষ্টি পঞ্চম উহা তৈর্য্যগ্য নামে অভিহিত। ঊর্দ্ধ স্রোতাদিগের সৃষ্টি ষষ্ঠ স্থানীয় ইহাকে দৈব সৃষ্টি কহে। তৎপরে অর্ব্বাক্স্রোতা মনুষ্যগণের সৃষ্টি সপ্তম সৃষ্টি। অষ্টম সাত্ত্বিক ও তামস ধর্ম্মাক্রান্ত অন্যবিধ দেব সৃষ্টি। উল্লিখিত অষ্টবিধ সৃষ্টির মধ্যে বৈকৃত সৃষ্টি পাঁচ প্রকার এবং প্রাকৃতিক সৃষ্টি তিন প্রকার, ইহা ভিন্ন কৌমার সৃষ্টি নবম সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত। ইহাতে রুদ্র ও সনৎকুমারাদির উৎপত্তি বৃত্তান্ত অন্তর্নিহিত আছে। হে মৈত্রেয়! সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি জগতের নিদানভূত প্রাকৃতাদি যে নয়টী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তোমাকে বলিলাম,

এইক্ষণ তুমি সেই জগজ স্রষ্টা জগদীশ্বরের বিষয়ে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ কর ?

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবন ! আপনি সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলেন, তৎসমুদয়ই অতি সংক্ষিপ্ত, আমি ঐ সকল বিষয় সবিস্তার রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! জগৎ সৃসৃক্ষু ব্রহ্মা যৎকালে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে তাঁহার ইচ্ছা মাত্রই মনুষ্য, দেব, স্থাবর এবং তির্য্যক্ প্রজাগণ সমুৎপন্ন হইল। যেহেতু উক্ত প্রজা সমূহ মহাপ্রলয় কালে লয় প্রাপ্ত হইলেও তাহারা স্ব স্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মফলাদি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল না। অনন্তর প্রজাপতি অন্তঃস্থ জক দেবগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ এবং মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি ইচ্ছুক হইয়া আত্মাতে মনঃ সমাধান করিলেন। অনন্তর তাঁহার তমো গুণের উদ্রেক হইয়া দেহ হইতে প্রথমেই তমোগুণাক্রান্ত অসুরগণ উৎপন্ন হইল। তৎপর তিনি নিজেই তমোগুণ পরিত্যাগ করিলে তাহা বিভাবরীরূপে পরিণত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা সিসৃক্ষু হইয়া সত্ত্বগুণময় দেহ আশ্রয় করিলে তাঁহার মুখ হইতে সত্ত্বগুণাক্রান্ত সুরগণ সমুৎপন্ন হইলেন এবং সেই সাত্ত্বিকাদেহ পরিহার করিলে সত্ত্বগুণময় দেবতাদিগের সৃষ্টি হইল এবং এই কারণে অসুরগণ রজনীতে ও দেবগণ দিবাকাশে বলিষ্ঠ ও প্রবল হইয়া থাকে। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা সত্ত্বগুণাক্রান্ত অন্য একটী শরীর পরিগ্রহ করিলেন এবং পিতৃস্থানীয় তাঁহা হইতে পিতৃগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। পিতৃগণের উদ্ভব হইলে ব্রহ্মা সেই সাত্ত্বিকী তনু পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাহা দিবস ও রজনীর মধ্যস্থলে সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা রজোগুণের অবলম্বন করিলে তাঁহা হইতে রজোগুণাক্রান্ত মনুষ্যগণ উদ্ভুত হইল। সেই রাজসী তনু পরিত্যাগ করিলে, তাহা জ্যোৎস্না রূপে পরিণত হইল। ইহাকেই প্রাক্‌সন্ধ্যা বা প্রভাত কহিয়া থাকে। হে মৈত্রেয় ! এই কারণে পিতৃগণ সন্ধ্যাকালে এবং মানবগণ প্রভাতসময়ে প্রবল হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয় ! প্রভাত, রাত্রি, দিন ও সন্ধ্যা এই চারিটীই প্রজাপতি ব্রহ্মার সত্ত্বরজস্তমোগুণময় দেহস্বরূপ। অনন্তর তিনি রজোগুণাত্মিকা অপর একটী তনু গ্রহণ করিলে তাঁহা হইতে ক্ষুধা ও ক্ষুধা হইতে ঘোরতর কোপের উদ্রেক হইল। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা অন্ধকারে থাকিয়া ক্ষুধাতুর জীবগণের সৃষ্টি করিলেন। ইহারা জন্মগ্রহণ মাত্রই অত্যন্ত বিরূপ ও শ্মশ্রুল ভাব ধারণ করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল। এই সময়ে—

এবং যাহারা ইহাকে খাইব বলিয়া ধাবমান হইয়া ছিল। তাহারা জক্ষণ(ভক্ষণ) হেতু যক্ষ নামে অভিহিত হইল। সেই অপ্রিয় যক্ষদিগকে দর্শন করিয়া বিধাতার কেশ সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং পুনরায় তাঁহার মস্তকেই আরোহণ করিল। এই সর্পণ হেতু সেই কেশ সমূহ সর্প এবং হীন (বিচ্ছিন্ন) ভাবাপন্নত্ব হেতু অহিনামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর জগৎস্রষ্টা ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কপিশবর্ণ পিশিতাশন কোপন স্বভাব অত্যুগ্র ভূতগণকে সৃষ্টি করিলেন। তৎকালে, যাহারা মধুর সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেই গন্ধর্ব্বগণ উৎপন্ন হইল। তাহারা বাক্যরূপ অমৃত পান করিতে করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত হইয়াছিল। হে মৈত্রেয়! ভগবান্ ব্রহ্মা এই সমুদয় সৃষ্টি করিয়া তৎপরে আপন ইচ্ছানুসারে দেহাবস্থা বিশেষ হইতে পক্ষিসমূহ; বক্ষঃস্থল হইতে মেষগণ, মুখ হইতে অজগণ, উদর ও পার্শ্ব হইতে গো সমূহ, পদ হইতে হস্তী, অশ্ব, রাসভ, গবয়, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর, ন্যঙ্কু এবং অন্যান্য বহুবিধ পশুগনের সৃষ্টি বিধান করিলেন। তাঁহার রোমাবলী হইতে জগতের বহু প্রয়োজনীয় ওষধি অর্থাৎ ফলপাকান্ত ধান্য কদলী প্রভৃতি উদ্ভিদ্ সকল উৎপন্ন হইল। হে দ্বিজবর্য্য! লোক পিতামহ ব্রহ্মা কল্প প্রারম্ভে ত্রেতা যুগের প্রথম সময়ে ওষধি ও পশু সমূহকে সৃষ্টি করিয়া উহাদের কতক গুলিকে যজ্ঞার্থে যোজিত করিয়া দিলেন। হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বোক্ত পশু সমূহের মধ্যে মনুষ্য, গো ছাগ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভকে গ্রাম্য পশু কহে এবং সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ, দ্বিখুর গবয়াদি, হস্তী, বানর, পক্ষী, ও কুম্ভীর কূর্ম্মাদি জলচর জন্তু এবং সর্প, ভেক, গোধা প্রভৃতি সরীসৃপ সমূহকে আরণ্য পশু কহে।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা পূর্ব্ব মুখ হইতে গায়ত্রীচ্ছন্দ, ঋগ্বেদ, ত্রিবৃৎস্তোম (স্তোত্র সাধনা ঋক্) রথন্তরাখ্য সাম ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সৃষ্টি করিলেন। দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোমনামক সামবেদীয় গান বৃহৎ সাম ও উক্‌থ অর্থাৎ সোমরস সিদ্ধ যজ্ঞবিশেষ উৎপন্ন হইল। পশ্চিমানন হইতে সামবেদ জগতীচ্ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম নামক সামবেদীয় গান বিশেষ, বৈরূপাখ্য সামগান এবং অতিরাত্রসংজ্ঞক যাগ বিশেষ, উদ্ভূত হইল। অনন্তর তাঁহার উত্তরানন হইতে একবিংশতি স্তোম অথর্ব্ব বেদ আপ্তোর্য্যাম নামক সোমসিদ্ধ যাগ বিশেষ, অনুষ্টুপ্‌ছন্দ ও বৈরাজ নামক সাম উৎপাদন করিলেন। তদীয় দেহায়তন হইতে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সমুদায় ভূতই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। হে মৈত্রেয়! লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পের আদিতে

দেবতা অসুর পিতৃগণ ও মনুষ্যাদিগকে সৃষ্টি করিয়া পরে যক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, নর (অশ্ববদ্ বদন বিশিষ্ট) কিন্নর, পশু, পক্ষী, মৃগ, উরগ, এবং স্থায়ী অস্থায়ী স্থাণু জঙ্গমাদির সৃষ্টি করিলেন। হে মুনে! পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে জন্তুগণের যাহার যে কার্য্য ও স্বভাবাদি ছিল, তাহারা পুনঃ সৃষ্ট হইয়াও সেই সকল ধর্ম্ম কর্ম্মাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জগতে কেহ হিংস্র ও অহিংসক, কেহ মৃদু, কেহ ক্রূর, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ পাপী, কেহ সত্যবাদী কেহ বা মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে; ইহা কেবল তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃই এবং সেই নিমিত্তই তৎ তৎ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়েই এক এক ব্যক্তির অভিরুচি হইতে দেখা যায়। অন্যথা সংসারে পাপকে মন্দ জানিয়াও লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে কেন? সেই ত্রিলোকস্বামী ব্রহ্মাই ইন্দ্রিয়ার্থ ভূত ও শরীরের একমাত্র প্রভু এবং তিনিই এই পরিদৃশ্যমান-বিশ্ব-সংসারকে নানা চিত্র বিচিত্র চেতন অচেতনাদি পদার্থ সমূহে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বেদানুসারেই জগতীস্থ ভূত সমূহের নাম রূপ ও কার্য্যাদির নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। ঋষিগণের নামও তিনি বেদানুসারে স্থির করিয়া তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! যে প্রকার শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু ও হিম বর্ষাদি ঋতু চিহ্ন প্রতিপর্য্যায়ে পূর্ব্ববৎ আগত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক যুগারম্ভেই প্রত্যেক বস্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগবৎ তুল্য আকৃতি ও তুল্য গুণাদি সম্পন্ন হইয়া সৃষ্ট হইয়া থাকে। সিসৃক্ষা-শক্তিযুক্ত সেই ভগবান্ ব্রহ্মা সৃজ্য শক্তি কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া এইরূপেই যুগে যুগে সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ইতি প্রথমাংশে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে অর্ব্বাক্ স্রোতা মনুষ্যগণের বিষয় যাহা বলিলেন তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, অতএব ব্রহ্মা তাহাদিগকে যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ও তাহাদিগের ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিভাগ গুণ ভেদ এবং স্ব স্ব বর্ণ করণীয় কার্য্যাদির বিষয় সবিস্তার বর্ণন করুন।

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! সত্যসঙ্কল্প সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহার মুখ হইতে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, বক্ষ হইতে

রজোগুণ সম্পন্ন, উরু হইতে রজ ও তমোগুণের সমবায়সম্পন্ন এবং পদদ্বয় হইতে তমোগুণাক্রান্ত প্রজা সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাতেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইল। এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যাহারা মুখ হইতে হইল, তাহারা ব্রাহ্মণ, বক্ষোজগণ ক্ষত্রিয়, উরুজগণ বৈশ্য এবং হীনাঙ্গচরণ-জাতগণ শূদ্র নামে অভিহিত হইল। হে মহাভাগ! ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্তই যজ্ঞ সাধনোপযোগী এই বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হে মুনে! দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া বারিবর্ষণ করেন, প্রজাগণ তদ্দ্বারা শস্যাদি লাভ করিয়া নিরতিশয় প্রীত হইয়া থাকে; অতএব যজ্ঞকে নিতান্তই মঙ্গলকর বলিয়া জানিবে। উহা সদাচারসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ সন্মার্গগামি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং নরগণ সাধারণ ভূলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও কেবল যজ্ঞফলে সুদুর্লভ স্বর্গাপবর্গ লাভে অধিকারী হয় ও আপন অভিলষিত বিষ্ণুলোক শিবলোক বা অন্যত্র যে কোন পুণ্য ভূমিতে গমন করিতে পারে। হে মুনিসত্তম! চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থিতির নিমিত্ত লোক-পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভক্তি শ্রদ্ধা ও সমুদাচার সম্পন্ন প্রজাসকল সৃষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে তাহারা শীত গ্রীষ্ম বা দস্যু তস্করাদি জনিত সর্ব্ব প্রকার বাধা বিবর্জিত হইয়া অরণ্য ও গিরিকন্দর প্রভৃতির যে কোন স্থানে যথেচ্ছ-ভাবে বাস করিত। তৎকালে তাহাদের অন্তঃকরণ সরল নিষ্কপট লোভ-বর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ছিল এবং তাহারা নিয়ত সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সময়াতিপাত করিত। তাহাদিগের বিশুদ্ধ মনঃক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দ হরি নিয়ত বিরাজ করিতেন। তাহারা পবিত্র নিষ্পাপ অন্তঃকরণ দ্বারা কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ বিষ্ণ্বাখ্য পরব্রহ্মকে দর্শন করিত। হে মৈত্রেয়! এইরূপে সত্য যুগ গিয়া ত্রেতা যুগের কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইলে ভগবান্ বিষ্ণুর কাল নামক চতুর্থ অংশ সেই নিষ্পাপ প্রজাগণের পবিত্র অন্তঃকরণে অল্পে অল্পে অধর্ম্ম বীজ মোক্ষাপ-বর্গব্যাসেধ আপাতসুখকর কাম ক্রোধ লোভ মোহ ও মদ মাৎসর্য্যাদির সঞ্চার করিয়া দিলেন। সেই হইতেই তাহাদিগের শীতবাতাদিসহিষ্ণুতারূপ স্বাভাবিক সিদ্ধি রহিত হইল, এবং রসোল্লাসাদি অন্যবিধ অষ্টসিদ্ধি হইতে পারিল না; এবং ক্রমে পাপ বর্দ্ধিত হইয়া তাহারা ক্ষীণ হইয়া শীত গ্রীষ্মাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িল। অনন্তর তাহারা দস্যু তস্কর ও শীতাতপাদি বাধার প্রশমন নিমিত্ত বৃক্ষ পর্ব্বত ও সলিলময় বা ইষ্টকাদি নির্ম্মিত কৃত্রিম দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়া গ্রাম ও নগরাদির সংস্থাপন করিল এবং তাহাতে গৃহাদি নির্ম্মাণ দ্বারা দস্যু তস্কর শীতাতপাদি বাধা

হইতে আত্মরক্ষার সদুপায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ হস্ত সাধ্য কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে ব্রীহি, যব, গোধূম, অণুধান্য, তিল, পিপ্‌পলী দেবধান্য, দীর্ঘনাল কোরদূষা, চীনক, মাষ, মুদ্গ, মসূর, শিম্বী, কুলথ, শমীধান্য, চণক এই সপ্তদশ প্রকার গ্রাম্য ওষধি সমুৎপন্ন হইল। হে মহামুনে! গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি সমূহের মধ্যে ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণুধান্য, তিল, পিপ্‌পলী, কুলথ এই অষ্টবিধ গ্রাম্য এবং শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল (বনাতিল) গবেধুক (দেধান) বেণুযব ও মর্কটক (বন পিপুল) এই ছয় প্রকার আরণ্য ওষধি বলিয়া পরিগণিত। হে সৌম্য! এই চতুর্দ্দশ ওষধি দ্বারা যজ্ঞ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ইহারা যজ্ঞের প্রধান সাধন এবং যজ্ঞ ও ইহাদের জননে হেতু হইয়া থাকে, যেহেতু যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হইয়া শস্যোৎপাদন হয়। এই সকল ওষধি এবং যজ্ঞ কলাপ মনুষ্যগণের মহোপকারী, এই নিমিত্ত প্রজ্ঞাবান্ লোকেরা জীবনোপায় শস্যপ্রদ ধর্ম্মাবহ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তম! প্রত্যহ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে নানা প্রকার মহোপকার সাধিত হয় এবং স্বকৃত পাপরাশিরও প্রশমন হইয়া থাকে। হে মহামতে! যাহাদিগের অন্তঃকরণে বিষয়-বাসনা-সঞ্জাত পাপ-বিন্দু উদ্ভূত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই সকল মোহান্ধ ব্যক্তিরাই সর্ব্বার্থসাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। পরন্তু ইহারা বেদবাক্য বেদ ও যজ্ঞাদির নিয়ত নিন্দা করিয়া বেড়ায়। এই দুরাত্মা দুরাচার কুটিলাশয় বেদনিন্দকেরা যজ্ঞাদি কোনও ধর্ম্ম্য কার্য্য করে না অথচ নানা প্রকার অসদ্দৃষ্টান্তাদি প্রদর্শন দ্বারা লোকের প্রবৃত্তি মার্গের উচ্ছেদ করিয়া থাকে। হে মৈত্রেয! প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির পরে তাহাদের কৃষ্যাদি জীবিকা স্থির করিয়া দিয়া স্থান ও গুণভেদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মর্য্যাদা, পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান ও আশ্রম ধর্ম্মাদি স্থির করিয়া দিলেন। এবং তিনি ইহাও স্থির করিয়া দিলেন যে ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণগণ অন্তে প্রাজাপত্য লোকে (পিতৃ লোকে) রণাপরাঙ্মুখ ক্ষত্রিয়গণ ইন্দ্রলোকে, স্বধর্ম্মরত বৈশ্যগণ দেবলোকে এবং উক্ত ত্রিবর্ণের সেবারত শূদ্রগণ গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিবে। অষ্টাশীতি সহস্র সংখ্যক বালখিল্যাদি ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষিবৃন্দ যে জনলোকে বাস করেন, গুরুগৃহবাসী নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিগণ তথায় গমন করিয়া থাকেন। বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বিগণ, মরীচ্যাদি সপ্তর্ষি মুনিগণের অধ্যুষিত স্থান তপোলোকে গমন করেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণ প্রাজাপত্যলোকে, চতুর্থাশ্রমি মহাত্মগণ সত্যলোকে, এবং যোগিগণ, বিষ্ণুর পরমপদ অমৃত স্থানে গমন করেন। জীবন্মুক্ত মনীষিবৃন্দ জ্ঞান নেত্রে

যাঁরা যে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন করেন নিয়ত ব্রহ্মচিন্তক অদ্বৈতবাদী মহাযোগিবৃন্দ অন্তকালে তাঁহাতে গমন করিয়া থাকেন। হে মুনে! চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ সেই অমৃতলোকে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছে কিন্তু দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্রচিন্তক যোগিবৃন্দ, তথায় গমন করিয়া আর প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না। যাহারা নিয়ত বেদ নিন্দা করে' বেদবিহিত কার্য্য কলাপ যজ্ঞাদির প্রতিবাদী হইয়া উহাতে বাধা জন্মায় এবং যাহারা নাস্তিক্য অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, হে মৈত্রেয়! সেই সেই মূঢ়মতিরা তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, অসিপত্রবন, ও কালসূত্রনামক অতি ঘোরতর নরকে গমন করিয়া থাকে।

ইতি প্রথমাংশে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মতিমন্! অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টি করিতে চিন্তা করিলে তদীয় তুল্য রূপ গুণাদি সম্পন্ন মানস প্রজা সকল এবং তাঁহার গাত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সমূহ সমুৎপন্ন হইয়াছিল। হে মৈত্রেয়! আমি তোমাকে পূর্ব্বে দেবগণ ও স্থাবর অস্থাবরাদি সমুদায় চরাচরের সৃষ্টির কথা বলিয়াছিলাম তাঁহারা সকলেই সেই ধীমান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অনন্তর তিনি আত্মসদৃশ গুণ সম্পন্ন ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ নামক মহামনা মানস পুত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারা নয় জন, নব ব্রহ্মা বলিয়া পুরাণে কথিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সনন্দনাদি যে সকল মহর্ষিগণ পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা সংসার নিরপেক্ষ হইয়া প্রজা সমুৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন না। তাঁহারা পরম জ্ঞানী সংসারে বীতরাগ ও একান্তই মাৎসর্য্যবিহীন ছিলেন। সৃষ্টি বৃদ্ধ্যর্থ প্রজোৎপাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হওয়াতে, লোকপিতামহ মহাত্মা ব্রহ্মার ত্রৈলক্য-দহনক্ষম নিরতিশয় ভীষণ ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল। তাঁহার সেই ক্রোধাগ্নিতে সমুদায় ত্রিলোক আলোকমালা দ্বারা বিদীপিত হইতেছিল। অনন্তর ব্রহ্মার ভ্রূকুটিকুটিল ললাট দেশ হইতে মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান অর্দ্ধনারী অর্দ্ধপুরুষ মূর্ত্তি প্রচণ্ড শরীর রুদ্র সমুদ্ভূত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে

হে রুদ্র! তুমি আপনাকে নর নারী দুইভাগে বিভক্ত কর ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদনুসারে রুদ্রমূর্ত্তি আপনাকে পুরুষ ও নারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পুরুষাংশকে আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন, উহার এক ভাগ তিনি নিজেই রহিলেন। এবং সেই প্রভু রুদ্র স্বকীয় মূর্ত্তির অনুরূপে নারী অংশকে সৌম্য অসৌম্য শান্ত অশান্ত সিত অসিতাদি একাদশ বিভাগে বিভক্ত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা আত্মসম্ভূত স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রজা পালনার্থে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অনন্তর স্বায়ম্ভুব মনু, তপো নির্ম্মলা অর্দ্ধাঙ্গরূপ শতরূপাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ঔরসে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক পুত্রদ্বয় ও প্রসূতি আকূতি নাম্নী ধর্ম্মপরায়ণা রূপলাবণ্যবতী দুইটীকন্যা উদ্ভূত হইল। তখন মহামনাঃ মনু, প্রসূতি ও আকূতি কন্যাকে যথাক্রমে দক্ষ প্রজাপতি ও মহর্ষি রুচিকে সম্প্রদান করিলেন। প্রজাপতি রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে দক্ষিণা নাম্নী কন্যা ও যজ্ঞ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। হে মৈত্রেয়! স্বয়ম্ভুব আদি মনুর প্রাদুর্ভাব কালেই উক্ত যজ্ঞ ও দক্ষিণা দম্পতী হইতে দ্বাদশটী পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। উহারা সকলেই যাম নামক দেবতা বলিয়া বিশ্রুত। এবং দক্ষ প্রজাপতি ও প্রসূতি হইতে চতুর্বিংশতি সংখ্যক কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল যথাক্রমে উহাদিগের নাম কথিত হইতেছে তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। উঁহাদিগের নাম শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, ঋদ্ধি, কীর্ত্তি, খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া উর্জ্জা স্বাহা ও স্বধা। মহামতি ধর্ম্ম এই কন্যা সমূহের প্রথম ত্রয়োদশটীকে বিবাহ করিলেন। এবং মহাত্মা ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, ও পিতৃগণ, ইঁহারা যথাক্রমে কনিষ্ঠ একাদশ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ধর্ম্মপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে কাম, লক্ষ্মীর গর্ভে দর্প, ধৃতির গর্ভে নিয়ম, তুষ্টির গর্ভে সন্তোষ, পুষ্টির গর্ভে লোভ, মেধার গর্ভে শ্রুত, ক্রিয়ার গর্ভে দণ্ড, নয় বিনয়, বুদ্ধির গর্ভে বোধ, লজ্জা হইতে বিনয়, বপু হইতে ব্যবসায়, শান্তি হইতে ক্ষেম; ঋদ্ধি হইতে সুখ, ও কীর্ত্তির গর্ভে যশো নামক পুত্রগণ প্রসূত হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্ম পুত্র। অনন্তর ধর্ম্মপুত্র কাম, নন্দানাম্নী পত্নীতে হর্ষ নামে পুত্র উৎপাদন করিলেন। অধর্ম্মের ভার্য্যার নাম হিংসা, তাহার গর্ভে অনৃত নামে পুত্র ও নিকৃতি (শঠতা) নামে একটী কন্যা জন্মপরিগ্রহ করিল। অনন্তর অনৃত, নিকৃতির পাণিগ্রহণ করিলে তাহা হইতে ভয় ও রৌরব নরক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের

মধ্যে ভয়, মায়ার, ও রৌরব নরক বেদনার পাণিপীড়ন করিল। তাহাতে মায়ার গর্ভে সর্ব্বসংহারক মৃত্যু ও বেদনার গর্ভে দুঃখ নামে দুই পুত্র উদ্ভূত হইয়াছিল। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা (বাসনা) ও ক্রোধ নামে পাঁচটী সন্তান জন্মপরিগ্রহ করে। ইহারা সকলেই নীচলক্ষণাক্রান্ত ও পরিণাম বিরস দুঃখদায়ক। ইহারা ঊর্দ্ধরেতা, ইহাদিগের ভার্য্যা বা ভার্য্যাভাব হেতু পুত্র পৌত্রাদি কিছুই ছিল না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইহারা ভগবান্ বিষ্ণুর রুদ্রমূর্ত্তি। ইহাদিগের দ্বারাই জগতের নিত্য প্রলয় হইয়া থাকে। দক্ষ, মরীচি, অত্রি, ভৃগু প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রজাপতি বলিয়া কথিত। জগতে ইহাঁরা নিত্য সৃষ্টিবিষয়ে একমাত্র কারণীভূত। হে মৈত্রেয়! মনু ও মনুপুত্রগণ এবং বীর্য্যবান্ সন্মার্গগামী মহাশূর ভূপালবৃন্দ নিয়ত এই পৃথিবী পালন করিয়া থাকেন।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনে! আপনি যে আমাকে এই নিত্য স্থিতি, নিত্য সৃষ্টি ও নিত্য প্রলয়ের কথা বলিলেন, ইহাদিগের যথাযথ স্বরূপ বর্ণনা করুন। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! অব্যাহতাত্মা ভগবান্ মধুসূদন, ব্রহ্মাদি রূপে নিয়ত সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার বিধান করিয়া থাকেন। হে দ্বিজ! নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক ও নিত্য,প্রলয় এই চারি ভাগে বিভক্ত।

হে মৈত্রেয়! যৎকালে জগৎপতি ভগবান্ ব্রহ্মা শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা অনুভব করেন, তৎকালে যে প্রলয় হয় তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় এবং এই পরিদৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ড যে প্রকৃতিতে লীন হয় তাহাকে প্রাকৃত প্রলয় কহে। পরমজ্ঞানিযোগিগণ জ্ঞানবলে দেহান্তে পরমাত্মার সহিত লীন হইয়া যান, আর তাঁহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হয় না ইহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়। এবং রোগাদি দ্বারা প্রাণিগণের যে প্রাত্যহিক বিনাশ তাহাকে নিত্য প্রলয় কহে। প্রলয়াবসানে প্রকৃতি হইতে মহদাদির যে সৃষ্টি উহার নাম প্রাকৃতী সৃষ্টি। ব্রহ্মার এক এক দিনে অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়ের অবসানে জগতের যে সৃষ্টি, তাহার নাম দৈনন্দিনী সৃষ্টি, এবং এই অখিল বিশ্বে প্রত্যহ যে অনন্ত প্রাণী জন্মপরিগ্রহ করিতেছে পুরাণপ্রাজ্ঞ মহাত্মারা ইহাকে নিত্যসৃষ্টি কহিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! ব্রহ্মরূপী ভূতভবান্ ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এইরূপে নিয়ত সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারবিধান করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশসম্বন্ধিনী বৈষ্ণবীশক্তিত্রিতয়, প্রাণিগণের প্রত্যেকের শরীরেই অহর্নিশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই উল্লিখিত ব্রহ্মশক্তি ত্রিতয় সত্ত্ব রজঃ ও তম এই ত্রিগুণসম্পন্ন।

যে সকল ধীবগণ গুণত্রিতয়সম্পন্ন সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, হে মৈত্রেয় তাঁহাদিগকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া ধরাতলে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না।

ইতি প্রথমাংশে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মহামুনে মৈত্রেয়! আমি তোমাকে তামস সৃষ্টির কথা বলিয়াছি। এক্ষণে রুদ্র সর্গের কথা বলিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। কল্পের প্রারম্ভে প্রভু ব্রহ্মা আত্মসদৃশ পুত্র সৃষ্টি করিতে চিন্তা করিলে, তাঁহার ক্রোড়দেশে কুমার নীললোহিত প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর সেই কুমার নীললোহিত অতি শ্রুতিমধুর করুণস্বরে রোদন করিয়া ধাবমান হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কুমার! তুমি কি কারণে রোদন করিতেছ? কুমার কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর, রোদন করিও না, রোদন ও দ্রবণ হেতু আমি তোমার নাম "রুদ্র" রাখিলাম। কিন্তু তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া পুনঃপুনঃ সপ্তবার রোদন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে ভব, শর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র, মহাদেব এই অপর সাতটী নাম প্রদান করিলেন। এবং নীললোহিতাদি এই আট দেবতার স্থান ও পত্নী পুত্রাদি কি তাহাও স্থির করিয়া দিলেন। হে মৈত্রেয়! প্রজাপতি ব্রহ্মা, কুমার নীললোহিতের উক্ত সপ্তবিধ নাম ভিন্ন অন্যবিধ যে নাম ও অবস্থানাদি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি। সূর্য্য, জল, (বরুণ) পৃথিবী, বায়ু, বহ্নি, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ (যজমান) ও চন্দ্র এই আটটী, কুমার নীললোহিতের অষ্টবিধ তনু। সুবর্চ্চলা, ঊষা, বিকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা ও রোহিণী এই অষ্ট দেবী নীললোহিতাদি অষ্ট দেবতার স্থানীয় সূর্য্যাদি অষ্ট মূর্ত্তির সহধর্ম্মিণী। হে নরশ্রেষ্ঠ! অতঃপর ইহাদিগের সন্তানসন্ততির নামাদি বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়! সূর্য্যের পুত্র শনৈশ্চর, বরুণের পুত্র শুক্র, পৃথিবীর পুত্র মঙ্গল, বায়ুর পুত্র মনোজয়, অগ্নির পুত্র কার্ত্তিকের, আকাশের পুত্র স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দীক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পুত্র সন্তান, এবং চন্দ্রের পুত্র বুধ। হে মৈত্রেয়! ইহাদিগের এই সন্তান সন্ততি পৌত্র প্রপৌত্রাদি দ্বারা নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

অনন্তর রুদ্রমূর্ত্তি শূলপাণি মহাদেব, দক্ষকন্যা সতী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর পতিপ্রাণা সতীদেবী, ক্রোধপরতন্ত্র পিতা দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া স্বকীয় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপরে ভগবান্ ভূত-ভাবন ভব, পুনরায় তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। হে মৈত্রেয়! মহামতি ভৃগু, খ্যাতিদেবীর পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসে খ্যাতির গর্ভে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র ও লক্ষ্মীদেবী জন্মগ্রহণ করিলেন। এবং লক্ষ্মী দেবী দেবদেব ভগবান্ নারায়ণের সহধর্ম্মিণীরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আমি শুনিয়াছি, লক্ষ্মী দেবী পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনে ক্ষীরাব্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু আপনি কহিতেছেন, তিনি, ভৃগু ও খ্যাতি দেবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহা কিরূপে সুসংলগ্ন হইতে পারে? পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই জগন্মাতা মহাদেবী নারায়ণী লক্ষ্মী নিত্যা, তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু কিছুই নাই। যে প্রকার অনাদি অনন্ত ভগবান্ বিষ্ণু, সর্ব্বভূতে নিয়ত ও ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই রূপ, লক্ষ্মীদেবীও সর্ব্বভূতে নিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছেন। ভগবান্ বিষ্ণু বাক্যার্থ স্বরূপ, লক্ষ্মী দেবী বাক্যস্বরূপা, বিষ্ণু নয়, লক্ষ্মী নীতি, বিষ্ণু বোধ, লক্ষ্মী বুদ্ধি, বিষ্ণু ধর্ম্ম ও লক্ষ্মী দেবী সৎক্রিয়াস্বরূপা।

হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণু স্রষ্টা, কমলা সৃষ্টি, হরি ভূধর, ভগবতী ইন্দিরা ভূমি স্বরূপা। হে মৈত্রেয়! ভগবান্ বিষ্ণু সন্তোষ, মহাদেবী কমলা শাশ্বতী (নিত্যা) তুষ্টিরূপিণী, ভগবান্ বিষ্ণু কাম, লক্ষ্মী ইচ্ছা, বিষ্ণু যজ্ঞ, লক্ষ্মী দক্ষিণারূপা। হে মৈত্রেয়! ভগবান বিষ্ণু পুরোডাশ (যজ্ঞীয় ঘৃতধিঃ) প্রাগ্বংশ (অগ্নিশালার পূর্ব্বভাগ) যূপ, কুশ সাম, হুতাশন ও শঙ্কর স্বরূপ এবং মহাদেবী লক্ষ্মী যথা-ক্রমে যজ্ঞীয় ঘৃতাহুতি, পত্নীশালা, চিতি (অগ্নিস্থান) ইধ্মা (যজ্ঞকাষ্ঠ) উদ্গীতি, স্বাহা ও গৌরী স্বরূপিণী। হে মৈত্রেয়! ভগবান কেশব সূর্য্য স্বরূপ, লক্ষ্মী তাঁহার প্রভা স্বরূপা, বিষ্ণু পিতৃগণ, লক্ষ্মী দেবী নিত্যপুষ্টিদায়িনী স্বধাত্মিকা, বিষ্ণু অবকাশ স্বরূপ, লক্ষ্মী দেবী স্বর্গ স্বরূপা, ভগবান নারায়ণ শশাঙ্ক, লক্ষ্মী দেবী তদীয় চন্দ্রিকাস্বরূপিণী, কমলা দেবী ধৃতি ও জগচ্চেষ্টা স্বরূপা, ভগবান বিষ্ণু, বায়ু স্বরূপ।

হে মৈত্রেয়, ভগবান গোবিন্দ জলধি, কমলা দেবী তদীয় বেলা ভূমি সদৃশী। লক্ষ্মী শচী, বিষ্ণু ইন্দ্র, চক্রপাণি নারায়ণ সাক্ষাৎ দণ্ডধর যম স্বরূপ, লক্ষ্মী দেবী যম-প্রণয়িনী ধূমোর্ণারূপা, কমলাদেবী কুবের পত্নী ঋদ্ধি স্বরূপা, ভগ-

বান বিষ্ণু কুবের স্থানীয়,লক্ষ্মী বরুণ ভার্য্যা গৌরী রূপা, বিষ্ণু স্বয়ং বরুণ, লক্ষ্মী দেবী দেবসেনা, ভগবান বিষ্ণু তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা কার্ত্তিকেয় স্বরূপ। গদাপাণি ভগবান্ নারায়ণ অবষ্টম্ভ (পুরুষকার) স্বরূপ, লক্ষ্মীদেবী সেই বৈষ্ণবী গদার শক্তিস্বরূপা; লক্ষ্মীদেবী কাষ্ঠা, নারায়ণ নিমেষ, লক্ষ্মী কলা, বিষ্ণু মুহূর্ত্ত। সর্ব্বাত্মক সর্ব্বেশ্বর হরি প্রদীপ, ভগবতী লক্ষ্মী দেবী জ্যোৎস্না রূপিণী, নারায়ণ বিটপী, জগন্মাতা পদ্মালয়া তদীয় আশ্রয়কারিণী লতিকা স্বরূপা, গদাধর বিষ্ণু দিবস, লক্ষ্মী দেবী বিভাবরী, ভগবান্ বিষ্ণু বরপ্রদ বর স্থানীয়, পদ্মালয়া লোকমাতা বধূ রূপিণী, ভগবান্ নদ, ভগবতী লক্ষ্মী নদী, পুণ্ডরীকাক্ষ হরি ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা, জগৎ স্বামী হরি লোভ স্বরূপ ভগবতী লক্ষ্মী তৃষ্ণা স্বরূপিণী। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যুগল রূপ লক্ষ্মী গোবিন্দ রতি ও রাগ স্বরূপ। অথবা বহু বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? হে দ্বিজসত্তম! দেবতা তির্য্যক্ মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীব সংহতির মধ্যে ভগবান্ হরি পুরুষ রূপে এবং ভগবতী নারায়ণী দেবী নারী রূপে নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই।

ইতি প্রথমাংশে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তুমি আমাকে মহাদেবী লক্ষ্মী সম্বন্ধে যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে, মহর্ষি মরীচির নিকট উহা আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম তদনুরূপ সমুদায় বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বকালে শঙ্করাংশ সমুদ্ভূত মহামুনি দুর্ব্বাসা এক সময়ে সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কোনও সময়ে ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও বিদ্যাধরীর হস্তে এক অতি মনোহর দিব্য মালা দর্শন করিলেন। মালাস্থিত সন্তানক পুষ্প সমূহের গন্ধে সেই বিদ্যাধরী অধ্যুষিত সমুদায় বন নিরতিশয় আমোদিত হইয়া তদ্বনবাসিগণের পক্ষে নিতান্তই সুখসেবনীয় হইয়াছিল। অনন্তর উন্মত্তবৎ দৃশ্যমান মহামুনি দুর্ব্বাসা সেই শোভন মালা দর্শন করিয়া, সেই বরারোহা বিদ্যাধরাঙ্গনাকে উহা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তন্বঙ্গী (কৃশাঙ্গী) আয়তলোচনা

সেই বিদ্যাধর বধূ প্রণতিপুরঃসর তাঁহাকে ঐ মালা সমাদরে প্রদান করিলেন। অনন্তর উন্মত্তবৎ দুর্ব্বাসা মুনি উক্ত দিব্য মালা স্বকীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর সুররাজ ইন্দ্র ঐরাবতোপরি আরূঢ় হইয়া দেবগণের সহিত আগমন করিতেছেন। তাহা দেখিয়া মহামুনি দুর্ব্বাসা উন্মত্তষট্পদ বিলসিত সেই দিব্য মালা আপনার মস্তক হইতে গ্রহণ করিয়া অমররাজ ইন্দ্রদেবকে উন্মত্তের ন্যায় প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই দিব্য মালা গ্রহণ করিয়া মহাকায় ঐরাবতের মস্তকোপরি স্থাপন করিলে উহা কৈলাস শিখর প্রবাহিনী জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর ঐরাবত হস্তী উহার গন্ধে অন্ধপ্রায় হইয়া শুণ্ড দ্বারা উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তাহা দেখিয়া মুনিসত্তম ভগবান্ দুর্ব্বাসা নিরতিশয় ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, হে ঐশ্বর্য্য মদমত্ত দুষ্টাত্মন্ বাসব! তুমি এতই গর্ব্বিত হইয়াছ যে মদ্দত্ত লক্ষ্মীনিবাস স্বরূপ দিব্য মালাকে সমাদর করিলে না! 'হে ভগবান্ ইহা আমার পক্ষে প্রসাদ' ইহা বলিয়াও তুমি প্রণতি পূর্ব্বক আনন্দিত চিত্তে এই মালা মস্তকে ধারণ করিলে না? যাহোক্ তুমি আমার প্রদত্ত এই মালার সমাদর করিলে না এই হেতু হে মূঢ়! তোমার অধিকৃত ত্রৈলোক্য লক্ষ্মী শূন্য হইবে। হে শক্র! নিশ্চয়ই তুমি আমাকে অন্যান্য সামান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় সামান্য মনে করিয়া থাক, সেই নিমিত্তই তুমি নিতান্ত গর্ব্বের সহিত আমার এই অবমাননা করিলে? হে ইন্দ্র, তুমি আমাকর্তৃক প্রদত্ত এই দিব্য মালা ভূতলে নিক্ষেপ করিলে এই হেতু তোমার নিখিল ত্রৈলোক্য নিশ্চয়ই লক্ষ্মীশূন্য হইবে। হে দেবরাজ! যে দুর্ব্বাসার কোপ হইলে এই নিখিল চরাচর ভীত হইয়া থাকে, সেই আমাকে তুমি অতি গর্ব্বভরে অবমানিত করিলে? পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র হস্তিপৃষ্ঠ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়া নিষ্পাপ দুর্ব্বাসা মুনিকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ কর্তৃক প্রণিপাত পুরঃসর প্রসাদ্যমান ভগবান্ দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে সহস্রাক্ষ! আমি কৃপালুহৃদয় নহি, ক্ষমা আমাকে ভজনা করে নাই, দয়া ও ক্ষমা করা অন্যান্য মুনির কার্য্য, আমাকে তুমি দুর্ব্বাসা বলিয়াই জানিও। হে ইন্দ্র! কাপুরুষ গৌতমাদি মুনিগণ তোমাকে ক্ষমা করিয়া বৃথা অহঙ্কারী করিয়া তুলিয়াছে, তুমি আমাকে অক্ষান্তিসারসর্ব্বস্ব দুর্ব্বাসা বলিয়া জানিও। হে শক্র! বশিষ্ঠাদি দয়াসার মুনিগণ তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে বৃথা স্তুতি করাতে তুমি নিতান্তই গর্ব্বিত হইয়াছ, অন্যথা আমাকেও

অপমানিত করিতে সাহসী হইবে কেন?। হে ইন্দ্র! এই ত্রিসংসারে এমন কে আছে যে চলজ্জটাকলাপ আমার ভ্রূকুটিকুটিল মুখ দেখিয়া ভীত না হয়? হে ইন্দ্র! অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, আমি ক্ষমা করিব না, তুমি কেন অকারণ পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিয়া আমাকে বিড়ম্বিত করিতেছ?

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ইহা বলিয়া দুর্ব্বাসা মুনি চলিয়া গেলেন, দেবরাজ ইন্দ্রও পুনরায় ঐরাবতোপরি আরূঢ় হইয়া নিজ রাজধানী অমরাবতীতে প্রস্থান করিলেন। হে মৈত্রেয়! সেই হইতেই সমুদায় ত্রিভুবন ও দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মীশূন্য হইলেন। ত্রিভুবনের ওষধি প্রভৃতি সমুদায় যজ্ঞসাধন বস্তুজাত বিধ্বস্ত হইয়া গেল, মহর্ষিগণ তদভাবে যজ্ঞ করিতে পারিলেন না, সমুদায় ক্রিয়া কাণ্ড লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। মনুষ্যগণ দানাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম এক বারে পরিত্যাগ করিল। পরন্তু তাহারা ধৈর্য্যশূন্য ও লোভ মোহাদির বশীভূত হইয়া অকিঞ্চিৎকর সামান্য বস্তুর নিমিত্তও লালায়িত হইল। যে স্থানে ধৈর্য্য, তথায়ই লক্ষ্মী, যেহেতু ধৈর্য্য নিয়তই লক্ষ্মীর অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয় যাহাদিগের লক্ষ্মী থাকে না তাহাদিগের ধৈর্য্য কোথায়? এবং ধৈর্য্য হীনেরই বা গুণ কোথায়? এবং কে কবে নির্গুণ পুরুষদিগকে বলশৌর্য্যাদি দ্বারা সম্পন্ন দেখিয়াছে? যে ব্যক্তি বলবীর্য্যাদি বিহীন, জগতে সকলেই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে। আর যে ব্যক্তি অভিভূত হয়, সে প্রধান ব্যক্তি হইলেও তাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই নিস্তেজ থাকে; হে মৈত্রেয়! এইরূপে লক্ষ্মী অভাবে জগৎ, সত্বাদি বিবর্জ্জিত হইলে দৈত্যদানবগণ নিস্তেজ দেবগণের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিল। দুরাচার দৈত্যগণ নিরতিশয় লোভ পরতন্ত্র ও ধৈর্য্য-পরিশূন্য দেবগণ, লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব হেতু চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হইল। তাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ পরাভূত হইয়া হুতাশনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। এবং তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা কহিলেন।

হে দেবগণ! যিনি পরাৎপর পরমেশ্বর, যিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের হেতু হইয়াও প্রকৃতির মধ্যস্থতা প্রযুক্ত অহেতু স্বরূপ, যিনি অস্মদাদি প্রজাপতি গণেরও পতি ও অনন্ত এবং অনভিভবনীয়, যিনি কার্য্যভূত প্রকৃতি পুরুষেরও কারণ, তোমরা সেই অনুগতাশ্রয় অসুরার্দ্দন ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হও। তিনি তোমাদিগের শ্রেয়োবিধান করিবেন। ইহা বলিয়া ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ দেবগণের সহিত ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিলেন। এবং তথায়

পনীত হইয়া নিরতিশয় ভক্তি সহকারে নম্রবাক্যে পরাৎপর পরমেশ্বর ারায়ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, যিনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বেশ্বর, অনন্ত, অজ ও অবিনশ্বর, যিনি াক নিবাস ভূমি বসুন্ধরার ধারণ কর্ত্তা ও অপরিজ্ঞেয়, ভেদ বিহীন, যে ারায়ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অখিল অণু সমূহেরও অণুতম। যিনি সমস্ত মহান্ ত প্রপঞ্চেরও গরীয়ান্, অস্মদাদি ও অন্যান্য সমস্ত বিশ্ব যাঁহাতে প্রলয়কালে তিকরে ও কল্পারম্ভে যাহা হইতে সমুৎপন্ন হয়, যিনি সর্ব্বভূতময় পরাৎপর রব্রহ্ম, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও পরমাত্মা স্বরূপ, যিনি মুমুক্ষু যোগিবৃন্দ র্ত্তৃক মুক্তিহেতু চিন্তিত হইয়া থাকেন, যাঁহাতে সত্বরজস্তম প্রভৃতি প্রাকৃত াণ নিচয় থাকে না, অর্থাৎ যিনি গুণাতীত পরব্রহ্ম সেই পবিত্রতম পরম রুষ আদ্য হরি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার অনন্ত ঐশী শক্তি লাকাষ্ঠাদি কাল সূত্রের অগোচর, যিনি সংজ্ঞা-শূন্য শুদ্ধ নিষ্কল পরব্রহ্ম ইলেও উপচার বশতঃ লক্ষ্মীপতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, যিনি সমস্ত াণি-নিচয়ের আত্মস্বরূপ, যিনি কারণ, কার্য্য ও কারণের ও সূক্ষ্মতর কারণ ানি প্রকৃতি কার্য্যের অহঙ্কারস্বরূপ কার্য্য, সেই পরাৎপর বিশ্ব-নিয়ন্তা হরি ামাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। প্রকৃতি কার্য্যের কার্য্য অহঙ্কার। যাহার ার্য্য পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, যিনি স্বয়ং তৎ কার্য্যস্বরূপ, যিনি সেই ার্য্যেরও কার্য্যভূত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি। অর্ব্বাক্ সৃষ্টির ারণ ব্রহ্মাদি, তাহার কারণ ব্রহ্মাণ্ড, তাহার কারণ মহাভূত, তাহার কারণ ত সূক্ষ্মতন্মাত্র, তাহার কারণ অহঙ্কার, তাহারও হেতু স্বরূপ, যিনি ভোক্তা ভাজ্য স্রষ্টা সৃষ্ট উভয়ই, যিনি কার্য্য ও কর্ত্তৃস্বরূপ, যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ, ত্য, অজ, অক্ষয়, অব্যয়, অব্যক্ত, নির্ব্বিকার, যিনি না স্থূল, না সূক্ষ্ম, যাঁহার ক্তির নিমিত্ত কোনও বিশেষণই বিদ্যমান নাই, সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম ভগ ান্ নারায়ণের পরম পদে আমরা প্রণত হই। যাঁহার অযুত অংশেরও অযুত ংশে বিশ্বশক্তি স্থিত রহিয়াছে, যিনি একমাত্র পরব্রহ্ম স্বরূপ অব্যয়, যাঁহাকে দবগণ, মহর্ষিবৃন্দ, আমি বা দেবদেব মহাদেব কেহই জানে না। যোগিবৃন্দ য়ত উদ্যুক্ত হইয়া পাপক্ষয় ও পুণ্যোপচয় নিমিত্ত সতত যাঁহাকে ধ্যান করে, ানি এক হইয়াও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই শক্তি ত্রিতয়ে বিভক্ত, অভূতপূর্ব্ব অনাদি) সেই ভগবান্ নারায়ণের পরম পদে আমরা প্রণত হই। হে র্ব্বেশ ! সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বাশ্রয়, অচ্যুত বিষ্ণো ! তুমি প্রসন্ন হইয়া ত্বদীয় এই ক্তগণের প্রত্যক্ষীভূত হও।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ত্রিদশগণ, ব্রহ্মার এই স্তুতি বাক্য শুনিয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন হে নারায়ণ! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দর্শন দেও। হে জগদাধার সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্মন্ অচ্যুত! ভগবান্ ব্রহ্মাও তোমার যাহা বিজ্ঞাত নহেন, আমরা তোমার সেই পরম পদে প্রণত হই। হে মৈত্রেয়! লোকপিতামহব্রহ্মা ও দেবগণের বাক্য সমাপ্ত হইলে, বৃহস্পতি প্রমুখ মনীষি'দবর্ষিবৃন্দ বলিলেন, যিনি অনাদি, পূজনীয় মহান্ যজ্ঞ পুরুষ, হে জগৎস্রষ্টা নারায়ণ, আমরা বিশেষণ-বিবর্জ্জিত জগন্নিদান সেই তোমাকে প্রণাম করি, হে ভগবন্ তুমি ভূত ভবিষ্যতের একমাত্র প্রভু, হে যজ্ঞমূর্ত্তিধর অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরি! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে মহাত্মন্! এই ব্রহ্মা, এই রুদ্র মহেশ্বর ত্রিলোচন, এই সূর্য্যাদি দ্বাদশাদিত্য, আহবাদি অগ্নিত্রিতয়, সাধ্য বিশ্বেদেব ও সমুদয় দেবগণ সহ ত্রিলোকীশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র, দৈত্য-সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রণতভাবে তোমার শরণাগত হইয়াছেন। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! শঙ্খ চক্রধর ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে স্তুত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ শঙ্খচক্রধর তেজোময় অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিষ্ণুকে সংক্ষোভস্তিমিত নেত্রে দর্শন করিয়া ভক্তি বিনম্রভাবে প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন, হে নারায়ণ, তুমি মহেশ্বর, তুমি ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, সূর্য্য, যম, অষ্টবসু, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু ও সাধ্যবিশ্বেদেবাদি সকলই। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার, তুমি ওঙ্কার, তুমি প্রজাপতি, তুমি বেদ্য অবেদ্য সকলই, এই অখিল বিশ্ব একমাত্র ত্বন্ময়, আমরা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। হে সর্ব্বাত্মন্ তুমি প্রসন্ন হইয়া স্বকীয় ঐশীশক্তি দ্বারা আমাদিগকে নিরাতঙ্ক ও আপ্যায়িত কর। হে ভগবন্! যে পর্য্যন্ত কেহ অশেষ-পাপনাশন তোমার শরণাগত না হয়, সেই পর্য্যন্ত লোকের মনঃপীড়া, বাসনা মোহ ও অসুখ থাকে, তোমাকে পাইলে ইহার সকলই বিদূরিত হইয়া যায়। অতএব প্রসন্নাত্মন্ তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, স্বকীয় মহীয়সী শক্তি দ্বারা আমাদিগের তেজ বৃদ্ধি কর। ২১,৪৬৬

পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া প্রীতি-প্রসন্ননেত্রে কহিলেন। হে দেবগণ! যাহাতে তোমাদিগের তেজঃ বর্দ্ধিত হয় আমি তাহা কহিতেছি, তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার অনুবর্ত্তী হও। তোমরা দৈত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্ব প্রকার উৎকৃষ্ট ওষধি সমূহ আনয়ন পূর্ব্বক ক্ষীর সমুদ্রে নিক্ষে-

।। এবং মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড ও সর্পরাজ বাসুকিকে নেত্র (মন্থন
জু) করিয়া সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হও, ইহাতে অমৃত উৎপন্ন হইবে!
বিষয়ে আমিও তোমাদিগের সম্পূর্ণ সহায় রহিলাম। আর "অমৃত
থত হইলে তোমরা আমার সমানাংশ পাইবে কোনও ইতর বিশেষ হইবে
" ইহা বলিয়া তাহাদিগের সহায়তা গ্রহণ কর। সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত
থত হইবে,, উহা পান করিয়া তোমরা বলবান্ ও অমর হইবে। আর
বিদ্বেষ্টা অসুরগণ যাহাতে অমৃত না পাইয়া কেবল বৃথা পরিশ্রমভাগী
তাহা আমি নিজেই করিব, সে বিষয়ে তোমাদের কোনও চিন্তা নাই।
পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক এই প্রকার উক্ত
য়া সুরগণ, অমৃত লাভার্থ দৈত্যেয়গণের সহিত মিলিত হইলেন এবং যথোচি-
ত যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দৈত্য (দিতি-গর্ভজ) ও দানব
নু গর্ভজ) গণের সাহায্যে নানাবিধ ওষধি আনয়ন পূর্ব্বক শরৎকালীন
যবং নির্ম্মল ক্ষীর সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন এবং পর্ব্বতবর মন্দরকে
ন-দণ্ড ও সর্পরাজ বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া অমৃত মন্থন করিতে
রই প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৌশল জালে মুগ্ধ হইয়া দৈত্য
। বাসুকির মস্তক ও দেবগণ পুচ্ছদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে
ত্যগণ অমিতদ্যুতি বাসুকির নিশ্বাসাগ্নি দ্বারা হতকান্তি ও নিস্তেজ হইয়া
ল, এবং মেঘমালা বাসুকির নিশ্বাস বায়ু দ্বারা বিচলিত হইয়া দেবগণের
রোপরি বারি বর্ষণ করিলে তাঁহারা গতক্লম হইয়া নিতান্তই প্রীত
লেন। হে মহামুনে! স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া
রোদ সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত হইলেন, মন্দর পর্ব্বত তাঁহার উপর থাকিয়া
ত হইতে লাগিল। এবং গদাচক্রধর ভগবান্ হরি অন্যতর একরূপে
গণ মধ্যে ও অপর আর একরূপে দৈত্যগণ মধ্যে থাকিয়া সর্পরাজ বাসু-
কে ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কেশব সাধারণ দৃশ্য
অতি বৃহদাকার পরিগ্রহ করিয়া উপরিভাগে মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ করি-
, তিনি অন্যতর যে মূর্ত্তি দ্বারা মন্দর গিরিকে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা
গণ বা অসুরবৃন্দ কেহই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তিনি স্বকীয় বৈষ্ণব
দ্বারা নাগরাজ বাসুকিকে আপ্যায়িত ও দেবগণকে বর্দ্ধিত করিলেন।
মৈত্রেয়! দেবাসুরগণ এইরূপে ক্ষীর সাগর মন্থন করিলে তাহা হইতে
সাধন হবির আধার স্বরূপা দেবগণপূজিতা মহাদেবী সুরভি প্রথমে
ত হইলেন। হে মহামুনে তাঁহাকে দেখিয়া দেবতা ও পূর্ব্বদেবদানব

গণ নিরতিশয় প্রীত হইলেন, এবং নিতান্ত কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার দিকে স্তিমিতলোলুপনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর "একি?" স্বর্গস্থ সিদ্ধগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মদাঘূর্ণিত লোচনা বারুণীদেবী (মদিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) সাগরতল হইতে উত্থিত হইলেন। অনন্তর নন্দন-কানন শ্রেষ্ঠ পারিজাত বৃক্ষ সৌরভে জগৎ আমোদিত করিয়া মন্দর গিরি সমাকুলিত সাগরগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইল। ইহার ক্ষণকাল পরেই রূপলাবণ্যবতী গুণশালিনী পরমাদ্ভুত অপ্সরোগণ ক্ষীর সাগর হইতে উত্থিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন।

অনন্তর জগদানন্দ শীতকিরণ চন্দ্র সমুত্থিত হইলে, দেবদেব শূলপাণি তাঁহাকে স্বকীয় ললাট দেশে ধারণ করিলেন, নাগগণ কর্তৃক ক্ষীরোদগর্ভ সমুত্থিত নিদারুণ হলাহল রাশি সাদরে গৃহীত হইল। অনন্তর শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ভগবান্ ধন্বন্তরি, অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া উত্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দৈত্য দানবগণের অন্তঃকরণ আহ্লাদে পূর্ণ হইল। দেবগণ, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু ঋষিগণ তপোবলে ভবিষ্যতে দেবগণেরই অমৃত লাভ নিশ্চয় জানিয়া পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর দিব্য লাবণ্যবতী কমলবাসিনী লক্ষ্মী দেবী প্রফুল্ল পদ্ম হস্তে লইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উত্থিত হই-লেন মহর্ষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীসূক্ত দ্বারা (হিরণ্য বর্ণাং হরিণীং ইত্যাদি) বিবিধ বিধানে স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার পুরোভাগে গান করিতে লাগিলেন, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, গঙ্গা, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি পবিত্র নদ নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ তাঁহার স্নানার্থ পবিত্র সলিল রাশি লইয়া উপস্থিত হইলেন। সুপ্রতীক প্রভৃতি অষ্ট দিগ্‌গজ, সুবর্ণ কলসিতে ঐ পবিত্র জল লইয়া সর্ব্ব-লোকেশ্বরী ভগবতী ইন্দিরা দেবীকে স্নান করাইলেন। ক্ষীরোদ সমুদ্র, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে অম্লান পঙ্কজময়ী মনোহারিণী মালা প্রদান করি-লেন। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া তাঁহার সুঠাম কমনীয় শরীর স্বর্ণময়ী অল-ঙ্কারাবলী দ্বারা সজ্জিত করিয়া দিলেন। অনন্তর দিব্য মাল্যাম্বর ধারিণী ভূষণ মালা বিভূষিতা লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদেবগণের সমক্ষে ভগবান্ নারায়ণের পরি-গৃহীত হইলেন। হে মৈত্রেয়! দেবগণ নারায়ণবক্ষঃস্থলবাসিনী কমলাদেবী কর্তৃক অবলোকিত হইয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন এবং লক্ষ্মী কর্তৃক উপেক্ষিত বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি বিষ্ণু বিদ্বেষী দৈত্যগণ বিষ্ণুর লক্ষ্মীলাভ জনিত আনন্দ দর্শনে নিতান্তই উদ্বিগ্ন হইলেন। হে দ্বিজ! অনন্তর মহাবীর্য্য দৈত্য

গণ ধন্বন্তরির হস্তস্থিত অমৃত পরিপূরিত কমণ্ডলু ধারণ করিল। তদ্দর্শনে ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক মায়া দ্বারা তাহাদিগকে বিমোহিত করিয়া অমৃতকমণ্ডলু, দেবগণের হস্তে প্রদান করিলেন এবং ইন্দ্রাদি দেব গণও তাহা তৎক্ষণাৎ পান করিলেন। তদ্দর্শনে দৈত্যগণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া তাঁহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। দেবগণ অমৃতপানে সবল হইয়া দৈত্যসৈন্যসমূহকে অবহেলায় বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা ছত্রভঙ্গ পূর্ব্বক পলায়মান হইয়া পাতাল তলে প্রবেশ করিল। অনন্তর দেবগণ সপত্ন বিনাশে আনন্দিত হইয়া শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণকে প্রণি- পাত পুরঃসর পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। হে মুনি- সত্তম! অনন্তর সূর্য্যের প্রভা নির্ম্মল হইল, এবং সূর্য্য ও নক্ষত্রাদিজ্যোতিষ্ক- গণ স্ব স্ব কক্ষে পূর্ব্ববৎ আবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সুচারুদীপ্তি ভগবান্ বিভাবসু নভস্তলের অত্যুচ্চ প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া দীপ্তি পাইতে লাগি- লেন। তৎকালে সমুদায় মানবগণ পুনবায় ধর্ম্মকার্য্যে মনঃসমাধান করিল। নিখিল ত্রিলোকী পুনবায় লক্ষ্মীপূর্ণা হইল। দেবরাজ ইন্দ্রও পূর্ব্ববৎ ত্রিদশ- গণের প্রাধান্য ও ত্রৈলোক্যের রাজাসন সংপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তিনি দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কমলালয়া লক্ষ্মীদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে জগন্মাতঃ! অজ্জ সম্ভবে! প্রফুল্ল পদ্মপলাশনেত্রে নারায়ণবক্ষোনিবাসিনি ভগবতি কমলে! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে মাতঃ! তুমি সিদ্ধি, তুমি স্বধা তুমি স্বাহা ও ত্রিলোকের পতিতপাবনী! তুমি সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি মেধা, শ্রদ্ধা ও সরস্বতী স্বরূপা। হে দেবি! তুমি কর্ম্ম মীমাংসাদি যজ্ঞবিদ্যা, বিশ্বরূপোপাসনাত্মিকা মহাবিদ্যা, মন্ত্রাত্মিকা গুহ্যবিদ্যা, উপনিষদ্রূপা আত্মবিদ্যাস্বরূপা ও জগতের একমাত্র মুক্তিবিধা- য়িনী। হে জননি! জগতে আন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা) ত্রয়ী (ঋক্‌যজুঃ সাম বেদ) বার্ত্তা (শিল্পশাস্ত্রায়ুর্বেদাদি) দণ্ডনীতি (রাজনীতি) প্রভৃতি যত শাস্ত্র আছে, এবং পৃথিবীতে সৌম্য সৌম্য আর যে কিছু পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে তৎসমুদায় তুমিই। গদাপাণি দেবদেব ভগবান্ নারায়ণের সর্ব্বযজ্ঞময় দেহ, যোগিগণের পরমারাধ্য; হে দেবি! তুমি ভিন্ন আর কে উহার অর্দ্ধাঙ্গ ভাগিনী হইয়াছেন? হে দেবি! তোমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই ত্রিভুবন বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, এইক্ষণ আবার তোমার পুনর্দর্শনে সমৃদ্ধি পূর্ণ হইয়াছে। হে মহাভাগে! দারা পুত্র গৃহসুহৃৎ ধনধান্যাদি যাহা কিছু, তৎসমুদায়ই তোমার দর্শন মাত্রে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। হে দেবি! তুমি

যাহার প্রতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত কর, আরোগ্য ঐশ্বর্য্য, শত্রুক্ষয়, ও সুখ প্রভৃতি সমুদায়ই তাহার পক্ষে নিতান্ত সুলভ। হে দেবি! তুমি জগতের মাতা, নারায়ণ পিতা, হে অম্ব তুমি ও ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক এই অখণ্ড চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে পতিতপাবনি বিষ্ণুবক্ষোবাসিনি জননি! তুমি আমাদিগের কোশ, কোষ্ঠ (গোলাঘর,) গৃহ, পরিচ্ছদ, ভূষণ, শরীর,পুত্র, কলত্র, সুহৃদ্বর্গ ও পশু প্রভৃতি পরিত্যাগ করিও না। হে অমলে! তুমি যাহাদিগকে পরিত্যাগ কর, তাহারা সত্ত্ব, সত্য শৌচ ও দয়া দাক্ষিণ্য শৌর্য্যাদি সমুদায় গুণে বর্জ্জিত হইয়া থাকে। এবং তুমি যাহাদের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত কর তাহারা নিতান্ত নির্গুণ হইলেও সদাই ঐ সকল গুণে বিভূষিত হয়। হে মাতঃ তুমি যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর সেই ব্যক্তিই শ্লাঘ্য, গুণবান্, ধন্য, কুলীন, বুদ্ধিমান্,শূর ও বিক্রমশালী। হে জগদ্ধাত্রি বিষ্ণুবল্লভে ভগবতি কমলে! তুমি যাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হও, সে ব্যক্তি বহুগুণধনাদিসম্পন্ন হইলেও সদাই সমুদায় বিষয়ে বর্জ্জিত হইয়া থাকে। হে দেবি! স্বয়ং ব্রহ্মাও তোমার গুণাবলীর যথার্থ বর্ণনা করিতে পারেন না। দেবি, তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, কখনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! মহাদেবী লক্ষ্মী, এইরূপে সংস্তুত হইয়া আনন্দিতমনে দেবগণের সমক্ষে কহিলেন, হে দেবরাজ! তোমার এই স্তোত্রে আমি নিতান্তই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে বরদান করিতে আসিয়াছি, তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! যদি তুমি আমাকে বর দানের উপযুক্ত জ্ঞানে, বর দান করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে এই বর দেও, যেন তুমি কখনও আর ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ না কর। হে ক্ষীরাব্ধিতনয়ে! যে কেহ তোমাকে এই স্তোত্র দ্বারা স্তব করিবে, তুমি যেন কখনই তাহাকে পরিত্যাগ না কর। তোমা কর্ত্তৃক আমাকে এই দ্বিতীয় বর প্রদত্ত হউক। লক্ষ্মী কহিলেন, হে বাসব! আমি আর কখনই ত্রিলোকী পরিত্যাগ করিব না, আমি তুষ্ট হইয়া তোমাকে এই বর দান করিলাম। আর যে ব্যক্তি প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে এই স্তোত্র দ্বারা আমাকে স্তব করিবে, আমি তাহার প্রতিও কখনই পরাঙ্মুখী হইব না। পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! মহাদেবী কমলা, দেবরাজ ইন্দ্রের স্তবে তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বকালে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী দেবী পূর্ব্বে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে মহাদেবী খ্যাতির গর্ভে জন্মপরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর দুর্ব্বাসার শাপে সমুদ্রগর্ভে অবস্থিতি করিয়া দেবদানবগণের যত্নে পুনরায়

অমৃতমন্থনে সমুদ্ভূত হয়েন। যখন ভগবান্ জনার্দ্দন ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখন লক্ষ্মী দেবীও তাঁহার সহগামিনী হইয়া থাকেন। যৎকালে নারায়ণ বামন রূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখন লক্ষ্মী দেবী পদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। এইরূপে বিষ্ণু, পরশুরাম, রাম ও কৃষ্ণ অবতার ধারণ করিলে কমলা দেবীও পৃথিবী, সীতা ও রুক্মিণী নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইরূপ অন্যান্য অবতার সময়েও লক্ষ্মী দেবী বিষ্ণুর সহগামিনী হইয়া থাকেন। নারায়ণ যখন দেবভাবে বৈকুণ্ঠাদিতে স্থিতি করেন, তখন ইনি দেবদেহ ধারণ করেন এবং তিনি মানুষরূপে অবতীর্ণ হইলে ইনিও মানুষী হইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন। হে মৈত্রেয়! যে ব্যক্তি ভক্তিসংযতচিত্তে লক্ষ্মীর এই জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করে, তিন পুরুষ পর্য্যন্ত তাহার গৃহ হইতে লক্ষ্মী দেবী স্থানান্তরিত হয়েন না। হে মুনে যে গৃহে ইহা পঠিত হইয়া থাকে, কলহনিদান অলক্ষ্মী, তথায় কখনই থাকিতে পারে না। হে মৈত্রেয়! ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভসম্ভবা ভগবতী কমলা, যেরূপে ক্ষীরোদ সমুদ্রের গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়াছিলেন তাহা তোমাকে বলিলাম। হে সৌম্য! যৎকর্ত্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রের মুখ বিনির্গত সকলসমৃদ্ধি লাভের হেতুভূত এই লক্ষ্মীস্তোত্র, অনুদিন পঠিত হয়, তাহার শরীরে কখনই অলক্ষ্মী বাস করিতে পারে না।

ইতি প্রথমাংশে নবমাধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবন্ আপনি আমার পৃষ্ট বিষয়ের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এইক্ষণ ভৃগুবংশের আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! ভৃগু পত্নীর গর্ভসম্ভূত লক্ষ্মী দেবী, ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন, ভৃগুর ঔরসে দুই পুত্রসন্তান জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহারা উভয়ে যথাক্রমে মহাত্মা মেরুর কন্যা আয়তি ও নিয়তির পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহাদের প্রাণ ও মৃকণ্ডু নামে দুই পুত্র জন্মে। মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয়। এবং মার্কণ্ডের পুত্র মহাত্মা বেদশিরাঃ। প্রাণের পুত্র, দ্যুতিমান্, দ্যুতিমানের পুত্র রাজবান। হে মহাভাগ! তৎপর ইহা হইতেই মহান্ ভৃগুবংশ বিস্তৃত হইতে

লাগিল। মহর্ষি মরীচির পত্নী সম্ভূতি, তাঁহার গর্ভে পৌর্ণমাস নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, পৌর্ণমাসের পুত্র বিরজাঃ ও সর্বগ। হে দ্বিজোত্তম! বংশ কীর্ত্তন নিমিত্ত আমি ইহাদের পুত্রগণের বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছি। মহাত্মা অঙ্গিরার ঔরসে তৎপত্নী স্মৃতির গর্ভে বহু পুত্র ও বহু কন্যা প্রসূত হয়েন। ঐ সকল কন্যার নাম যথাক্রমে সিনীবালী, কুহূ, রাকা, অনুমতি, ও অনসূয়া। এবং পুত্রগণের নাম যথাক্রমে সোম, দুর্ব্বাসাঃ, ও মহাযোগী দত্তাত্রেয়। প্রীতির গর্ভে পুলস্ত্যের ঔরসে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব্ব জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর কালে তিনি দম্ভোলি বলিয়া কথিত হইয়াছিলেন। এইক্ষণ অগস্ত্য নামে বিশ্রুত। প্রজাপতি পুলহের ভার্য্যা ক্ষমার গর্ভে কর্দ্দম, উর্ব্বরীবান ও সহিষ্ণু এই তিন পুত্র জন্মে। মহাত্মা ক্রতুর ভার্য্যার নাম সন্নতি, সন্নতির গর্ভে অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব প্রমাণ জলন্তাস্করতেজা উর্দ্ধরেতা বালখিল্য নামধেয় ষষ্টিসহস্র সন্তান প্রসূত হয়েন। উর্জার গর্ভে মহাত্মা বশিষ্ঠের ঔরসে সাত পুত্র জন্মে। উঁহাদিগের নাম ক্রমে রজঃ, গাত্র, উর্দ্ধবাহু সবন অনঘ, সুতপাঃ ও শুক্র, তৃতীয় মন্বন্তরে ইঁহারা সপ্তর্ষি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজ! ব্রহ্মার অগ্রজ পুত্র অগ্নি, তাঁহার ভার্য্যা স্বাহা, পাবক, পবমান, ও শুচি নামে পরমোদার মহাবীর্য্য তিন পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ শুচি, সূর্য্যমণ্ডলে থাকিয়া তপঃসাধন করেন বলিয়া তিনি জলাশী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের পঞ্চদশসংখ্যক পুত্র। অগ্নি, অগ্নির উক্ত তিন পুত্র, এবং এই পঞ্চচত্বারিংশৎ পৌত্র ধরিয়া সমুদায়ে ঊনপঞ্চাশৎ সংখ্যক বহ্নি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়! আমি তোমাকে ব্রহ্মসৃষ্ট পিতৃগণের কথা বলিয়াছি। উঁহারা নিরগ্নি অগ্নিষ্বাত্ত ও সাগ্নিক বর্হিষদ নামে বিশ্রুত। অগ্নিষ্বাত্তগণ গৃহবাসী ও অনগ্নিক, তাঁহাদের সংখ্যা তিন। বর্হিষদ পিতৃগণ সাগ্নিক ও যজনশীল, তাঁহাদের সংখ্যা চারি। তাঁহাদিগের ঔরসে স্বধার গর্ভে মেনা ও ধারণী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী, মহাযোগিনী, উত্তমজ্ঞানসম্পন্না ও নানাবিধ সদ্‌গুণের আধার। হে মৈত্রেয়! এই আমি তোমাকে দক্ষ কন্যা-গণের সন্তান সন্ততির কথা বলিলাম। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত ইহা শ্রবণ করিয়া স্মৃতি পটে স্থানদান করে, কখনই তাহার বংশলোপ হয় না।

ইতি প্রথমাংশে দশমাধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! আমি তোমাকে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তান পাদ নামক ধর্ম্মপরায়ণ মহাবীর্য্য দুই পুত্রের কথা বলিয়াছি। তন্মধ্যে উত্তানপাদের দুই স্ত্রী, একের নাম সুরুচি, অপরের নাম সুনীতি। রাজা উত্তানপাদ সুরুচির প্রতি নিতান্তই প্রীত ছিলেন। তাঁহার গর্ভে তদীয় একান্ত প্রিয়তম পুত্র উত্তম, ও অপ্রিয় ভার্য্যা সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে অন্য এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। একদা রাজা উত্তানপাদ, প্রিয় পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, তদ্দর্শনে ধ্রুবও তাঁহার ক্রোড়ে উঠিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু রাজা উত্তানপাদ, প্রিয়তমা পত্নী সুরুচির মনোভঙ্গ-ভয়ে প্রণয়াগত উৎসঙ্গারোহণোৎসুক পুত্র ধ্রুবকে সমাদর করিতে পারিলেন না। এবং সুরুচি আপনার পুত্র উত্তমকে তদীয় পিতৃক্রোড়স্থ ও সপত্নীতনয় ধ্রুবকে সেই ক্রোড়ে আরোহণেচ্ছু দেখিয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এই উচ্চ আশা করিতেছ? তুমি আমার গর্ভজাত নহ। অন্য স্ত্রীর গর্ভ-সম্ভূত হইয়া তোমার এতদূর মহান্ মনোরথ শোভা পায় না। হে বৎস ধ্রুব! তুমি অবিবেচকের ন্যায় কেন দুরধিগম্য অপ্রাপ্য বিষয়ের জন্য অভিলাষ করিতেছ? তুমি রাজপুত্র বটে, কিন্তু তুমি যে আমার গর্ভ সম্ভূত নহ, তাহা কি তুমি জাননা? এই অখিল সাম্রাজ্যের সিংহাসন আমার পুত্রেরই যোগ্য, তুমি তজ্জন্য বৃথা মনোরথ করিয়া কেন আত্মাকে ক্লেশ দিতেছ? আমার পুত্রের ন্যায় তোমার উচ্চ আশা করা বৃথা, তুমি কি জান না যে তুমি সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? পরাশর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বালক ধ্রুব, বিমাতা সুরুচির সেই মর্ম্মভেদি বাক্যশ্রবণে নিরতিশয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া স্বকীয় গর্ভধারিণী সুনীতির ভবনে গমন করিলেন। ক্রোধে, ধ্রুবের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না, ও তাঁহার অধর কম্পিত হইতেছে দেখিয়া সুনীতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, বৎস! কি নিমিত্ত তুমি কুপিত হইয়াছ? কে তোমার অবমাননা করিয়াছে? যে ব্যক্তি তোমার সম্বন্ধে অবমাননারূপ অপরাধ করিয়াছে সে কি তোমাকে রাজপুত্র বলিয়া জানেনা? তচ্ছ্রবণে ধ্রুব, সুরুচিকর্ত্তৃক পিতৃসন্নিধানে যেপ্রকার মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন তৎ-সমুদায় আমূলতঃ বর্ণনা করিলেন। ধ্রুব ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে আত্মবেদনা নিবেদন করিলে, দীনা সুনীতি নিতান্তই ক্ষুব্ধ ও দুর্ম্মনা হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বৎস! সুরুচি সত্যই বলিয়াছে,

তুমি যে দুর্ভাগ্যান্বিত তাহাতে সন্দেহ নাই, অন্যথা মাতা হইয়াও সুরুচি তোমাকে যাহা বলিলেন, তাহা শত্রুগণও বলিতে পারে না। হে তাত! তুমি এ নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইও না, তুমি পূর্ব্বজন্মে যেরূপ তপস্যা করিয়াছিলে ইহজন্মে সেইরূপ ফলভাগী হইয়াছ। যাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে তাহা কেহ খণ্ডাইতে পারে না। তুমি স্বীয় প্রাক্তনানুসারে অবশ্যই ফলভাগী হইবে। হে বৎস! যাহার পুণ্য আছে সেই ব্যক্তিই রাজাসন, রাজচ্ছত্র, বরাশ্ব ও বরবারণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তু সমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেও। সুরুচি পূর্ব্ব জন্মে অবশ্যই পুণ্য করিয়াছিল, তাহার ফলে মহারাজের এত প্রিয় হইয়াছে। যাহারা আমার ন্যায় পুণ্যহীনা তাহারা কেবল অন্নবস্ত্র দ্বারা ভরণীয় হেতু ভার্য্যা বলিয়াই কথিত হয়। সুরুচি পুণ্য-বলে রাজার প্রিয়তমা হইয়াছে, তাহার পুত্রও সেইরূপ পুণ্যাধিক্যবশতঃ পিতার আদরভাজন হইয়াছে। আমি হতভাগিনী, আমার পুত্র তুমিও তেমনি হতভাগ্য হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। হে বৎস! রাজা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও তোমার দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। যেহেতু বুদ্ধি-মান্ ব্যক্তিরা আপনার যাহা থাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়েন। অন্যের সম্পদ দেখিয়া দুরাকাঙ্ক্ষ হওয়া উচিত নহে। অথবা সুরুচির অরুন্তুদ বাক্য শ্রবণে যদি তোমার নিতান্তই দুঃখ বোধ হইয়া থাকে, তবে তুমি যত্নপরায়ণ হইয়া সেই সর্ব্বফলপ্রদ পুণ্যোপার্জ্জনে চেষ্টা কর। বৎস! সুশীল, ধর্ম্মপরায়ণ মৈত্র (মিত্রতা সম্পন্ন) ও পরহিতৈষী হও। জল যেমন নিম্নস্থ পাত্রে গমন করে, সেই প্রকার সম্পদও নিশ্চয়ই গুণশালী পাত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ধ্রুব কহিলেন, হে অম্ব! আপনি আমার চিত্তপ্রসাদনের নিমিত্ত যাহা কহিলেন তাহা যথার্থই বটে, কিন্তু জননি! সুরুচির দুর্ব্বাক্য ভিন্ন-হৃদয়ে উহা স্থান পাইতেছে না। হে মাতঃ আমি সেইরূপ চেষ্টা করিব, যাহাতে সমুদায় জগতের পূজনীয় সাধারণদুর্লভ সর্ব্বোত্তম স্থান লাভ করিতে পারি। মাতা সুরুচি মহারাজের প্রেয়সী, আমি তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করি নাই তাহা সত্য, কিন্তু মাতঃ! আমি আপনার উদরসম্ভূত হইলেও আপনি আমাকে নিরুদ্যম মনে করিবেন না। আপনি আমার প্রভাব দর্শন করুন। মদীয় বৈমাত্রের ভ্রাতা উত্তম, রাজ-প্রদত্ত রাজাসনাদি প্রাপ্ত হউক, আমি তাহাতে বিরোধী হইতেছি না, এবং আমি অন্যদত্ত স্থান ও মর্যাদাদি লাভেও অভিলাষী নহি। আমি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা এরূপ স্থান লাভ করিতে চেষ্টা করিব যাহা আমার পিতাও পাইতে পারেন নাই।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! মহাত্মা ধ্রুব, ইহা বলিয়া স্বকীয় মাতৃ ভবন হইতে নির্গত হইলেন, এবং ক্রমে নগর হইতে বহির্গত হইয়া নগরোপকণ্ঠস্থিত উপবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সাত জন জন মুনি, কৃষ্ণাজিন সমাচ্ছাদিত বিষ্টরাসনে (কুশাসন) উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম চিন্তা করিতেছেন। রাজকুমার ধ্রুব, তাঁহাদিগকে দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বিনয়াবনত বদনে কহিলেন, মহাত্মগণ! আমি মহারাজ উত্তানপাদ মহিষী সুনীতি দেবীর গর্ভসম্ভূত, আমি, নির্ব্বেদ হেতু আপনাদিগের সমীপে উপনীত হইয়াছি।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে বৎস! তোমার বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষের অধিক হয় নাই, তাহাতে আবার তুমি রাজপুত্র, তোমার নির্ব্বেদের কারণ ত কিছুই লক্ষিত হইতেছে না? তোমার পিতা, স্বয়ং মহারাজ চক্রবর্ত্তী সুতরাং তোমার চিন্তার বিষয় কি আছে? তুমি অদ্যাপি সংসারে প্রবিষ্ট হও নাই। তোমার কোনও রূপ ইষ্ট বিয়োগ ঘটিয়াছে এরূপও ত বোধ হইতেছে না? তোমার শরীরও কিছু ব্যাধি কৃশ নহে, অতএব তোমার কি নির্ব্বেদ তাহা নিবেদন কর। পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণে মহামতি ধ্রুব, সুরুচি সম্বন্ধীয় সমুদায় কথা বলিলে তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন; অহো ক্ষাত্রতেজঃ, নিতান্তই উগ্রতর, দেখ এই বালক, পঞ্চ বৎসর বয়স্ক, ইহার মধ্যেই পর কৃত অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেছে না। ইহার বিমাতা সুরুচি অপমান জনক যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, এই বালক তাহা ভুলিতে পারিল না! অনন্তর তাঁহারা কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়কুমার! সম্প্রতি তোমার অভিলাষ কি? যদি বাধা না থাকে, তবে আমাদিগকে জানাইতে পার। তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে; তুমি যেন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছ, অতএব আমাদিগকে তোমার কি সাহায্য করিতে হইবে তাহা নিবেদন কর।

ধ্রুব কহিলেন, আর্য্যগণ! আমি অর্থ সম্পৎ বা সাম্রাজ্যাদির প্রার্থী নহি। কিন্তু আমি এরূপ একটী স্থান লাভ করিতে অভিলাষ করি যাহা আমার পূর্ব্বে আর কেহই প্রাপ্ত হন নাই। আপনারা আমার এই সাহায্য করুন। যে আমি যাহাতে সমুদায় স্থানের উত্তমতম অগ্র্য স্থান লাভ করিতে পারি। তচ্ছ্রবণে মহর্ষি মরীচি কহিলেন, হে নৃপাত্মজ! পরাৎপর গোবিন্দকে আরাধনা না করিয়া সামান্য মানব, কখনই উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারে না, অতএব তুমি ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনা কর। মহর্ষি অত্রি কহিলেন, বৎস ধ্রুব!

পরাৎপর পরম পুরুষ জনার্দ্দন, যাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, সেই ব্যক্তি অক্ষয় স্থান লাভে সমর্থ হয়, ইহা একান্ত সত্য বলিয়া জানিবে। মহাত্মা অঙ্গিরা কহিলেন বৎস! যদি তুমি অত্যুচ্চ অক্ষয় স্থান লাভ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে যে অব্যয়াত্মা ভগবান্ অচ্যুতের মধ্যে এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনুস্যূত রহিয়াছে, সেই পরাৎপর ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনা কর। পুলস্ত্য কহিলেন বৎস ধ্রুব! যিনি একমাত্র পরমাত্মা ও মুমুক্ষুগণের এক মাত্র আশ্রয় স্থান, যিনি শব্দ দ্বারা পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, সেই পরাৎপর হরির আরাধনা করিয়াই লোকে সুদুর্ল্লভ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, অতএব তুমি তাঁহার আরাধনা কর। মহর্ষি ক্রতু কহিলেন হে রাজ কুমার, যিনি যজ্ঞ সাধনে মহান্ যজ্ঞপুরুষস্বরূপ, যিনি যোগাধার পরম পুরুষ বলিয়া কথিত, সেই সর্ব্ববন্দ্য ভগবান্ জনার্দ্দন তুষ্ট থাকিলে কিছুই অপ্রাপ্য হয় না। মহাত্মা পুলহ কহিলেন, হে সুব্রত! মানবগণ, জগৎ স্বামী যজ্ঞপতি ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া ঐন্দ্র বা তাহা হইতেও উচ্চতম পুণ্যভূমি লাভ করিয়া থাকে, অতএব তুমি তাঁহার আরাধনা কর। বসিষ্ঠ কহিলেন, হে বৎস! যে কেহ পরব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করে, সেই ব্যক্তি ত্রৈলোক্যের অন্তর্গত তাহার অভিলষিত যে কোনও স্থান লাভ করিতে পারে।

ধ্রুব কহিলেন, হে মহাত্মগণ! আপনারা আমাকে যে দেবতার আরাধনা করিতে আদেশ করিলেন, তাঁহার আরাধনা ও পরিতোষের নিমিত্ত আমাকে ধ্যান ধারণাদি কি করিতে হইবে, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাকে তাহার উপদেশ প্রদান করুন। মহর্ষিগণ কহিলেন, বৎস ধ্রুব! মানবগণ কিরূপে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। তাহারা প্রথমতঃ অন্তঃকরণ হইতে বিষয় ভোগ বিলাসাদি সমুদায় বাহ্য বস্তু দূরীভূত করিবে তৎপর, মনঃ, ধর্ম্ম প্রবণ হইলে নিষ্কাম হইয়া জগদাশ্রয় সেই বিষ্ণুর প্রতি নিশ্চল পবিত্র মনঃ সমাধান করিবে। হে নৃপনন্দন! এইরূপে মন একাগ্র করিয়া পরে এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

হিরণ্য গর্ভ পুরুষ প্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধ জ্ঞান স্বভাবিনে॥

হে হিরণ্য গর্ভ প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক শুদ্ধ জ্ঞান নিষ্কল বাসুদেব তোমাকে নমস্কার। অথবা

হে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মক অব্যক্ত পরব্রহ্ম ভগবন্ বাসুদেব! তোমাকে

নমস্কার। ইহা জপ করিয়া তোমার পিতামহ মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনু, ভগবান্ বিষ্ণুকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। ইহা জপ করিয়া ত্রৈলোক্য-দুর্লভ অভিলষিত ঋদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, অতএব তুমি এতদ্দ্বারা পরমপুরুষ গোবিন্দের সন্তোষ বিধান কর।

ইতি প্রথমাংশে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! মহাত্মা ধ্রুব, মহর্ষিগণের সেই সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিবিনম্রমস্তকে প্রণিপাত করিলেন এবং তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে করিতে যমুনাতটবর্ত্তী মহাপুণ্য ভূমি মধুনামক অরণ্যে গমন করিলেন। মধুবন, মধু নামক দৈত্যদ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া উহা ধরণীতলে মধুবন নামে কথিত হইয়াছে। পরে মহাবীর শত্রুঘ্ন, মধুপুত্র লবণরাক্ষসকে নিহত করিয়া উহার নাম মথুরা রাখিয়াছিলেন। যেস্থানে হরিপরায়ণ বিষয়বন্ধন-চ্ছেদক দেবদেব শঙ্কর নিয়ত সন্নিহিত রহিয়াছেন, মহাত্মা ধ্রুব সর্ব্বপাপহারী সেই পবিত্র মধুবনতীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন। মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণের উপদেশানুসারে ধ্রুব আত্মাতে অশেষ-দেব-দেবেশ বিষ্ণুকে অবস্থিত মনে করিতে লাগিলেন। হে বিপ্র! তৎকালে তিনি অনন্যমনা হইয়া ধ্যানরত হইলে, সর্ব্বভূতেশ ভগবান্ হরি তাঁহার হৃদ্গত হইলেন। সেই মহাযোগী ধ্রুবের নির্ম্মলান্তঃকরণে ভগবান্ বিষ্ণু অবস্থিত হইলে, ভূতধারিণী বিশ্বম্ভরা দেবী তাঁহার ভারধারণে অশক্ত হইলেন। ধ্রুব বাম পদে ভর দিয়া যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পৃথিবীর তদর্দ্ধাংশ অবনত হইয়া পড়িল। এবং অবশেষে বাম পদ উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণ পদে ভর দিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলে পৃথিবীর শেষার্দ্ধও অবনত হইয়া পড়িল। মহাত্মা ধ্রুব, যৎকালে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বসুধাকে নিপীড়িত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তৎকালে সপর্ব্বতা সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী বিচলিত হইতে লাগিল; নদ নদী সমুদ্র ও মহাসাগরাদি সমুদায় স্থল নিরতিশয় সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তাহাতে স্বর্গস্থ দেবগণও নিতান্ত চঞ্চল হইলেন। তৎকালে যাম নামক দেবগণ, পরমাকুলিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক ধ্রুবের

সমাধিভঙ্গের উদ্যম করিলেন। এবং দেবরাজ প্রযুক্ত অসুরবিক্রান্ত কুষ্মাণ্ড-সংজ্ঞক উপদেবতাগণ, নানাবিধ কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক মহাত্মা ধ্রুবের সমাধিভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে মায়াময়ী এক সুনীতি (ধ্রুবের মাতা) মূর্ত্তি, ধ্রুবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে করুণবাক্যে বলিতে লাগিল, হে পুত্রক! তুমি শরীরনাশকর দুরন্ত তপশ্চর্য্যা হইতে নিবৃত্ত হও। আমি বহু ক্লেশে তোমাকে পাইয়া বহু কষ্টে পোষণ করিয়াছিলাম। আমি একমাত্র তোমাকে পাইয়া জীবন ধারণ করিতেছিলাম। স্বামী থাকিতেও আমি দীনহীনা অনাথার ন্যায়। হে পুত্র এমন অবস্থায় কেবল সপত্নীবাক্যহেতু আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি আমার অগতির গতি। হে বৎস! অতি দুঃসাধ্য তপস্যাই বা কোথায়, আর পঞ্চবর্ষীয় অতি অপোগণ্ড শিশু তুমিই বা কোথায়? অতএব তুমি এই নিষ্ফল মনঃকষ্ট হইতে বিরত হও। বৎস! তোমার এ খেলা ও অধ্যয়ন করিবার সময়, ইহার পরেও তুমি ভোগবিলাসাদি সুখ অনুভব করিবে। প্রৌঢ়াবস্থায় লোকে তপস্যা করিয়া থাকে, কিন্তু বৎস! তাহার এইক্ষণ বহু বিলম্ব।

হে বৎস! এ তোমার খেলিবার সময়, এ সময়ে তুমি কি নিমিত্ত আত্মবিনাশের জন্য কঠোর তপস্যায় রত হইলে? আমি তোমার গর্ভধারিণী, শাস্ত্রকারেরা জননীকে স্বর্গ হইতেও উচ্চতর বলিয়াছেন, অতএব আমার প্রীতিসাধনই তোমার পরম ধর্ম্ম। হে বৎস! তুমি তোমার অবস্থা ও বয়ঃক্রমানুযায়ী কার্য্যের অনুবর্ত্তী হও, অকারণ মোহের বশীভূত হইও না। তুমি অসাময়িক তপস্যারূপ অধর্ম্ম হইতে বিরত হও। হে বৎস! যদি তুমি অদ্য তপস্যা হইতে বিরত না হও তাহা হইলে আমি এখনই তোমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! মহাত্মা ধ্রুব, পরব্রহ্ম বিষ্ণুতে একান্ত একাগ্রচিত্ততাপ্রযুক্ত বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা মায়াময়ী সুনীতিকে যেন দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। তৎপরে মায়াময়ী সুনীতিও তারস্বরে কহিতে লাগিলেন, বৎস! বৎস! সত্বর এই ভীষণ অরণ্য হইতে প্রস্থান কর, ঐ দেখ করাল কৃতান্তাকৃতি রাক্ষসগণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া আগমন করিতেছে। ইহা বলিয়া মায়া সুনীতি প্রস্থান করিলে, জ্বালামালা-বিদ্যোতিতশিরা শস্ত্রপাণি রাক্ষসগণ আসিয়া আবির্ভূত হইল। এবং মহাত্মা ধ্রুবের সন্ত্রাসহেতু তাহারা পুরোভাগে শাণিত অস্ত্রকলাপ বিঘূর্ণিত করিতে করিতে ঘোরতর নিনাদ

করিতে লাগিল। শত শত উল্কামুখী ঘোরতর নাদ করিয়া অরণ্যানী কোলাহলময় করিয়া তুলিল। নিশাচরগণ, তীব্রতর আস্ফালন করিয়া কহিতে লাগিল,এই বালককে মারিয়া ফেল মারিয়া ফেল, ইহাকে ছেদনকর ও খাইয়া ফেল। অনন্তর তাহারা সিংহ, উষ্ট্র ও মকর প্রভৃতি নানা আকার ধারণ করিয়া ঘোরতর নিনাদপূর্ব্বক মহাত্মা ধ্রুবের বিভীষিকা জন্মাইতে লাগিল। কিন্তু সেই সকল কৃতান্তরূপী, রাক্ষস, তাহাদের বজ্রবিঘোষী ঘোর কোলাহল, অশিবমূর্ত্তি শিবাগণ বা তেজঃপুঞ্জ শাণিত শস্ত্রকলাপ,গোবিন্দাসক্তচিত্ত মহাত্মা ধ্রুবের ইন্দ্রিয়গোচরও হইল না। তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবচ্চিন্তাতেই আসক্ত রহিলেন। তখন দেবগণ, আপনাদিগের চেষ্টা বিফল দেখিয়া নিতান্তই শঙ্কিত ও সংক্ষুব্ধ হইলেন। এবং পরিণামে ধ্রুব হইতে বা ঘোরতর অনিষ্ট সংসাধিত হয়, এই আশঙ্কায় অনাদিপুরুষ জগদ্যোনি নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। এবং কহিতে লাগিলেন, হে দেবদেব জগন্নাথ পরমপুরুষ ভগবন্ নারায়ণ! আমরা ধ্রুবের তপস্যায় ভীত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে দেব! কলাশেষ শশাঙ্ক দিন দিন যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, সেই প্রকার ধ্রুবও তপস্যাপ্রভাবে প্রতিদিন ঋদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে। আমরা তাহার তপস্যায় ভীত হইয়াছি, অতএব তুমি তাহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কর। তাহার তপস্যার অভিপ্রায় কি? সে কি ইন্দ্রত্ব কি সূর্য্যত্ব প্রার্থনা করে, কি কুবের, বরুণ বা চন্দ্রের পদ পাইতে অভিলাষী, তাহা আমরা জানি না। ধ্রুবের তপশ্চর্য্যা আমাদিগের হৃদয়ের শল্যস্বরূপ; অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহা উন্মূলিত কর।

নারায়ণ কহিলেন, দেবগণ! তোমরা অকারণ ভীত হইও না। উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুব ইন্দ্রত্ব বা সূর্য্যত্বাদি সামান্য বিষয়ের প্রার্থী নহে। সে যাহার অভিলাষী, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপেই প্রদান করিব। তোমরা অকারণ চিন্তিত হইও না, তোমরা নিরাতঙ্ক মনে স্বস্থানে প্রস্থান কর. ধ্রুব হইতে তোমাদিগের কোনও ভয় নাই। আমি বালক ধ্রুবকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিব।

পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! তচ্ছ্রবণে ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবদেব নারায়ণকে ভক্তিবিনম্রভাবে প্রণাম পূর্ব্বক সুস্থমনা হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং চতুর্ভুজ ভগবান্ নারায়ণও ধ্রুবের তপস্যায় পরম প্রীত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে উত্তানপাদ-কুমার, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদানার্থ তোমার সমীপে

উপনীত হইয়াছি। হে ধ্রুব! তুমি মনকে বাহ্য জগৎ হইতে নিবৃত্ত করিয়া একমাত্র আমার প্রতিই আসক্তি প্রকাশ করিয়াছ, এনিমিত্ত তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তচ্ছ্রবণে মহাত্মা ধ্রুব, নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন তিনি ধ্যানযোগে জ্ঞাননেত্রে যাঁহাকে হৃদয়-পদ্মে দর্শন করিতেছিলেন, সেই ভগবান্ নারায়ণই সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শার্ঙ্গ-ধর মণিময় মুকুটমালী সেই বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সহসা রোমাঞ্চিত হইয়া নিরতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইলেন এবং দেবদেব নারায়ণের স্তুতি করিতে অভিলাষী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কিরূপে ইঁহার স্তুতি করিব? কি বলিলেই বা ইঁহার স্তুতি করা হয়? এইরূপে চিন্তাকুল হইয়া সেই পরমদেবতা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন।

ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্ যদি আপনি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দান করুন যেন আমি আপনার স্তুতি করিতে পারি। হে পরমাত্মন্ ব্রহ্মাদি সুরগণ ও বেদবেদান্তজ্ঞ মনীষিগণ, যে তোমাকে জানিতে পারেন নাই, সেই তোমাকে আমি সামান্য অজ্ঞান বালক হইয়া কিরূপে জানিতে পারিব? তোমার ভক্তিপ্রবণ আমার এই ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ, তোমার পাদপদ্ম যুগলের স্তুতি অভিলাষী, অতএব হে জগন্ময়! তুমি আমাকে জ্ঞান দান কর। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! ধ্রুবের বাক্য শ্রবণে ভগবান্ বিষ্ণু, শঙ্খপ্রান্ত দ্বারা কৃতাঞ্জলি সেই ধ্রুবকে স্পর্শ করিলেন, অনন্তর নৃপকুমার ধ্রুব প্রসন্নচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎই সর্ব্বমূলাধার নারায়ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

ধ্রুব কহিলেন, যিনি ভূম্যাদি নিখিল বিশ্ব, হ্রদ নদাদি সমস্ত জলরাশি, আহিত আহবনীয় ও দক্ষিণ এই অগ্নি ত্রিতয়, উনপঞ্চাশৎ বায়ু, অনন্ত আকাশ, বুদ্ধি ও মনঃস্বরূপ, যিনি ভূত পপঞ্চের আদি প্রকৃতি, তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি শুদ্ধ, পরাৎপর সূক্ষ্মতম নিখিল জগদ্ব্যাপী পরম পুরুষ, যিনি সত্ত্বরজস্তমোগুণের আধারভূত তাঁহাকে নমস্কার। যিনি পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন, রূপ রস গন্ধ আদি সপ্তপদার্থ, বুদ্ধ্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও জগন্নিদানভূত প্রকৃতিরও অতীত, পরম পুরুষ পরব্রহ্ম পরমাত্মা অশেষ জগতের শ্রেষ্ঠ শুদ্ধস্বভাব তুমি সেই সর্ব্বময় পরমেশ্বর, তোমার শরণাপন্ন হইলাম। যিনি বৃহত্ত্ব (সর্ব্বগত্ব) ও বৃংহণত্ব (কারণত্ব) হেতু ব্রহ্ম বলিয়া আখ্যাত, যিনি যোগিগণের বন্দনীয় সর্ব্বাত্মভূত নির্বিকার পরমেশ্বর, যিনি বিশ্বরূপত্ব

হেতু সহস্রশীর্ষ, অন্তর্যামিত্ব হেতু সহস্রাক্ষ, সর্ব্বগামিত্ব হেতু সহস্রপাৎ ও পৃথিবীর দশাবরণ অতিক্রম পূর্ব্বক সর্ব্বত্রাধিষ্ঠান হেতু সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়া অনন্ত বিশ্বে বিরাজমান রহিয়াছেন সেই জগন্নিয়ন্তা তোমাকে নমস্কার করি। হে পুরুষোত্তম! যাহা অতীত হইয়াছে, হইতেছে এবং যাহা ভবিষ্যতের অদৃশ্য গর্ভে নিহিত, তৎসমুদয় তুমিই। হে ভগবন্! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, লোক পিতামহ ব্রহ্মা, মানবসম্রাট্ মনু, এবং ঋষিপুরুষগণ, সকলেই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পৃথিবীর ঊর্দ্ধ অধঃ প্রভৃতি দশ দিক্ অতিক্রম করিয়া তুমি নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছ। হে বিধাতঃ এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত বিশ্ব তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে সকল বিশ্ব অনন্তকালের কুক্ষিগত হইয়াছে এবং যাহা ভবিষ্যতে সৃষ্ট হইবে, তুমি তৎ-সমুদায়ের ও একমাত্র নিদান। হে হরি! তোমার রূপস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত এই জগৎ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞনিচয়, দধিমিশ্র যজ্ঞীয় ঘৃত, ঋক্, সাম, যজুঃ ও গায়ত্রীসমূহ, অশ্ব, গো গবয়, মেষ, মহিষ ছাগাদি গ্রাম্যারণ্য পশু সকল, তোমাহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তোমার মুখ বাহু উরু ও পদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হে ভগবন্! সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্রমা ও প্রাণ, যথাক্রমে তোমার চক্ষু, প্রাণ, মন ও সুষুম্না নাম্নী নাড়ী হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। তোমার মুখ, নাভি, মূর্দ্ধা শ্রোত্র ও পদদ্বয় যথাক্রমে অগ্নি, আকাশ, স্বর্গ, দশদিক্ ও ক্ষিতির উৎপত্তি স্থান। হে জগদীশ্বর! মহান্ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ যেরূপ বিনষ্ট হইলেও অতি ক্ষুদ্রতম বীজে অন্তর্নিহিত থাকে, সেই প্রকার সমুদায় বিশ্ব প্রলয়ের কুক্ষিগত হইলেও তোমাতে তাহারা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে। এবং ক্ষুদ্রতর অঙ্কুর হইতে উৎপন্ন হইয়া ন্যগ্রোধ বৃক্ষ যে প্রকার মহান্ আকার ধারণ করে, সেই প্রকার এই অখিল বিশ্ব তোমা হইতে সূক্ষ্মরূপে সৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ সর্ব্বাবয়বে উপচিত হইয়া থাকে। হে প্রভো! ত্বকপত্রাদির সমষ্টি লইয়াই কদলী বৃক্ষের কাণ্ড পরিগণিত, তথাচ স্থূলদৃষ্টিতে উহার ত্বগাদি যে প্রকার পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, সেই প্রকার এই অনন্ত বিশ্বাদি তোমার প্রত্যঙ্গস্বরূপ। হে জগন্ময়! তোমা ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই, কেবল সামান্য লোকেরা সামান্য দৃষ্টিতে তোমাকে পৃথক্ ভাবিয়া থাকে। হে ভগবন্! তোমার স্বরূপাদি প্রকাশিকা হ্লাদিনী-শক্তি এবং বিশ্বোৎপাদিকা সন্ধিনী-শক্তি এক মাত্র তোমাতেই অবস্থিতি করে। তুমি ত্রিগুণাতীত, সুতরাং মনঃ প্রসাদ-কর সাত্ত্বিকভাব, ইষ্ট ও বিষয়সুখবিয়োগজ তামসিক দুঃখ এবং এত-

উভয়ের মিশ্রভাবাপন্ন রাজসিক ধর্ম্মাদি তোমাতে কিছুই নাই, তুমি সর্ব্বথা একমাত্র নির্বিকার নিষ্কল পরব্রহ্ম। হে পরমাত্মন্! তুমি জগৎ হইতে পৃথক্ নও, তুমি ওতপ্রোতভাবে ইহার অন্তরতম প্রদেশে অনুস্যূত রহিয়াছ, অথচ তুমি পাপবিবর্জ্জিত সদাত্মা চিন্ময়। তুমি কারণরূপে স্রষ্টা এবং কার্য্যরূপে স্বয়ংই সৃষ্ট হইয়াছ। তুমি তন্মাত্রময়, পঞ্চমহাভূতময় ও সর্ব্ব প্রাণিময়, তোমাকে নমস্কার। উপাসকগণ কেহ তোমাকে ব্যক্ত, কেহ প্রকৃতি, কেহ পুরুষ, কেহ বিরাট্, কেহ স্বরাট্ কেহবা সম্রাট্ (মনু) বলিয়া চিন্তা করিয়া থাকে। তুমি একমাত্র অক্ষয় পুরুষ পরমাত্মা। তুমি সর্ব্বত্র সকল জীবের আত্মাস্বরূপ এবং চেতনাচেতন যত কিছু সকলই তুমি। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, অনন্তবিশ্বে যাহা যাহা বর্ত্তমান সকলই তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান রহিয়াছ, এই হেতু তুমি সর্ব্বাত্মক সর্ব্বেশ্বর। সুতরাং তোমার মহিমাদি আমি কি বলিব? তুমি আমার হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া সকলই জানিতেছ। হে সর্ব্বাত্মন্! তুমি সকল ভূতের ঈশ্বর ও উৎপত্তিস্থান, সুতরাং তুমি সকল ভূতের মনোরথও সম্যক্ বিজ্ঞাত আছ। হে জগৎপতে! তোমার দর্শনে এতদিনে আমার তপস্যা সফল হইয়াছে। আমার এই মনোরথ সফল হইবার এক মাত্র কারণ তুমিই।

নারায়ণ কহিলেন, হে ধ্রুব! সত্যই তুমি তপস্যার ফল লাভ করিয়াছ। যেহেতু আমার দর্শনলাভে সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া মনোরথ সিদ্ধি হয়। অতএব তুমি আপনার অভিমত বর প্রার্থনা কর; আমি দৃষ্টি পথে পতিত হইলে পুরুষদিগের সকলই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধ্রুব কহিলেন, ভগবন্! তুমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সকলের হৃদয়েই বর্ত্তমান আছ, তুমি সর্ব্বান্তর্যামী সুতরাং আমার মনোরথ কি, তাহা তুমি সকলই অবগত আছ। তথাপি আমার দুর্বিনীত দুরাকাঙ্ক্ষ লোলুপহৃদয় যে দুর্লভ প্রার্থনা করিয়াছে, তাহা তোমাকে জানাইতেছি। হে জগৎশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হইলে সাধকের পক্ষে আর কি দুর্লভ হইতে পারে? স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার প্রসাদে ত্রৈলোক্য-প্রভুত্ব রূপ ফল ভোগ করিতেছেন। ভগবন্! আমার অতিগর্বিতা বিমাতা সুরুচি, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর নাই সুতরাং এই দুর্লভ রাজাসন তোমার যোগ্য নহে। অতএব হে প্রভো! আমি তোমার প্রসাদে সকল জগতের আধারভূত অতি উত্তমতম অক্ষয় স্থান পাইতে অভিলাষ করি।

নারায়ণ কহিলেন, ধ্রুব! তুমি যে স্থান প্রার্থনা করিলে, তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিব। 'আমি পূর্ব্ব জন্মেও তোমাকর্ত্তৃক নিরতিশয় সন্তোষিত হইয়াছিলাম। তুমি পূর্ব্ব জন্মে, আমার পরম ভক্ত এক ব্রাহ্মণ কুমার ছিলে। তুমি স্বধর্ম্মানুরক্ত থাকিয়া মাতা পিতার নিয়ত শুশ্রূষা করিতে। কিছুকাল গত হইলে এক রাজপুত্রের সহিত তোমার মিত্রতা হয়। ঐ রাজকুমার পরম রূপলাবণ্যময় মনোহর যুবা পুরুষ ছিল, ভোগ বিলাসে তাহার বড়ই আসক্তি ছিল, তাহার সেই ভোগ সুখ ও সম্পদাদি দর্শনে রাজপুত্র হইতে তোমার নিতান্তই অভিলাষ হইয়াছিল। তৎপর তুমি মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে। হে ধ্রুব! অন্য ব্যক্তির পক্ষে সায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের বংশে জন্মগ্রহণ করাই মহাবর, কিন্তু আমি যখন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি তখন তোমার পক্ষে উহা গরীয়ান্ নহে। অন্য ব্যক্তিগণ আমার আরাধনা করিয়া সদ্যই মোক্ষলাভ করিয়া থাকে, সুতরাং যে ব্যক্তি একমাত্র আমার প্রতিই মনঃ প্রাণ সমর্পণ করে, তাহার সামান্য স্বর্গাদি লাভে কি ফল? অতএব হে ধ্রুব! তুমি আমার প্রসাদে ভূ, ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকীর উপরিস্থ সকল তারা ও গ্রহ গণের আশ্রয় স্বরূপ অতি উচ্চতম স্থান লাভ করিবে।

হে ধ্রুব! সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, সূর্য্য তনয় শনৈশ্চর, অন্যান্য নক্ষত্রগণ. সপ্তর্ষি মণ্ডল এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল বিমানচারী দেবগণ অনন্ত আকাশে বিচরণ করে, আমি তোমার জন্য তাহাদের সকলের উপরিতন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম। হে ধ্রুব! দেবগণের মধ্যে কেহ যুগচতুষ্টয়, কেহ বা এক মন্বন্তর কাল ব্যাপিয়া মদ্দত্ত পুণ্যভূমিতে অবস্থিতি করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি মদ্দত্ত পবিত্র ভূমিতে এক মহাকল্প ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে এবং পবিত্র-স্বভাবা ত্বদীয় গর্ভধারিণী সুনীতিও তারা হইয়া তোমার সন্নিহিত আকাশ মার্গে তৎকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবে। হে ধ্রুব! যে সকল মানব সুসমাহিতচিত্তে প্রাতঃকাল ও সায়ং সময়ে তোমার গুণানুকীর্ত্তন করিবে তাহারা মহাপুণ্য লাভ করিবে।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! পূর্ব্ব কালে মহাত্মা ধ্রুব এই রূপে জগন্নাথ দেবদেব জনার্দ্দন হইতে মহোচ্চ স্থান লাভ করিয়া তথায় অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিমান, মহর্দ্ধি, ও ভূয়ান্ মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া দেবতা ও অসুরগণের আচার্য্য মহাত্মা শুক্রাচার্য্য এই পবিত্র শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন। অহো এই মহাত্মা ধ্রুবের কি আশ্চর্য্য তপোবীর্য্য। কি আশ্চ-

র্য্যই বা তপস্যা-ফল!! যেহেতু জগন্মান্য সপ্তর্ষিমণ্ডলও ইঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহার মাতা পবিত্রহৃদয়া প্রিয়বাদিনী সুনীতিও অতি গৌরবশালিনী, তাঁহার মহিমাই বা কোন্ ব্যক্তি বর্ণনা করিতে পারে? দেখ ধীর মনীষি যতিগণ বহু তপস্যার ফলে ত্রৈলোক্যের যে আশ্রয়ত্ব লাভ করিয়া থাকেন, মহাদেবী সুনীতি, কেবল মহাত্মা ধ্রুবকে গর্ভে ধারণ করিয়াই সেই গরীয়সী শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রতি দিন সংযতচিত্তে মহাত্মা ধ্রুবের এই স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকে। পরন্তু সে ব্যক্তি স্বর্গেই অবস্থিতি করুক বা ধরাতলেই কোনও উচ্চ পদে অধিরূঢ় থাকুক, কখনই সে স্থানভ্রষ্ট হইবে না। সে ব্যক্তি সর্ব্বকল্যাণ সম্পন্ন হইয়া দীর্ঘ কাল জীবন ধারণ করিবে।

ইতি প্রথমাংশে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! মহাত্মা ধ্রুবের পত্নী শম্ভু; মহাদেবী শম্ভুর গর্ভে ধ্রুবের ঔরসে শ্লিষ্টি ও ভব্য নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্লিষ্টের পত্নী সুচ্ছায়া, তাঁহার গর্ভে শ্লিষ্টের ঔরসে রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা নামে নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্র সমুদ্ভূত হয়েন। মহাত্মা রিপুর ভার্য্যা বৃহতী, চাক্ষুষ নামে এক মহাতেজা পুত্র প্রসব করেন। রাজর্ষি চাক্ষুষ, বরুণ কন্যা পুষ্করিণীর পাণিপীড়ন করেন, তাঁহার গর্ভে ষষ্ঠ মন্বন্তরপতি চাক্ষুষ মনু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্বলার গর্ভে মহাত্মা মনুর উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, শুচি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী, অতি প্রভাবশালী অঙ্গ, সুমনাঃ, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও উষিজ নামে ছয় পুত্র প্রসব করেন। অঙ্গের পত্নী সুনীথা, মহামতী সুনীথার গর্ভে মহারাজ অঙ্গের ঔরসে বেণ নামক এক পুত্র প্রসূত হয়েন। মহর্ষিগণ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত তাঁহার দক্ষিণহস্ত মন্থন করিয়াছিলেন। মহারাজ বেণের দক্ষিণ হস্ত মথিত হইলে তাহাতে এক মহাতেজা রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পৃথিবীস্থ মানব

গণের হিতের নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। ধরাতলে সর্ব্বত্র তিনি মহাত্মা পৃথু নামে কীর্ত্তিত।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি বলিলেন মহারাজ বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থনে মহাত্মা রাজর্ষি পৃথু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহর্ষিগণ কি নিমিত্ত বেণের হস্তমন্থন করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন। পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! সুনীথানামে মৃত্যুর যে প্রথমা কন্যা ছিলেন, তিনি মহারাজ অঙ্গের পরিগৃহীতা হইলে, তাঁহার গর্ভে মহারাজ বেণ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাতামহ দোষে নিতান্তই দুরাচার হইয়াছিলেন। যৎকালে তিনি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন, তৎকালে তিনি এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, অহে মানবগণ! তোমরা কেহ যজ্ঞ হোম ও দানাদি করিও না। আমি ভিন্ন আর কেহ যজ্ঞ ভোক্তা নাই, আমাকেই তোমরা যজ্ঞপুরুষ বলিয়া জানিবে। তৎপর মহর্ষিগণ, তচ্ছ্রবণে রাজসন্নিধানে গমন ও বহুমান পূর্ব্বক মধুর স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আমরা আপনাকে আগ্রহ পূর্ব্বক যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ করুন। মহারাজ! আমরা রাজ্য ও দেহের উপকারের নিমিত্ত প্রজাগণের মঙ্গলকর, সহস্র বৎসর-সাধ্য এক অতি দীর্ঘ সত্র দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্ হরির পূজা করিব, উহা আপনার অমঙ্গলকর নহে, অথচ আপনি তজ্জনিত পুণ্যেরও ষষ্ঠাংশ ভাগী হইবেন। যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু আমাদিগকর্ত্তৃক অর্চিত হইলে তিনি আমাদিগের ও আপনার সমুদয় কামনা পূর্ণ করিবেন। যাঁহাদিগের রাজ্যে যজ্ঞেশ্বর হরি পূজিত হয়েন, বিষ্ণু সেই সকল ভূপালবৃন্দের ঈপ্সিত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

বেণ কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমা হইতে আবার কে প্রধান আছে? আমি ভিন্ন আর আরাধ্যই বা কে আছে? তোমরা যে হরিকে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া জানাইতেছ, সেই হরি কে? হে দ্বিজগণ, তোমরা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, ধাতা, পূষা, ভূমি ও চন্দ্র প্রভৃতি নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ দেবগণের কথা বলিয়া থাক, উহা সম্পূর্ণ অলীক, একমাত্র রাজার দেহেই ইহারা সকলে আছে। রাজাকে তোমরা সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানিও। ইহা স্থির জানিয়া তোমরা আমার আজ্ঞানুসারে কার্য্য কর; তোমাদের নিষ্ফল যজ্ঞ হোম ও দানাদি করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যে প্রকার স্ত্রীগণের ভর্ত্তৃ শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম, সেই প্রকার আমার আজ্ঞা পালন করাই তোমাদের পরম ধর্ম্ম।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি ধর্ম্ম লোপ করিবেন না। আমাদিগকে যজ্ঞ সাধনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। রাজন্ যজ্ঞীয় পবিত্র হবির এই পরিণাম যে তদ্দ্বারা বৃষ্টি হইয়া জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু তদভাবে ধর্ম্মক্ষয় হইয়া জগৎ ও ক্ষীণ হইয়া যায়। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! মহারাজ বেণ যখন পুনঃ পুনঃ পৃষ্ট হইয়াও অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন না, তখন তাঁহারা নিরতিশয় কোপপরতন্ত্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন,ইহাকে বধ কর ইহাকে বধ কর। যে দুরাচার,যজ্ঞপতি ভগবান্ বিষ্ণুর নিন্দা করে, সে কখনই পৃথিবীর রাজা হইতে পারে না। ইহা বলিয়া তাঁহারা মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা মহারাজ বেণকে আঘাত করিলেন। রাজা বেণ ভগবন্নিন্দাহেতু পূর্ব্বেই এক প্রকার মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, এইক্ষণ কুশাঘাত মাত্রই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর একদা চতুর্দ্দিকে ধূলিরাশি উড্ডীয়মান দেখিয়া মুনিগণ একি? জিজ্ঞাসা করিলে, নিকটবর্ত্তী লোকেরা বলিল, মহারাজ বেণের মৃত্যুতে রাজ্য অরাজক হইয়াছে, সুতরাং দস্যু তস্করের উপদ্রবে কাহারও আর ধনসম্পত্তি থাকিতেছে না। হে মুনিসত্তমগণ, দস্যুগণ বেগে ধাবিত হইয়া গৃহস্থগণের ধনাদি লুণ্ঠন করিতেছে,তাহাতেই চারিদিকে ধূলিকণা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। অনন্তর ঋষিগণ রাজ্যের অরাজকতা দর্শনে পরস্পর মন্ত্রণা পূর্ব্বক মহারাজ বেণের পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহার উরুদেশ মন্থন করিলেন। তাহাতে খর্ব্বাকার খর্ব্বমুখ দগ্ধ স্তম্ভ (খুঁটি) তুল্য অতি কৃষ্ণবর্ণ এক সন্তান উৎপন্ন হইল এবং উৎপন্ন হইয়াই সে কাতরভাবে কহিল আমি কি করিব? তচ্ছ্রবণে মুনিগণ কহিলেন তুমি (তূঃনিষীদ) চলিয়া যাও। সেইহেতু সে পৃথিবীতে নিষাদ নামে কথিত হইল, এবং তাহার বংশধরেরা বিন্ধ্যাচলে অবস্থিতি পূর্ব্বক নানা প্রকার পাপ কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। হে মৈত্রেয়! এই নিষাদেরা জন্ম গ্রহণ করাতে মহারাজ বেণের সঞ্চিত পাপরাশি দূরীভূত হইয়া গেল। অনন্তর মহর্ষিগণ মহারাজ বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলে তাহা হইতে অতি প্রতাপবান্ মহাত্মা পৃথু উদ্ভূত হইয়া মনোহর দেহলাবণ্যে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন, তৎকালে দেবদেব শূলপাণির আজগব (পিনাক) ধনুঃ দিব্যশর সমূহ এবং মহার্হ অভেদ্য কবচ (বর্ম্ম) আকাশ হইতে রাজভবনে নিপতিত হইল। সকলে প্রীত হইয়া চতুর্দ্দিকে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহারাজ বেণও পুত্রোৎপাদন হেতু পিতৃঋণ ও পুন্নাম নরক হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। সমুদ্র ও নদ নদী সমূহ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া নানাবিধ মহার্হ রত্নকলাপ ও পবিত্র সলিল রাশি

লইয়া মহারাজ পৃথুর অভিষেকার্থ সমাগত হইল। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা অন্যান্য দেবগণ ও মহাত্মা বৃহস্পতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজভবনে সমাগত হইলেন, যথাবিধানে মহারাজ পৃথুর অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং মহাত্মা পৃথুর দক্ষিণ হস্তে চক্রচিহ্ন দর্শনে তাঁহাকে বিষ্ণু অংশে উৎপন্ন জ্ঞান করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। যে ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুর চক্রবৎ চক্রাকার চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেইব্যক্তি সার্ব্বভৌম রাজা হয় এবং দেবগণও তাহার প্রভাবের অভিভব করিতে পারেন না। মহারাজ পৃথু চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করাতে ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। প্রজাগণ তদীয় দুরাচার পিতা বেণের অত্যাচারে নিতান্তই অপরক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে মহাত্মা পৃথুর সদ্গুণপরম্পরাদ্বারা নিতাই প্রীত ও রাজভক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার প্রতি প্রকৃতিবর্গের সেই অনুরাগহেতু পৃথিবীতে তিনি অন্বর্থনামা রাজা বলিয়া দিগন্তবিশ্রুত হইলেন। তাঁহার অসীম প্রভাবে প্রজাগণ সর্ব্বত্র সুশাসিত ও একান্ত বশীভূত হইয়াছিল। এমন কি বোধ হইত যেন সমুদ্রাভিমুখী জল প্রবাহও তাঁহার আদেশে স্তম্ভিত হইয়া থাকিত, এবং পর্ব্বতগণও স্থানান্তরিত হইয়া তাঁহাকে পথ প্রদান করিত। কিছুতেই তাঁহার আজ্ঞা ব্যাহত হইত না। তাঁহার সুশাসনে পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা হইয়াছিল অর্থাৎ কর্ষণ ব্যতিরেকেই শস্য প্রদান করিত। তাঁহার চিন্তা মাত্রেই ধান্যাদি শস্যসমূহে ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইত। গাভী সকল কামদুঘা ও অরণ্যের সর্ব্বত্রই পত্রপুট সকল মধুপূর্ণ হইতে লাগিল। মহারাজ পৃথু পূর্ণবয়স্ক যুবকরূপে উদ্ভূত হইয়াই এক মহান্ ব্রহ্মোষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে যজ্ঞীয় সুতি হইতে শনিবাসরে পুরাণবক্তা মহাত্মা সূত ও স্তুতিকারক মাগধ উদ্ভূত হয়েন। উহাঁরা উভয়ে পৃথিবীতে সূত মাগধ জাতি বলিয়া সর্ব্বত্র আখ্যাত হইলেন। অনন্তর মহর্ষিগণ কহিলেন হে সূত হে মাগধ! তোমরা দুই জনে মহাত্মা পৃথুর গুণস্তুতি কর। তচ্ছ্রবণে তাঁহারা উভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা পৃথু এইমাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা ইহাঁর গুণ বা কার্য্য পরম্পরা কিছুই জানি না, অতএব আমরা কিরূপে ইহাঁর বন্দনা করিব?

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে সূতমাগধ! মহাত্মা পৃথু যেসকল কার্য্য করিবেন এবং ইনি ভবিষ্যতে যেসকল মহোচ্চগুণ রাশিতে বিভূষিত হইবেন, তোমরা তদবলম্বন করিয়া ইহাঁর গুণকীর্ত্তন কর। পরাশর কহি-

লেন, হে মৈত্রেয়! তচ্ছ্রবণে মহাত্মা পৃথু নিরতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যগণ সদ্‌গুণ দ্বারা শ্লাঘ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে, ইহারা উভয়ে আমার গুণানুকীর্ত্তন করিবে, অতএব আমি অবহিত হইয়া অদ্য হইতে এরূপ কার্য্য করিব, যাহাতে ইহারা আমার যথার্থ গুণই কীর্ত্তন করিতে পারে। যদি ইহারা কোন অকর্ত্তব্য দূষণীয় কার্য্যাদির উল্লেখ করে তবে আমিও তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিব। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে অতি সুমধুরস্বরে মহাত্মা বেণ-তনয় শ্রীমান্ পৃথুর ভবিষ্য গুণাবলীর কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহাত্মা পৃথু, সত্যবাদী, বদান্য, সত্যসন্ধ, শ্রীমান্ মৈত্রভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, বিক্রমশালী, দুষ্টের প্রশাস্তা, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান্ ও প্রিয়বাদী। ইনি মানীর মান রক্ষক, যজ্ঞশীল, ব্রহ্মপরায়ণ ও সাধুগণের প্রতি প্রীতিমান্। ইনি ঋণাদানাদি অষ্টাদশবিধ ব্যবহার বিষয়ে কাহারও প্রতি পক্ষপাতী নহেন, কি শত্রু কি মিত্র সকলের প্রতিই ইনি সমদর্শী। মহাত্মা পৃথু সুতমাগধকৃত এইরূপ আত্মস্তুতি শ্রবণে, মনে মনে তদ্রূপ কার্য্য করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং তদনুরূপ সদ্‌গুণাবলম্বন করিয়া পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। ও নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভূরি পরিমাণ দক্ষিণা দান করিয়া তাঁহাদিগের আশীর্ভাজন হইলেন।

মহারাজ বেণের মৃত্যুর পর পৃথিবী অরাজক হইয়া শস্যাদি পরিশূন্য হইয়াছিল। সুতরাং অন্নকাতর প্রজাগণ আসিয়া প্রণতিপুরঃসর পৃথুর শরণাপন্ন হইল। অনন্তর মহারাজ পৃথু তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কহিল হে ধরণীশ্বর! অরাজকহেতু পৃথিবী শস্য শূন্য হওয়াতে প্রজাগণ অন্নাভাবে বিনষ্ট হইতেছে বিধাতা, আপনাকে আমাদিগের অনুকূল পালয়িতা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আপনি আমাদিগকে শস্যাদি প্রদান করুন।

পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! অনন্তর মহাত্মা পৃথু দেবদত্ত পিনাক ধনু গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে শরযোজনা করিয়া বসুন্ধরা দেবীর অভিমুখে ক্রোধভরে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে পৃথিবী নিরতিশয় ভীত হইয়া অবধ্য গোরূপ ধারণ পুরঃসর পলায়নপরায়ণা হইলেন। এবং ক্রমে স্বর্গমর্ত্ত্যাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বহু স্থানে গমন করিলে, মহাত্মা পৃথু ও শস্ত্র উদ্যত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বত্র যাইতে লাগিলেন। তখন ভগবতী পৃথ্বী দেবী, পৃথুর হস্ত হইতে কিছুতেই নিস্তার পাইতে পারিবেন না জানিয়া কাতর

ভাবে কম্পিতকলেবরে বলিলেন, হে নরেন্দ্র ! স্ত্রীবধে যে মহাপাপ, তাহা কি আপনি অবগত নহেন ? তবে আপনি কি জন্য আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত এত নির্ব্বন্ধ-বদ্ধ হইয়াছেন ?

পৃথু কহিলেন, হে দুষ্টকারিণি পৃথিবি ! যদি এক জনের অবৈধ বধেও সহস্র সহস্র ব্যক্তির হিতসাধন হয় তবে তাহা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। পৃথিবী কহিলেন, হে মহারাজ ! যদি আপনি প্রজাগণের হিতের নিমিত্ত আমাকে বধই করেন তাহা হইলে, কে আপনার প্রজাগণের আধারস্থান হইবে ? পৃথু কহিলেন, হে বসুন্ধরে তুমি নিতান্তই আমার আজ্ঞার পরিপন্থিনী, অতএব আমি তোমাকে বাণ দ্বারা নিহত করিয়া স্বকীয় যোগ বলেই এই প্রজাগণকে ধারণ করিব। তচ্ছ্রবণে পৃথিবী দেবী ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া মহারাজ পৃথুকে প্রণাম পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, মহারাজ ! যথাযথ ভাবে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে সকল উদ্যমই সংসিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই হেতু আপনাকে আমি উপায় বলিয়া দিতেছি, যদি ইচ্ছা করেন তবে তদনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। মহারাজ ! আমি সমস্ত মহৌষধীগণ জীর্ণ করিয়াছি, যদি আপনি অনুজ্ঞা করেন, তবে আমি উহা ক্ষীররূপে প্রত্যর্পণ করিতে পারি। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ! আপনার প্রজাগণের হিতের নিমিত্ত আপনি আমাকে বৎস প্রদান করুন, আমি আপনাকে ক্ষীর রূপে সমুদায় ওষধিই প্রদান করিতেছি। হে নরোত্তম ! আপনি আমাকে অগ্রে সমভূমি করুন, তাহা হইলে আমি সর্ব্ব স্থানেই সমভাবে ক্ষীররূপে বীজভূত সর্ব্বৌষধি প্রদান করিতে পারিব। অনন্তর মহাত্মা পৃথু, ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা শত শত পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া এক স্থানে রাশীকৃত করিলেন। পর্ব্বত সমূহ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল, তদবধি উহারা এক এক স্থানে সন্নিবেশিত হইল। মহাত্মা পৃথুর পূর্ব্বকালে পৃথিবী বিষম (বন্ধুরা) ছিল সুতরাং নগর বা গ্রাম সমূহের যথাযথ সন্নিবেশাদি ছিল না। তৎকালে অরাজক হেতু কি শস্য কি গোরক্ষণ কি কৃষি, কি বাণিজ্য কিছুই ছিল না। মহারাজ পৃথু হইতে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান ও উৎপত্তি হইতে থাকে। সেই নরাধিপ পৃথু হইতে যে যে স্থানের ভূমি সমতল হইয়াছিল, প্রজা ও সামন্তগণ সেই সেই স্থানেই নিবাস ভূমি রচনা করিলেন। মহারাজ পৃথুর পূর্ব্বে কৃষি অভাবে প্রজাগণ ফল মূলাদি আহার করিত, কিন্তু ওষধি সকল ক্ষীয়মান হইয়াছিল বলিয়া স্বত উদ্ভূত শস্যাদি লাভ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন মহাত্মা পৃথু, প্রজাগণের হিতের নিমিত্ত প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া আপনার কর রূপ পাত্রে

গোরূপা পৃথিবী হইতে শস্যরূপ ক্ষীর দোহন করিলেন। সেই হইতেই প্রজাগণ অদ্যাপি পৃথিবী হইতে অন্নমূল শস্যাদি পাইয়া আসিতেছে। হে মৈত্রেয়! মহাত্মা বেণকুমার পৃথু প্রাণ প্রদান হেতু পৃথিবীর পিতৃ তুল্য হইয়াছিলেন, এ জন্য বসুন্ধরা তদবধি পৃথিবী (পৃথুর কন্যা) নামে আখ্যাত হইলেন। হে মুনে! অনন্তর দেবতা মহর্ষি, পিতৃগণ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পর্ব্বত ও মহীরুহগণ আপনাদিগের অভিমত বৎস ও পাত্রাদি স্থির করিয়া গোরূপ ধারিণী পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন (১)।

হে মৈত্রেয়! বিষ্ণুপাদোদ্ভবা এই পৃথিবীই সকলের মাতা, কর্ত্রী, আধার ভূতা ও পোষণকারিণী। হে মুনে, মহারাজ পৃথু এই প্রকার অসাধারণ বীর্য্যবান্ ও প্রভাবশালী ছিলেন। এবং তিনিই প্রথমে প্রজারঞ্জন হেতু অন্বর্থ নামা রাজা বলিয়া প্রখ্যাত হয়েন। যে ব্যক্তি সুসমাহিতচিত্তে বেণকুমার মহারাজ পৃথুর এই জন্ম বিবরণ কীর্ত্তন করে, তাহার কোনও পাপই থাকে না ও সর্ব্ব কামনা সফল হয়। এবং যাহারা শ্রবণ করে তাহাদিগের দুঃস্বপ্নজনিত কোনও অপকার ঘটিতে পারে না, মহাত্মা পৃথুর এই জন্মকীর্ত্তন, মনুষ্যগণের প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

ইতি প্রথমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(১) হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে দেবতাদিগের বৎস ইন্দ্র, মিত্র দোগ্ধা, পাত্র স্বর্ণময়, ক্ষীর—বল। মুনিদিগের বৎস সোম, বৃহস্পতি দোগ্ধা, বেদ পাত্র এবং তপ ও ব্রহ্ম—ক্ষীর। দৈত্যগণের বিরোচন বৎস, দ্বিমূর্দ্ধা দোগ্ধা, লৌহময় পাত্র, মায়া—ক্ষীর। রাক্ষসদিগের সুমালী বৎস, রজতনাভ দোগ্ধা, নরকপাল পাত্র, রুধির ক্ষীর। পর্ব্বতগণের হিমালয় বৎস, মেরু দোগ্ধা, পাত্র শিলাময়, মহৌষধি ও রত্ননিচয় ক্ষীর। গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ বৎস, বিশ্বাবসু দোগ্ধা, পদ্ম পাত্র, গন্ধ ক্ষীর। সর্পগণের মধ্যে তক্ষক বৎস, ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা, অলাবু পাত্র এবং অত্যুগ্র হলাহল ক্ষীর। যক্ষগণের মধ্যে কুবের বৎস, সুকর্ণ দোগ্ধা, অপক্ক মৃণ্ময় ভাণ্ড পাত্র, এবং অন্তর্দ্ধান ক্ষীর। পিতৃগণের যম বৎস, অন্তক দোগ্ধা, পাত্র রৌপ্যময়, এবং ক্ষীর অমৃত। তরুগণের বৎস প্লক্ষ, দোগধা শালবৃক্ষ, পাত্র পালাশ, এবং ছিন্নপ্ররোহণ ক্ষীর বলিয়া বর্ণিত আছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মৈত্রেয়! মহাত্মা পৃথুর অন্তর্ধান ও পালিত নামে দুই ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। অন্তর্দ্ধানের পত্নীর নাম শিখণ্ডিনী, তাঁহার গর্ভে মহারাজ অন্তর্দ্ধানের হবির্দ্ধান নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহার ঔরসে অগ্নি বংশোদ্ভব ধিষণা নাম্নী তদীয় পত্নীর গর্ভে প্রাচীনবর্হিঃ শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে ছয় পুত্র উদ্ভূত হয়। মহাত্মা ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃ, তদীয় পিতা হবির্দ্ধান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন এজন্য তিনি জগতে মহান্ প্রজাপতি বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। হে মুনে নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠানহেতু তদীয় হস্তধৃত কুশাগ্র সকল অতি প্রাচীন ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এনিমিত্ত তিনি পৃথিবীতে প্রাচীনবর্হিঃ নামে আখ্যাত হয়েন। সেই মহাত্মা প্রাচীনবর্হিঃ, নানাবিধ মহতী তপশ্চর্য্যা সম্পাদন করিয়া পরিশেষে সমুদ্র তনয়া সবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন, সমুদ্রসম্ভবা সবর্ণা, মহাত্মা প্রাচীন বর্হির ঔরসে ধনুর্ব্বেদ পারগ দশটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সকলেই প্রচেতা নামে সর্ব্বত্র বিশ্রুত। তাঁহারা সমুদ্র সলিলে শয়ন করিয়া দশ সহস্র বর্ষকাল পর্য্যন্ত এক নিয়মাবলম্বী হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন।

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! সেই রাজকুমারেরা সংসার ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট না হইয়া কি কারণে সমুদ্রসলিলে তপস্যাসক্ত হইয়াছিলেন? তাহা আমাকে বলিয়া বাধিত করুন। পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! উহাঁদিগের পিতা মহাত্মা প্রাচীনবর্হিঃ, প্রথমতঃ ইহাঁদিগকে স্ত্রী পরিগ্রহ পূর্ব্বক সন্তানোৎপাদনার্থ আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন হে পুত্রগণ! দেবদেব ব্রহ্মা আমাকে প্রজাসংবর্দ্ধনের নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহাকে করিব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলাম। অতএব তোমরা অতন্দ্রিত হইয়া আমার প্রীতির নিমিত্ত প্রজা বৃদ্ধি কর। পুত্রগণ! লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞা সর্ব্বথা আমাদিগের পালন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর রাজকুমারেরা পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! যে উপায় দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, অতএব আপনি আমাদিগকে তাহা বিশেষ করিয়া বলুন। মহাত্মা প্রাচীনবর্হি কহিলেন, বৎসগণ! তোমরা পরাৎপর ব্রহ্ম বরদ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা কর, তিনি অবশ্যই তোমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। মর্ত্ত্যগণ তাঁহার

আরাধনা করিয়াই অভীষ্টলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব যদি তোমরা প্রজাবৃদ্ধির অভিলাষী হও, তবে ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনা কর, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের অভিলাষুক হয়, তাহার ভগবান্ পুরুষোত্তম অনাদি ব্রহ্ম নারায়ণের আরাধনা করা কর্ত্তব্য, ভগবান্ ব্রহ্মা যাঁহার আরাধনা করিয়া সকলের আদিতে সৃষ্টি করিতে পারগ হইয়া ছিলেন, সেই দেবদেব অচ্যুতের আরাধনা করিলে তোমাদিগের সন্তান বৃদ্ধি হইবে। পিতার সেই সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে দশ প্রচেতা সাগর জলে মগ্ন হইয়া সমাহিতচিত্তে তপস্যা করিতে লাগিলেন তাঁহারা ক্রমাগত দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বাশ্রয় ভগবান্ নারায়ণের প্রতি মনঃ সমাধান করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরির স্তুতি করিলে সাধকের যত্ন বিফল হয় না। সর্ব্বান্তর্য্যামী নারায়ণ তাঁহার অভিলষিত পূর্ণ করিয়া থাকেন।

মৈত্রেয় কহিলেন হে মুনে, মহাত্মা প্রচেতোগণ সাগর গর্ভে সংস্থিত হইয়া বহুকাল, নারায়ণের কিরূপ স্তুতি করিয়া ছিলেন, আপনি আমার নিকট তাহা সবিস্তার বর্ণন করুন। পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! প্রচেতোগণ যেপ্রকারে ভগবান্ গোবিন্দের স্তব করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর।

প্রচেতোগণ কহিয়াছিলেন, যিনি সমুদায় বাক্যের একমাত্র নিত্য অধিষ্ঠান ভূমি, আদি ব্রহ্ম অশেষ জগতের অতীত সেই পরমেশ্বর গোবিন্দকে নমস্কার করি। যিনি চিদ্রূপাত্মক অনুপম আদি জ্যোতিঃ, যিনি ভেদবিবর্জ্জিত, ও অবধি শূন্য, যিনি স্থাবরাস্থাবরাত্মক অনন্তবিশ্বেরও উৎপত্তি স্থান, যে নিরাকার ব্রহ্মের মুখ্য মূর্ত্তি দিন, রাত্রি ও সন্ধ্যাকাল, কালাত্মা সেই ভগবান নারায়ণকে নমস্কার করি। দেবতা ও পিতৃগণ অনুদিন যে সকল অমৃতময় জীবনদায়িনী ওষধি ভোজন করিয়া থাকেন, সেই ওষধিগত অমৃতের আকর চন্দ্র স্থানীয় পরাৎপর গোবিন্দকে নমস্কার করি, যিনি মহান্ সূর্য্য রূপে খরতর রশ্মি জাল বিস্তারপুরঃসর নভস্তল বিদ্যোতিত করিয়া অন্ধকার দূর ও শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছেন, সূর্য্যাত্মক সেই গোবিন্দকে নমস্কার করি। যে সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ জনার্দ্দন, শব্দাদি পঞ্চ পদার্থের সংশ্রয় এবং যিনি ভূমি রূপে কাঠিন্য দ্বারা অশেষ চরাচর ধারণ করিতেছেন, যিনি নিখিল জগৎ ও সর্ব্বদেহীর এক মাত্র নিদান, তোয়রূপী সেই নারায়ণকে নমস্কার। যিনি মুখ স্বরূপ অগ্নিমূর্ত্তিতে দেবতা ও পিতৃ-

গণের হব্য কব্যের ভোগ করিয়া থাকেন, পাবকরূপী সেই ভগবানকে নমস্কার করি। যে নারায়ণ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু মূর্ত্তিতে শরীরিগণের দেহে অবস্থিতি পূর্ব্বক অহরহঃ চেষ্টা বিধান করিতেছেন, আকাশযোনি বায়ুরূপী সেই নারায়ণকে নমস্কার। যিনি অনন্ত আকাশ রূপে অনন্ত জীবের অবকাশ প্রদান করিতেছেন, অনন্ত আকাশরূপী সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করি। যিনি চক্ষুঃশ্রোত্রাদি একাদশ ইন্দ্রিয়ের আলম্বন অর্থাৎ বিষয়ীভূত (গ্রাহ্য পদার্থ). রূপরসগন্ধ শব্দ ও স্পর্শাত্মক সেই নারায়ণকে নমস্কার করি। যিনি স্থূলশরীরাবচ্ছেদে ক্ষয় অর্থাৎ বিনশ্বর ও লিঙ্গশরীরাবচ্ছেদে অক্ষয় অর্থাৎ নিত্য এবং যিনি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপে রূপরসাদি বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকল গ্রহণ করিতেছেন, শব্দাদি বিষয় জ্ঞানের নিদান সেই নারায়ণকে নমস্কার করি। যে ভগবান্ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় গৃহীত অর্থ সকল আত্মার গোচরীভূত করিয়া দেন, অন্তঃকরণরূপী বিশ্বাত্মা সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যিনি অনন্ত, যাঁহাতে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় কালে লীন হয় ও যাঁহা হইতে কল্প প্রারম্ভে উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং যিনি রুদ্র রূপে সমুদায়ের সংহার বিধান করেন, প্রকৃতি ধর্ম্মাত্মক সেই নারায়ণকে নমস্কার। যিনি শুদ্ধ ও নিষ্কল পরব্রহ্ম, যিনি, সত্ত্বাদিগুণত্রিতয়ের অতীত হইয়াও ভ্রান্তি দৃষ্টিতে সগুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, জীবাত্মরূপী সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি। যিনি নির্ব্বিকার জন্মরহিত শুদ্ধ স্বভাব, নির্গুণ নিরঞ্জন, বিষ্ণুর পরম পদ সেই পরম ব্রহ্মকে প্রণাম করি। যিনি না দীর্ঘ, না হ্রস্ব, যিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, পরন্তু সর্ব্বথা ইয়ত্তাশূন্য, যিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতনু, সঙ্গরহিত ও জীবেতর পরব্রহ্ম, যিনি অনাকাশ, অগন্ধ, অস্পর্শ ও রূপরসাদিবর্জ্জিত, যিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র অচল, অবাক্, অঘ্রাণ, ও মানস বিবর্জ্জিত, যিনি অনাম, অগোত্র, সুখপরিশূন্য অতেজস্ক ও হেতু বিবর্জ্জিত, অভয়, ভ্রান্তি রহিত অবস্থাহীন, অজর, অমর, অরজঃ, অশব্দ, অব্যক্ত, অগতি, স্বপ্রকাশ, ও যিনি দিক্‌কাল কৃত পূর্ব্বোত্তর ভেদ বিবর্জ্জিত, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ পরব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি নিরুপাধি, জ্ঞানবৈরাগ্যাদি ষড়্‌গুণসম্পন্ন ও মায়া দ্বারা সর্ব্ব-ভূত হইতে নির্লিপ্ত ও নিরাধার এবং যিনি বাক্য ও প্রত্যক্ষের অগোচর সেই নারায়ণের পরম ব্রহ্ম পরম পদে প্রণত হই। হে মৈত্রেয়, মহাত্মা প্রচেতোগণ মহার্ণবে থাকিয়া এইরূপে একাগ্রচিত্তে দশ সহস্র বর্ষকাল ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রফুল্ল-নীল-পদ্ম-প্রতিম-দিব্য-কলেবর ভগ-

বান্ হরি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিলেন। প্রচেতোগণ, গরুড়বাহন নারায়ণের সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া ভক্তি বিনতবদনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদানার্থ বলিলেন, প্রচেতোগণ! আমি তোমাদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বর দানার্থ সমাগত হইয়াছি, অতএব তোমরা অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তচ্ছ্রবণে তাঁহারা প্রজা বৃদ্ধি বিষয়ক পিত্রাদেশ নিবেদন করিলে, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এবং প্রচেতোগণও সিদ্ধমনোরথ হইয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন।

ইতি প্রথমাংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়। প্রচেতোগণ রাজ্য চিন্তা পরিহার পুরঃসর দশ সহস্র বর্ষ কাল তপস্যাব্রত হইলে কৃষিকর্ম্মাদির অভাবহেতু, পৃথিবী নৈসর্গিক বৃক্ষ সমূহে সমাচ্ছাদিত হইল। এবং শস্যাদির ন্যূনতা প্রযুক্ত পুনরায় প্রজা ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল। অসংখ্য বৃহৎকায় বৃক্ষ গুল্মাদি দ্বারা ক্ষেত্রাদি সমাবৃত হওয়ায়, বায়ু আর যথাযথ প্রবাহিত হইতে পারিল না। এবং উক্ত দশ সহস্র বর্ষ কাল প্রজাগণও আর কৃষ্যাদি করিতে পারগ হইল না। জলনিষ্ক্রান্ত প্রচেতোগণ তদ্দর্শনে নিরতিশয় কোপপরতন্ত্র হইয়া মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নির সৃষ্টি করিলেন। এবং সেই বায়ু দ্বারা বৃক্ষ সকল উৎপাটিত ও শুষ্ক হইলে, উদ্ভূত মহাগ্নি, তাহাদিগকে নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, এবং তাহাতেই বৃক্ষ সকল প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল। অনন্তর বৃক্ষগণের রাজা চন্দ্র, প্রচেতোগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজগণ! আপনারা ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি আপনাদিগের সহিত মহীরুহগণের সন্ধিবন্ধন করিয়া দিব। হে ভূপালগণ! বৃক্ষগণের মারিষা নাম্নী রত্নভূতা এক অতি রূপলাবণ্যবতী গুণশালিনী কন্যা আছেন। ভবিষ্যতে ইনি আপনাদিগের (দশ প্রজাপতির) সহধর্ম্মিণী ও মহাত্মা দক্ষের মাতা হইবেন, ইহা জানিতে পারিয়া আমি ইহাঁকে অমৃতময় রশ্মি দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছি। অতএব হে মহাভাগগণ! আপনারা ইহাঁকে ভার্য্যা রূপে পরিগ্রহ করুন। ইনি নিশ্চয়ই আপনাদিগের

বংশ বিবর্দ্ধন করিবেন। আপনাদিগের ও আমার তেজের অর্দ্ধ দ্বারা ইহাঁ হইতে দক্ষ নামে পরম কৃতবিদ্য এক প্রজাপতি উদ্ভূত হইবেন। মহাত্মা দক্ষ প্রজাপতি আপনাদিগের উগ্রতর তপোবীর্য্য ও আমার সৌম্যতেজে সমুৎপন্ন প্রযুক্ত তিনি ক্রমশঃ প্রজা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

পূর্ব্বকালে কণ্ডু নামে বেদবেদাঙ্গবেত্তা এক মহামুনি ছিলেন, তিনি একদা রমণীয়তম গোমতী তীরে ঘোরতর তপস্যা প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র শঙ্কিত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত সুহাসিনী প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়াদিলেন। তাঁহা দ্বারা মহাত্মা কণ্ডুর সমাধি ভঙ্গ ও অন্তঃকরণ বিকৃত হইয়াছিল। মহর্ষি কণ্ডু তপস্যাবিরত হইয়া মন্দর পর্ব্বতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাহার সহিত সার্দ্ধশত বৎসর কাল বিহার করেন। অনন্তর প্রম্লোচা কহিলেন, মহর্ষে আমি এইক্ষণ অমরাবতীতে যাইতে অভিলাষ করি, অতএব আপনি আমাকে প্রসন্নচিত্তে অনুমতি প্রদান করুন। তচ্ছ্রবণে তদাসক্তচেতাঃ মহর্ষি কণ্ডু কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমাকে বাধা দিতেছি না কিন্তু তুমি আমার নিকট আর কিয়ৎকাল অবস্থিতি কর। কৃশাঙ্গী প্রম্লোচা ঋষি বাক্যে সম্মতা হইয়া পুনর্ব্বায় আরও সার্দ্ধ শতবর্ষ কাল অবস্থিতি করিলেন, তৎপরে তিনি পুনরায় গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে, মহর্ষি কণ্ডুও তাঁহাকে আরও কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি আরও সার্দ্ধশত বর্ষকাল অবস্থিতি পূর্ব্বক মহর্ষির মনোরঞ্জন করিয়া সস্মিত বদনে গমনেচ্ছা জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে মহর্ষিও পুনর্ব্বায় কহিলেন, হে সুভ্রু তুমি গমন করিলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইবে না; অতএব আর ক্ষণকাল বিলম্ব কর। প্রম্লোচাও শাপভয়ে ভীতা হইয়া মহর্ষির বাক্যানুসারে আরও প্রায় দ্বিশত বর্ষকাল অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর প্রম্লোচা পুনঃ পুনঃ গমনেচ্ছা জানাইলে, মহাত্মা কণ্ডু, তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন। স্বভাবদক্ষিণা সেই প্রম্লোচা মহর্ষি কণ্ডুকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। পরন্তু নিয়ত একত্র বাস নিবন্ধন মন্মথাক্রান্তচেতা মহর্ষি কণ্ডুর মনে প্রতি দিন নূতন নূতন প্রেমেরই সঞ্চার হইতে লাগিল। অনন্তর একদা সেই মহামুনি কণ্ডু সহসা দ্রুতপদে গৃহবহির্গত হইতেছেন দেখিয়া প্রম্লোচা কহিলেন, মহর্ষে! আপনি কোথায় যাইতেছেন? তচ্ছ্রবণে কণ্ডু কহিলেন, হে ভদ্রে! দেখিতেছ না দিন অবসান প্রায়? সন্ধ্যা বন্দনা করিতে যাইতেছি; অন্যথা ক্রিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তচ্ছ্রবণে অপ্সরা ঈষদ্ধাস্য

পূর্ব্বক কহিলেন হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষে! অদ্যই কি আপনার দিবা ভাগের অবসান হইয়াছে? হে বিপ্র! এ বহু বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে, এক দিন শেষ হইয়াছে, এরূপ মনে করিবেন না। আপনার কথা শুনিয়া কে না বিস্মিত হইবে? আপনি বহুশত বর্ষকে এক দিন মনে করিতেছেন?

মহর্ষি কণ্ডু কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি এ কি কহিতেছ? এই ত তুমি প্রভাত কালে নদী তীরে সমাগত হইয়াছিলে, তাহার পরেই ত তুমি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছ? তার পরেই ত এই দিবা শেষ হইয়া সায়ংকাল উপস্থিত! হে তন্বি! তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত পরিহাস করিতেছ? তুমি কি ইহা যথার্থ কহিতেছ? প্রম্লোচা কহিলেন, মহর্ষে! আমি প্রত্যূষেই যে আসিয়াছি ইহা মিথ্যা নহে, কিন্তু অদ্য, সেই প্রভাতের এ সন্ধ্যা নহে। তৎপরে প্রায় শত অব্দ অতিবাহিত হইল।

চন্দ্র কহিলেন, হে প্রচেতোগণ! তচ্ছ্রবণে মহর্ষি কণ্ডু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি আমাকে সত্য কহিলে? তোমার সহিত আমি কত কাল বিহার করিয়াছি? প্রম্লোচা কহিলেন, তপোধন! আমি আপনাকে কহিতে বাক্য বলি নাই। যথার্থই এপর্য্যন্ত নয় শত সাত বৎসর ছয় মাস তিন দিবস গত হইয়াছে। মহর্ষি কণ্ডু কহিলেন ভদ্রে! তুমি কি সত্যই বলিতেছ না পরিহাস করিতেছ? আমার ত মনে হইতেছে যে আমি তোমার সহিত কেবল এই এক দিনই অবস্থিতি করিয়াছি। প্রম্লোচা কহিলেন, মহাত্মন্! আমি আপনার নিকট মিথ্যা বলিব ইহা কি আপনি সম্ভব বোধ করিলেন? বিশেষ আপনি যখন অদ্য ক্রিয়ালোপাদির আশঙ্কা প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আমি মিথ্যা বলিব ইহা অসম্ভব।

চন্দ্র কহিলেন, হে রাজকুমারগণ! তচ্ছ্রবণে মহাতপা কণ্ডু নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, হায় আমাকে ধিক্ হায় আমাকে ধিক্ এই রূপে নানা প্রকার আত্ম-ভর্ৎসন করিতে লাগিলেন। তিনি মর্ম্মপীড়িত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায় তপস্যা আমাদিগের সর্ব্বস্ব ধন তাহা সমুদায়ই বিনষ্ট হইল। আমার বিবেক হত হইয়াছে। হায় জগতের চিত্ত ব্যামোহের নিমিত্ত কোন্ ব্যক্তি মায়ারূপিণী এই যোষিদ্গণকে সৃষ্টি করিল! হায় আমি আত্মবশীকরণ দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি, তপোবলই ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহাদি ঊর্ম্মিষট্কের শময়িতা। হায় আমার এই মনোগতি যে কামাসক্তি দ্বারা অপহৃত হইয়াছে তাহাকে ধিক্। তপশ্চর্য্যাদি ব্রত নিয়ম সকল বেদবিদ্যা অবাপ্তির মুখ্য কারণ, হায় আমি নরক গমনের সহকারী কুসংসর্গে নিপতিত

হইয়া তাহাতে বঞ্চিত হইলাম। মহাত্মা কণ্ডু এই রূপে আত্ম নির্ভৎসন করিয়া সম্মুখাসীনা প্রম্লোচাকে কহিলেন,রে পাপীয়সি! তুই ইন্দ্রের আদেশে আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলি, তোর যাহা অভীষ্ট ছিল, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, এইক্ষণ তুই যথায় ইচ্ছা তথায় চলিয়া যা। আমি তোকে ক্রোধ-হুতাশনে ভস্মীভূত করিতে চাহি না। পণ্ডিতেরা, যাহার সহিত সাত পা চলা হয়, তাহাকেও মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তোর সহিত আমি বহুকাল একত্র বাস করিয়াছি,অতএব তোকে অবাধে যাইতে দিলাম। অথবা তোকেই বা আমি দোষ দেই কেন? তোকেই বা আমি ক্রোধ করি কেন? সকল দোষই আমার। আমি যদি জিতেন্দ্রিয় হইব, তবে তুই আমাকে কলুষিত করিতে পারিবি কেন? রে দুষ্টাশয়ে! তুই শক্রনিদেশবর্ত্তিনী হইয়া আমার বহুকাল সঞ্চিত তপোরাশির বিনাশ সাধন করিয়াছিস, অতএব মোহমঞ্জূষা রূপিণী জুগুপ্সিতা (অতি নিন্দিতা) তোকে শতধিক্।

সোম কহিলেন, হে কুমারগণ! মহর্ষিকৃত তিরস্কার শ্রবণে সুমধ্যমা (যুবতী) প্রম্লোচা গলদ্ঘর্ম্ম কলেবর হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিত দেখিয়া মহর্ষি কণ্ডু কহিলেন, রে পাপীয়সি! এখনই আমার আশ্রম হইতে চলিয়া যা। তচ্ছ্রবণে প্রম্লোচা তদীয় আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া আকাশ মার্গে গমন পূর্ব্বক তরুপল্লব দ্বারা স্বেদ মার্জ্জনা করিলেন। তিনি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন পুরঃসর আরক্ত কোমল পল্লব দ্বারা স্বেদ মোচন করিয়াছিলেন। মহর্ষি কণ্ডুর সহিত বিহারে তদীয় গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা তাঁহার দেহ হইতে সরোমাঞ্চ স্বেদরূপে বহির্গত হইয়া গেল। বৃক্ষগণ তাঁহার সেই পরিত্যক্ত গর্ভ ধারণ করিল। এবং উহা বায়ু দ্বারা একত্রীকৃত হইয়া মদীয়রশ্মিদ্বারা অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হে কুমারগণ! বৃক্ষাগ্র গর্ভ হইতে যে কন্যা প্রসূত হয়, তাহার নাম মারিষা বৃক্ষগণ তোমাদিগকে সেই কন্যা প্রদান করিবে, অতএব তোমরা ক্রোধ পরিত্যাগ কর। মারিষা, মহর্ষি কণ্ডু, বৃক্ষগণ, বায়ু, ও আমার এবং অপ্সরা প্রম্লোচার অপত্য স্থানীয়া। এ দিকে মহর্ষি কণ্ডুও তপোরাশির ক্ষয় হেতু পুণ্যোপচয় নিমিত্ত, পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তপস্যার্থ গমন করিলেন। এবং তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একতানমনে ব্রহ্মপার মন্ত্র জপপূর্ব্বক পরব্রহ্ম ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। প্রচেতারা কহিলেন, মহাত্মন্! মহর্ষি কিরূপে ব্রহ্মপার মন্ত্র জপ করিয়া ভগবান্ কেশবের আরাধনা করিয়াছিলেন, উহা আমরা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

চন্দ্র কহিলেন, কুমারগণ! অপার সংসার সাগর তরণী মহাত্মা বিষ্ণু, এই সংসারার্ণবের পরপার। পরমার্থরূপী সেই নারায়ণ শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মনীষিগণের সুখপ্রাপ্য। তিনি জড় জগতের অবধি স্বরূপ ও ইন্দ্রিয়াগোচর নিরুপাধি পরব্রহ্ম। তিনি পার অর্থাৎ ব্রহ্মাদি পালকগণেরও পার অর্থাৎ পালয়িতা। তিনি জগতের মূল কারণ, এবং অন্যান্য অবান্তর কারণ নিচয় তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতির কার্য্য মহত্তত্ব, মহত্তত্বের কার্য্য ভূতপঞ্চ, পঞ্চ ভূতের কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড, তিনি স্বয়ং কার্য্য ও এই সকল কার্য্যের কারণ হইয়াও সমুদায় হইতে নির্লিপ্ত। তিনি কুত্রাপি কর্ত্তা কুত্রাপি বা কর্ম্ম রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি নির্বিকার নির্লিপ্ত পরব্রহ্ম অথচ তিনি চেষ্টী হইয়া প্রভু রূপে জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি নিরাকার নিরাধার পরব্রহ্ম হইয়াও আধেয় ভাবে সর্ব্বভূতে বিরাজমান। তিনি নির্লিপ্ত পরব্রহ্ম হইয়াও স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে প্রজা পালন করিতেছেন। তিনি অচ্যুত অর্থাৎচ্যুতিরহিত অবিনাশী পরব্রহ্ম, তিনি জগদ্ব্যাপী বলিয়া বিষ্ণু, অথচ তাঁহার জন্ম নাই ক্ষয় নাই তিনি অসঙ্গি অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, সেই অব্যয় অজ নিত্য পুরুষোত্তম ব্রহ্ম, যেরূপ রাগাদি দোষ বিবর্জ্জিত, সেইরূপ তিনি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার দোষরাশির অপনয়ন করুন। মহাত্মা কণ্ডু ব্রহ্মপারাখ্য এই মহামন্ত্র জপ দ্বারা ভগবান্ কেশবের আরাধনা করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই মারিষাও পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। ইঁহার কার্য্য গৌরব কীর্ত্তন, তোমাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারক হইবে। হে সত্তমগণ! ইনি পূর্ব্বে অতি সৌভাগ্যশালিনী রাজপত্নী ছিলেন। অপুত্রাবস্থায় বিধবা হইলেন। ইনি ভগবান নারায়ণের স্তব করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। এবং ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি বর প্রার্থনা কর। ইনিও তদনুসারে বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করেন। ইনি কহিয়াছিলেন, হে ভগবান্! বালবৈধব্য প্রযুক্ত আমার জন্ম বৃথা হইয়াছে, আমি এইরূপ জগতে মনুষ্য সংখ্যার অতীত হইয়াছি। অতএব আপনি আমাকে এই বর দান করুন যেন জন্মে জন্মে আমি অতি শ্লাঘ্য পতি সকল লাভ করিতে পারি। আর আপনার প্রসাদে যাহাতে আমার প্রজাপতি তুল্য জগন্মান্য পুত্র লাভ হয় তাহা ও আমার প্রার্থনীয়। হে ভগবন্! আমার ইহাও প্রার্থনীয় যে আমি যেন রূপলাবণ্যসম্পন্না প্রিয়দর্শনা অযোনিসম্ভবা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারি।

সোম কহিলেন, ভগবান্ কেশব, সেই রাজবধূকে তথাস্তু বলিয়া উঠাইয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! পরজন্মে তোমার অতি বীর্য্যশালী প্রখ্যাত নামা দশ সংখ্যক পতিলাভ হইবে, এবং প্রজাপতি গুণোপেত ভূরি পরাক্রম এক মহান্ পুত্রও লাভ করিতে পারিবে। তোমার সেই পুত্র পৃথিবীতে বংশ পতিত্ব লাভ করিবে, তাহার সন্তান পরম্পরাদ্বারা ত্রিলোকী পরিপূরিত হইবে। এবং আমার প্রসাদে তুমি অযোনিসম্ভবা রূপৌদার্য্য সম্পন্না জগতের চিত্তবিনোদিনী ললনা রূপে জন্ম গ্রহণ করিবে ইহা বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন, এবং সেই বরবর্ণিনীও সম্প্রতি মারিষারূপে তোমাদিগের পত্নী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তচ্ছ্রবণে প্রচেতোগণ বৃক্ষগণের প্রতি সঞ্জাত কোপ পরিহার করিয়া মারিষাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মারিষার গর্ভে দশ প্রজাপতির ঔরসে মহামতি দক্ষপ্রজাপতি জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। মহাত্মা দক্ষ, পূর্ব্বে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মা দক্ষ, সৃষ্টির নিমিত্ত লোকপিতামহ ব্রহ্মার আদেশ ক্রমে শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ ও দ্বিপদ, চতুষ্পদাদি ভেদে বহুপুত্র সমুৎপাদন করিলেন। তিনি প্রথমে মনে মনে এই সকল সন্তান সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ ষষ্টি সংখ্যক কন্যা সৃষ্টিকরিলেন। তাহার দশটী কন্যা ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে এবং কাল নির্ণায়িনী নক্ষত্ররূপিণী সপ্তবিংশতিটী কন্যা, ভগবান্ চন্দ্রমাকে পত্নীরূপে প্রদান করিলেন। সেই সকল কন্যার গর্ভে দেব, দৈত্য, নাগ গো, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও দানবগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। হে মৈত্রেয়! তাহার পর হইতেই মানস পুত্র উৎপাদনের রীতি তিরোহিত হইয়া স্ত্রী-পুরুষ সহযোগে সন্তান হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা সাধারণের সন্তান হইত এবং মহাতপা যতিগণ, তপঃ প্রভাবেই সন্তানোৎপাদন করিতে পারিতেন। মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে! আমি শুনিয়াছিলাম, মহাত্মা দক্ষ, পূর্ব্বে ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইক্ষণ আপনি বলিতেছেন, তিনি প্রচেতোগণের ঔরস পুত্র, ইহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে? আমার মনে এই এক ঘোর সংশয় বিদ্যমান রহিয়াছে যে, মারিষা পুত্র দক্ষ চন্দ্রের দৌহিত্র, অথচ তিনিই আবার চন্দ্রের শ্বশুর হইলেন।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশ নিত্যঃ। ইহা ধারাবাহিক রূপে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সামান্য

ব্যক্তিরাই ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকে কিন্তু দিব্য চক্ষুঃ পরমার্থদর্শী মহর্ষিগণ ইহাতে বিমুগ্ধ হয়েন না। এই দক্ষাদি মুনিসত্তমগণ, যুগে যুগেই জন্মগ্রহণ করিতেছেন, ও যুগেই যুগে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহাতে বিদ্বান্ তত্ত্বদর্শীগণ বিমোহিত হয়েন না। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে ইঁহাদিগের বয়ঃক্রমে জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব ছিল না, যিনিই বিশেষ তপঃ প্রভাবশালী হইতেন, তিনিই জ্যেষ্ঠ রূপে গণ্য হইতেন। মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্। সম্প্রতি আপনি আমাকে দেব দানব গন্ধর্ব্ব উরগ, ও রাক্ষসগণের জন্ম বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন। পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বে ভগবান ব্রহ্মা, মহাত্মা দক্ষপ্রজাপতিকে, প্রজা সৃষ্টি করিতে অনুমতি প্রদান করিলে, তিনি যে যে রূপে প্রজা সৃজন করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে তাহা, যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতেছি।

মহাত্মা দক্ষ, প্রথমে দেবতা ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও উরগাদি মানস প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া যখন দেখিলেন, তাঁহারা সন্তানোৎপাদন দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি করিলেন না, তখন তিনি পুনরায় সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন, এবং স্ত্রী পুরুষ সহযোগে সন্তানোৎপাদনের রীতি প্রবর্ত্তিত করিলেন। তদনুসারে তিনি স্বয়ংই, প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বীরণের কন্যা তপঃস্বাধ্যায়শালিনী লোকধারিণী মহাশক্তি অসিক্লীর পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে মহাত্মা দক্ষ প্রজাপতির সৃষ্টি রক্ষোপযোগী সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্রগণকে প্রজাগণের সৃষ্টি-ইচ্ছুক দেখিয়া দেবর্ষি নারদ সমাগত হইয়া কহিলেন।

হে মহাবীর্য্য হর্য্যশ্বগণ! তোমাদিগের আকার দর্শনে বোধ হইতেছে, তোমরা প্রজা বৃদ্ধি করিবে, অতএব তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমরা পৃথিবীর ঊর্দ্ধ অধঃ মধ্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অতএব তোমরা কি রূপে প্রজা সৃষ্টি করিবে? তোমরা ঊর্দ্ধ অর্থাৎ প্রলয়ানন্তর বৃত্তান্ত, অধঃ অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত, তির্য্যক্ অর্থাৎ অবান্তর ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহ, তখন তোমরা কি রূপে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ সৃষ্ট্যাদির বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে? তোমরা অগ্রে অভিজ্ঞতা লাভ কর, পরে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তচ্ছু বণে, দক্ষপুত্র গণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিলেন। সমুদ্রগামিনী নদীর ন্যায় আর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না।

হর্য্যশ্ব পুত্রগণ, পলায়ন করিলে, মহাত্মা দক্ষ প্রজাপতি, স্বীয় পত্নী বৈর-

নীর গর্ভে পুনরায় সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা শবলাশ্ব নামে খ্যাত ছিলেন। অনন্তর দেবর্ষি নারদ, পুনরায় সমাগত হইয়া পূর্ব্ববৎ উপদেশ প্রদান করিলে, তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অহে ভ্রাতৃগণ! দেবর্ষি নারদ যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। আমাদিগেরও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের অবলম্বিত পথে গমন করা কর্ত্তব্য। আমরা অগ্রে পৃথিবীর পরিমাণাদি জানিয়া পরিশেষে লোক সংগ্রহার্থ প্রজা সৃষ্টি করিব। ইহা বলিয়া তাঁহারাও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চলিয়া গেলেন; কিন্তু আর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। যেহেতু তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হে ব্রহ্মন্! অনুদ্দিষ্ট ভ্রাতার উদ্দেশে যাইয়া অন্য ভ্রাতাও অনুদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত জ্ঞানীরা সেই হইতে আর এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। মহাত্মা দক্ষপ্রজাপতি, কনিষ্ঠ সন্তানদিগকেও জ্যেষ্ঠ সন্তানগণের ন্যায় অদৃশ্য ও অনুদ্দিষ্ট হইতে দেখিয়া নিরতিশয় কোপপরতন্ত্র হইলেন, এবং দেবর্ষি নারদকে ইহার নিদান জানিয়া তাঁহার প্রতি এই অভিসম্পাত করিলেন, হে নারদ! তুমি আমার পুত্রগণের সংসার ত্যাগের একমাত্র হেতু, অতএব তুমি আমার শাপে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া জঠর যন্ত্রণা ভোগ কর। অনন্তর মহামতি দক্ষ, প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত ষষ্টি সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহা আমরা গুরু পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছিলাম। ভগবান্ ধর্ম্ম, উহার দশটী, মহাত্মা কশ্যপ ত্রয়োদশটী, সুধাকর চন্দ্র সপ্তবিংশতিটী; অরিষ্টনেমী চারিটী, বহুপুত্র দুইটী, আঙ্গিরস (বৃহস্পতি) দুইটী ও বিদ্বৎকুল-শ্রেষ্ঠ কৃশাশ্ব, উহার অবশিষ্ট দুইটীর পাণিগ্রহণ করেন। আমি এই কন্যাগণের নাম, যথাক্রমে বলিতেছি।

অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সংকল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা। এই দশ ভগিনী, মহাত্মা ধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী। ইহাঁদিগের মধ্যে বিশ্বার গর্ভে বিশ্বেদেবা, সাধ্যার গর্ভে সাধ্য দেবতাগণ, মরুত্বতীর গর্ভে মরুদ্‌গণ, বসুর গর্ভে অষ্টবসু, ভানুর গর্ভে ভানবগণ, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্তজগণ লম্বার গর্ভে ঘোষাখ্য দেবগণ, যামীর গর্ভে নাগবীথীগণ এবং ধরাতল সংস্থিত সমগ্র দ্রব্যজাত, মহামতি অরুন্ধতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এবং সপ্তম কন্যা সংকল্পার গর্ভে যে সকল সন্তান প্রসূত হয়েন, তাঁহাদিগের নাম সঙ্কল্প। তাঁহারা বসুগণ অপেক্ষাও নিরতিশয় বলবান্ ও তীব্রজ্যোতি অগ্নি হইতেও অগ্রগণ্য ছিলেন। হে দ্বিজ। তোমাকে যে অষ্ট বসুর কথা বলিয়াছি, উহাঁদিগের সবিস্তার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। উহাঁদিগের নাম যথা-

ক্রমে আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, ও প্রভাস। আপের পুত্রের নাম বৈতণ্ড্য, শ্রম, শান্ত ও ধ্বনি। ধ্রুবের পুত্র ভগবান লোক-সংহর্ত্তা কাল। ভগবান্ চন্দ্রের পুত্রের নাম ভগবান্ বর্চ্চাঃ, তিনি পিতার ন্যায় বর্চস্বী অর্থাৎ কান্তিমান্ ছিলেন। মহাত্মা ধরের ভার্য্যা মনোহরা, তাঁহার গর্ভে দ্রবিণ, হুতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ নামে পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। অনিলের ভার্য্যার নাম শিবা, শিবার গর্ভে ভগবান্ অনিলের মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান্ অগ্নির চারি পুত্র,কুমার,শাখ,বিশাখ ও নৈগমেয়। তন্মধ্যে শরবনজাত মহাত্মা কুমার কৃত্তিকাগণের স্তন্যপানহেতু সর্ব্বত্র কার্ত্তিকেয় নামে সমাখ্যাত। মহাত্মা প্রত্যূষের পুত্র মহর্ষি দেবল। মহর্ষি দেবলের ক্ষমাবান ও অতিমনস্বী দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সুরাচার্য্য বৃহস্পতির ভগিনী, কামবৈরিণী ও পরম যোগসিদ্ধা ছিলেন; তিনি একাকিনী সমুদয় জগৎ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অষ্টম বসু মহামনা প্রভাস, ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিলে, ইহাঁর গর্ভে প্রজাপতি-কল্প মহাত্মা বিশ্বামিত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিদশগণের সমগ্র শিল্প, অলঙ্কার, ও ব্যোমযান এবং অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় বিষয়েরই নির্ম্মাতা। পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিও তাঁহার সেই উদ্ভাবিত শিল্পাদির অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা, ও রুদ্র নামে তাঁহার বীর্য্যবান্ চারিটী পুত্র জন্মে। মহাত্মা ত্বষ্টার পুত্র মহাতপা বিশ্বরূপ। মহামতি বিশ্বকর্ম্মার চতুর্থ পুত্র রুদ্র,—হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ,শর্ব্ব ও কপালী এই একাদশ রুদ্র নামে কীর্ত্তিত। ইহাঁরা সকলেই পৃথিবীর ঈশ্বর এবং শাস্ত্রে ইহাঁদিগের শতশঃ ভেদ বর্ণিত আছে।

অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি, এই ত্রয়োদশ জন, মহাত্মা কশ্যপের ধর্ম্মপত্নী। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমাকে ইহাঁদের সন্তানগণের বিষয় বলিতেছি। পূর্ব্ব মন্বন্তরে (চাক্ষুষমন্বন্তরে) তুষিত নামক দেবগণ, জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, সকলে মিলিত হইয়া পরস্পর বলিয়াছিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! এস আমরা অদিতি দেবীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া(বৈবস্বত মন্বন্তরে) প্রসূত হইব, তাহাতে আমাদিগের মহৎ শ্রেয়ঃ সংঘটিত হইবে। ইহা বলিয়া তাঁহারা বৈবস্বত মন্বন্তরে মরীচি পুত্র মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা কশ্যপ ও মহাদেবী

অদিতি হইতেই ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্র, ও অর্য্যমা (সূর্য্য), ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ এবং ভগ এই অতিতেজা দ্বাদশ আদিত্য উদ্ভূত হইলেন। এই দ্বাদশ আদিত্যই চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিতাখ্য দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত ছিলেন। ভগবান্ চন্দ্রের সপ্তবিংশতি সংখ্যক পত্নী। উহাঁদিগের গর্ভে যে সকল পুত্র উদ্ভূত হয়েন, তাঁহারা অতি তেজস্বান্ ও রূপলাবণ্যসম্পন্ন ছিলেন। অরিষ্টনেমীর পত্নীগণের গর্ভে ষোড়শ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। কৃতবিদ্য মহাত্মা বহুপুত্রের কপিলা প্রভৃতি চারিটী সন্তান জন্মে, উহারা বিদ্যুৎ বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত। মহর্ষি আঙ্গিরসের পঞ্চত্রিংশৎপুত্র। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ঋক্‌সমূহের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাস্থানীয় বলিয়া ব্রহ্মর্ষিগণের সৎকারার্হ। মহাত্মা দেবর্ষি কৃশাশ্বের বহুপুত্র জন্মে, তাঁহারা দেবগণের প্রহরণ (অস্ত্রশস্ত্র) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রহরণ নামে বিখ্যাত। ইহাঁরা সহস্র যুগ অন্তে (কল্পান্তে) লীন হইয়া পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, ইচ্ছামাত্র সঞ্জাত এই দেবগণের পরিমাণ ত্রয়স্ত্রিংশৎ। যথা অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এবং শ্রুতুক্ত প্রজাপতি বষট্‌কার। হে মৈত্রেয়! যে প্রকার উদয় ও অস্ত দ্বারা একই সূর্য্য পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট হইতেছে, সেই প্রকার উল্লিখিত দেবগণেরও কোন নূতন সৃষ্টি হইতেছেনা। যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার পরবর্ত্তি যুগসমূহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সমুদ্ভূত হইয়া স্বতন্ত্র নামে আখ্যাত হয়েন। হে মৈত্রেয়! দেবগণ এই প্রকারে যুগে যুগে উৎপন্ন ও অন্তর্হিত হইতেছেন। আমি শুনিয়াছি, মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে ভীমপরাক্রম দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, উহাদের একের নাম হিরণ্যকশিপু অপরের নাম হিরণ্যাক্ষ ছিল। দিতির কন্যার নাম সিংহিকা, মহাসুর দৈত্যরাজ বিপ্রচিত্তি, তাঁহার পাণি পীড়ন করেন। দৈত্যরাজ হিরণ্য কশিপুর মহাবল পরাক্রান্ত চারিটী বংশবিবর্দ্ধন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উহাঁদিগের নাম অনুহ্লাদ' হ্লাদ, সংহ্লাদ ও প্রহ্লাদ। তন্মধ্যে প্রহ্লাদ নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী জিতেন্দ্রিয়, ও ভগবান্ জনার্দ্দনের প্রতি অতীব ভক্তিমান্ ছিলেন। হে মৈত্রেয়! মহারাজ হিরণ্যকশিপু, নিতান্ত বিষ্ণুবিদ্বেষ্টা ছিলেন, সুতরাং প্রহ্লাদকে সেই বিষ্ণুরই উপাসনা করিতে দেখিয়া ঘোরতর অমর্ষ প্রযুক্ত তাঁহাকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই অগ্নি, বাসুদেবাসক্তচিত্ত প্রহ্লাদের কিছুই করিতে পারিল না। প্রহ্লাদ, অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলেন না দেখিয়া তৎপিতা হিরণ্যকশিপু, তাঁহাকে পাশবদ্ধ করিয়া

মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, তাহাতে সমুদায় পৃথিবী বেগে চালিত হইলেও, মহাত্মা প্রহ্লাদের অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়া ছিল না। অনন্তর তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত দৈত্যগণ, তাঁহার দেহে অবিরত নিশিত অস্ত্র শস্ত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু অচ্যুতচিন্তাপরায়ণ প্রহ্লাদের শরীরে কোনও আঘাতই লাগিল না। অতঃপর দৈত্যগণ তাঁহাকে নিহত করিবার নিমিত্ত ভীষণতর তীব্র বিষ সর্পগণের মুখে নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মৃত্যু না হওয়ায় তাহারা তাঁহার বক্ষে শিলা খণ্ড সকল চাপাইয়া দিল, কিন্তু তিনি সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের ধ্যানমাহাত্ম্যে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লিষ্ট হইলেন না। অনন্তর দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন,কিন্তু তাহাতে পৃথ্বীদেবী তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। অতঃপর দৈত্যগণ তাঁহার দেহে সংশোষক বায়ু যোজিত করিয়া দিল, তিনিও হৃদয়স্থ ভগবান্ মধুসূদনের স্মরণমাত্রে তাহা বিতথ করিয়া দিলেন। দৈত্যপ্রণোদিত দিগ্‌গজগণ তাঁহার বক্ষে দন্ত প্রহার করিয়া, ভগ্নদন্ত ও মদশূন্য হইয়া নিবৃত্ত হইল। দৈত্য-পুরোহিতগণ তাঁহার বধার্থে মারণোচ্চাটনাদি অভিচার প্রয়োগ করিয়া বিতথচেষ্ট হইয়া গেল। মায়াকুশল মহাসুর শম্বর বহুধা মায়া বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্রে তাহা নিষ্ফল হইয়া গেল। অনন্তর পাচকগণ, অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিলে, মহাত্মা প্রহ্লাদ তাহা সহজেই জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তিনি ধার্ম্মিক ও সত্য শৌচাদি পবিত্র গুণনিচয়ের একমাত্র আকর স্বরূপ ছিলেন। তিনি এতদূর সাধুছিলেন যে সকলে তাঁহাকে সাধুগণের উপমা বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন।

ইতি প্রথমাংশে পঞ্চদশাধ্যায়।

ষোড়শাধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনে! আপনি আমার নিকট উত্তানপাদাদি মানব-[illegible]ণের বংশবৃত্তান্ত ও ভগবান্ নারায়ণ যে, এই জগতের কারণ, তাহাও আমাকে [illegible]য়াছেন। কিন্তু আপনি,এই যে দৈত্যসত্তম প্রহ্লাদের কথা বলিলেন যে তিনি [illegible]য়া দগ্ধ অথবা অস্ত্রাহত হইয়াও জীবিত রহিয়াছিলেন, তাঁহাকে বন্ধন [illegible] সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিলেও তিনি কোন ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না;

পরন্তু তাঁহার অঙ্গবিক্ষেপ দ্বারা বসুধাদেবী বিক্ষোভিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে বৃহদাকার পাষাণ খণ্ড চাপাইয়া দিলেও তিনি অক্ষত শরীরে জীবিত ছিলেন, এবং আপনি বলিলেন যে সেই প্রহ্লাদ পরম বৈষ্ণব ধীমান্ ও মহাত্মা ছিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপনার নিকট তাঁহার চরিত্র বিবরণ শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে ব্রহ্মন্! দৈত্যগণ কি কারণে তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল? কি নিমিত্তই বা তিনি সমুদ্র জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার বক্ষে পাষাণ চাপাইবার কারণ কি? কি কারণে তাঁহাকে সর্প দ্বারা দংশন করান হইয়াছিল? কি কারণেই বা তিনি পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে ভূমিতলে অথবা প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার দেহে দিগ্‌গজগণ, কি কারণে দন্ত প্রহার করিয়াছিল? এবং কি নিমিত্তইবা তাঁহার দেহে সংশোষক বায়ু যোজিত হইয়াছিল? দৈত্য গুরুগণ কি কারণে, তাঁহার প্রতি অভিচারাদির প্রযোগ করিয়াছিল? কি কারণেইবা মায়াকুশল শম্বরাসুর,তাঁহার প্রতি মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল? কি কারণেইবা সূপকারগণ, তাঁহাকে প্রাণ বিনাশক কালকূট বিষ মিশ্রিত অন্ন প্রদান করিয়াছিল? আপনি আমাকে তৎসমুদয় বলিয়া আমার বুভুৎসা নিবৃত্তি করুন। হে মহাত্মন্! মহাত্মা প্রহ্লাদ যে দৈত্যগণের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন নাই, ইহা বিচিত্র নহে, আমি তজ্জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইতেছি না, যেহেতু যিনি একমাত্র গোবিন্দের প্রতি আসক্ত, তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি বিনষ্ট করিতে পারে? হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা প্রহ্লাদ, পরম ধার্ম্মিক ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তবে কি নিমিত্ত তদীয় আত্মীয় স্বজনেরাই তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। নিতান্ত দুরাচার শত্রুগণও কোনও সাধুর প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে ইচ্ছুক হয় না, কিন্তু দৈত্যরাজ স্বকীয় সাধু পুত্রের প্রতিই কেন এত নৃশংস আচরণ করিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আপনি আমার নিকট তাহা ও দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর চরিত্র বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।

ইতি প্রথমাংশে ষোড়শাধ্যায়।

সপ্তদশাধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! আমি তোমার নিকট উদারচেতা মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কশ্যপপত্নী দিতির গর্ভে ভীম পরাক্রম দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তপঃপ্রভাবে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সাধারণের অবধ্যবরলাভে নিতান্তই দর্পিত হইয়া সমগ্র ধরাতল আপনার বশে আনিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ও সূর্য্যের সূর্য্যত্ব স্বয়ংই গ্রহণ করেন। বায়ু, অগ্নি, বরুণ ও চন্দ্র কাহারই আর স্বস্ব পদের কর্ত্তৃত্ব রহিল না, দৈত্যরাজ, তাহা আপনার হস্তে লইলেন। তিনিই ধনাধিপতি কুবের ও মৃত্যুপতি যমের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া জগৎ শাসন করিতে লাগিলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইলেন, এবং সমগ্র যজ্ঞভাগ, তিনি স্বয়ংই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয়ে দেবগণ, অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ত্রৈলোক্যের অধিপতি হিরণ্যকশিপু, সর্ব্বত্র বিজয়লাভে নিরতিশয় গর্ব্বিত হইয়া পৃথিবীকে নিঃসপত্ন জ্ঞানে নিয়ত আমোদ প্রমোদ ও ভোগ বিলাসে রত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীতাদি দ্বারা নিয়ত তাঁহার প্রীতিবিধান করিতে লাগিলেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিয়ত মদিরা পানে আসক্ত হইলেন এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বাদ্য গীত সম্পাদন ও জয় শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে সতত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। মহাসুর হিরণ্যকশিপু স্ফাটিক প্রস্তর গ্রথিত সুরম্য প্রাসাদে অবস্থিতি পূর্ব্বক মদ্যপান করিতেন, অপ্সরাগণ তাঁহার পুরোভাগে নৃত্য করিত। তাঁহার চতুর্থ পুত্রের নাম মহাত্মা প্রহ্লাদ; তিনি পিতৃ নিদেশানুসারে গুরু গৃহে অবস্থিতি পূর্ব্বক বালকগণের পাঠ্য গ্রন্থাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা সেই ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ শিক্ষা গুরুর সহিত পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন, তদীয় পিতা মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ভক্তিবিনতশিরে পিতৃচরণে প্রণাম করিলে, দৈত্যরাজ, তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! তুমি এপর্য্যন্ত যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাহা আমি জানিতে ইচ্ছুক, অতএব তোমার পঠিত কোনও উত্তম বিষয় আবৃত্তি কর। তদনুসারে মহাত্মা প্রহ্লাদ কহিলেন, হে পিতঃ! আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছি আমার হৃদয়স্থ সেই সকল বিষয় বলিতেছি, আপনি সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

যিনি আদি মধ্য ও অন্ত রহিত, যাঁহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, যিনি সকল কারণের একমাত্র মূলকারণ, সেই জগদনুশাস্তা অচ্যুতকে নমস্কার করি।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! এতচ্ছ্রবণে, দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপু

কোপসংরক্তলোচনে কম্পিতঅধরে প্রহ্লাদের শিক্ষকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ওরে ব্রাহ্মণাধম! তুই আমার অবজ্ঞার নিমিত্ত আমার বালককে আমারই বিপক্ষের স্তুতি বাক্য অভ্যাস করাইয়াছিস্? গুরু কহিলেন মহারাজ! আপনি অকারণ কোপিত হইবেন না। আমি আপনার বালককে কখনই এই কুশিক্ষা প্রদান করি নাই। হিরণ্যকশিপু কহিলেন, বৎস! প্রহ্লাদ! তোমার গুরু কহিতেছেন, তিনি তোমাকে এ শিক্ষা প্রদান করেন নাই। তবে ইহা কোথায় শিক্ষা করিলে? প্রহ্লাদ কহিলেন পিতঃ! এই অশেষ জগতের এক মাত্র শাস্তা মদীয় হৃদয় স্থিত ভগবান্ বিষ্ণুই আমার উপদেষ্টা, তিনি ভিন্ন এ জগতে আর কে জ্ঞানোপদেশ করিতে পারে? হিরণ্যকশিপু কহিলেন, ওরে নির্ব্বোধ! তুই পুনঃ পুনঃ যে বিষ্ণুর নাম করিতেছিস্ সে কে? আমি এই ত্রিজগতীর এক মাত্র ঈশ্বর, আমার উপরে আবার কে প্রভু আছে? প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! যিনি শব্দের অগোচর, যোগিগণ ধ্যানযোগে যাঁহার পরম পদ চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি স্বয়ং বিশ্বাত্মক ও যাহা হইতে এই নিখিল বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি সকলের পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বত্র বিষ্ণু বলিয়া বিশ্রুত। হিরণ্য কশিপু কহিলেন, ওরে অজ্ঞান! আমি থাকিতে আবার অন্য পরমেশ্বর কে আছে? তুই মৃত্যু কামনা করিয়াই কি পুনঃ পুনঃ আমার সমক্ষে এই অবজ্ঞা জনক অলীক কথা বলিতেছিস্? প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! সেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু, কেবল যে আমারই প্রভু, তাহা নহে, তিনি সমুদায় বিশ্বস্থ সমগ্র প্রাণিগণের ও আপনারও এক মাত্র প্রভু। তিনিই ধাতা ও জগতের এক মাত্র বিধানকর্ত্তা। হে পিতঃ! আপনি প্রসন্ন হউন ও কোপ পরিহার করুন। হিরণ্যকশিপু কহিলেন, ওঃ কোন্ পাপিষ্ঠ এই মন্দবুদ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল? যাহার প্ররোচনায় এ, আমার সমক্ষেই এইরূপ অসাধু বাক্য সকল উচ্চারণ করিতেছে। প্রহ্লাদ কহিলেন, তাত! সেই বিষ্ণু যে কেবল আমার হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুনিচয়েই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কি আমি, কি আপনি, কি ভবাদৃশ অন্যান্য মহাত্মগণ, তিনি সকলেরই হৃদয়ে থাকিয়া সকলকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। হিরণ্যকশিপু কহিলেন, ওরে অনুচরগণ! তোরা এখনই এই দুষ্ট বালককে এস্থান হইতে বাহির করিয়া গুরুগৃহে লইয়া শিয়া শাসন কর। এ দুর্ম্মতিকে কোন্ দুরাচার, আমার বিপক্ষের স্তুতি করিতে শিক্ষা দিল?

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তচ্ছ্রবণে দৈত্যগণ, প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে লইয়া গিয়া আপনাদিগের অভিমত বিদ্যা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিল।

অনন্তর বহুকাল গত হইলে, মহারাজ হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদকে পুনরায় আহ্বান করাইয়া রাজসভায় লইয়া গেলেন এবং কহিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! তুমি তোমার অধীত গ্রন্থ হইতে কোনও গাথা গান কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, যাঁহা হইতে প্রকৃতি পুরুষ ও এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। যিনি সকলেরই এক মাত্র কারণ, সেই ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহারাজ হিরণ্যকশিপু মনে করিয়াছিলেন, হয়ত এত দিনে প্রহ্লাদের দুর্ব্বুদ্ধি দূরীভূত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিপরীতভাব দর্শনে নিতান্তই কোপাবিষ্ট হইলেন এবং ক্রোধভরে কহিলেন, ওরে অনুচরগণ! তোরা এখনই এই দুরাত্মাকে বিনাশ কর। ইহার বাঁচিয়া থাকায় কোনও ফল নাই। এ অতি কুলাঙ্গার, ইহার আত্ম পর বোধ নাই। অন্যথা আমার বিপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করিবে কেন?

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! এই রাজাদেশ শ্রবণে দৈত্যগণ মহাস্ত্র সকল উদ্যত করিয়া মহাত্মা প্রহ্লাদের বিনাশে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে প্রহ্লাদ কহিলেন, হে অনুচরগণ! ভগবান্ বিষ্ণু তোমাদিগের শরীরে, অস্ত্রে ও আমার এই দেহে অবস্থিত রহিয়াছেন, সুতরাং তোমাদিগের এই অস্ত্রকলাপ আমার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! অনন্তর দৈত্যগণ মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহে শত শত অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হইলেন না। পরন্তু ক্ষণ মাত্রেই আহত স্থান সকল পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হইয়া গেল। তদ্দর্শনে হিরণ্য কশিপু কহিলেন, ওরে অজ্ঞান! তুই এখনও তোর দুর্ম্মতি হইতে নিবৃত্ত হ, তুই আর আমার বিপক্ষ পক্ষ সমর্থন করিস্ না, আমি তোকে অভয় দান করিতেছি। আর তুই মোহের বশীভূত হইস্ না। প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! যিনি ভীত জনের ভয়াপহারী, সেই অনন্তরূপী ভগবান্ বিষ্ণু আমার হৃদয়ে থাকিতে, আমি আর কাহাকে ভয় করি? হে তাত! তাঁহার স্মরণ মাত্রেই জন্ম ও জরা সমুদ্ভূত সমুদয় ভয়ের অপনয়ন হইয়া থাকে। হিরণ্যকশিপু কহিলেন, অহে সর্পগণ, অহে সর্পগণ! তোমরা এখনই এই দুরাচারকে বিষজ্বালা সমুজ্জ্বল বক্ত্রপরম্পরাদ্বারা দংশন করিয়া যম সদনে লইয়া যাও।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! এতচ্ছ্রবণে মহাবিষ ভীমদংষ্ট্র তক্ষক

কুহক ও অন্ধক প্রভৃতি সর্পগণ মহাত্মা প্রহ্লাদের সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল। কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণাসক্তচেতা মহাত্মা প্রহ্লাদের কোনও কষ্টই বোধ হইল না। তিনি কোনও বেদনাই বোধ করিলেন না। তখন সর্পগণ কহিল, হে দৈত্যেশ্বর! আপনার পুত্র প্রহ্লাদের অঙ্গে দংশন করাতে আমাদিগের দন্ত সকল বিশীর্ণ, মণি সকল বিচ্যুত, হৃদয় তাপিত ও কম্পিত হইতেছে। আমরা যথাশক্তিই দংশন করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহাঁর শরীরের চর্ম্ম মাত্রও ভেদ করিতে পারিলাম না, অতএব আমরা আর কি করিব আদেশ করুন। তচ্ছ্রবণে হিরণ্যকশিপু কহিলেন, অহে দিগ্‌গজগণ! তোমরা দন্ত পরম্পরা দ্বারা এখনই এই পাপিষ্ঠকে বিনাশ কর। এ আমার পুত্র বলিয়া তোমরা ইতস্ততঃ করিও না। অরণি (শুষ্ককাষ্ঠ বিশেষ) সম্ভূত অগ্নি, যেমন সেই অরণিকেই দগ্ধ করে, এই পাপিষ্ঠ আমার শত্রুকুল বৈষ্ণবগণের প্রণোদিত হইয়া সেই প্রকার আমাকে দগ্ধ করিতেছে। অনন্তর পর্ব্বতপ্রতিম ভীমকায় দিগ্‌গজগণ, মহাত্মা প্রহ্লাদকে ধরণী পৃষ্ঠে পাতিত করিয়া বিশাল দন্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিল। কিন্তু ভগবান্ গোবিন্দের স্মরণ মাত্রে দন্ত সকল বক্ষঃস্থল সংলগ্ন হইয়া সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইল। অনন্তর মহাত্মা প্রহ্লাদ কহিলেন পিতঃ! বজ্রবৎ ভীষণতর এই গজদন্ত সকল যে বিশীর্ণ হইয়া গেল, ইহা আমার শক্তির অতীত। কিন্তু একমাত্র ভগবান্ নারায়ণের সকল বিঘ্নবিনাশন পবিত্রনাম স্মরণের মাহাত্ম্যেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। তচ্ছ্রবণে হিরণ্যকশিপু কহিলেন, হে অনুচরগণ! এখনই তোরা ভীষণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত কর্। বায়ু, তোরা বহিয়া উহা উদ্দীপ্ত করুক্ ও এই পাপাত্মাকে তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেল্। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! দৈত্যানুচরগণ রাজাদেশানুসারে ঘোরতর অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া মহাত্মা প্রহ্লাদকে তাহার মধ্যে ফেলাইয়া দিল। অনন্তর অগ্নিকুণ্ড-নিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদ কহিলেন পিতঃ! বায়ু-সমুদ্দীপিত এই ভীষণ অগ্নি, আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। যেহেতু আমি চারিদিকে সমুদয় স্থল কেবল পদ্মাস্তরণ দ্বারা আচ্ছাদিত শুভ্র বর্ণ দেখিতেছি। অনন্তর মহাত্মা ভার্গবের আত্মজ শণ্ডামর্ক প্রভৃতি বাগ্মী পুরোহিতগণ বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, হে দৈত্যরাজ! দেবগণের প্রতি আপনার যে ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল, তাহা এখন সফল হইয়াছে, যেহেতু তাঁহারা এক্ষণ সকলেই পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। অতএব দেবপক্ষপাতী জানে আপনি আর আপনার শিশুপুত্র প্রহ্লাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না, ইহা হইতে নিবৃত্ত হউন। আপনার প্রহ্লাদ নিশ্চয়ই

শিশু, এখন পর্য্যন্ত ইঁহার আত্মপর বোধের ক্ষমতাই হয় নাই। আমরা অদ্য হইতে এরূপ শিক্ষা বিধান করিব, যাহাতে ইনি বিপক্ষ পক্ষ দেবগণের বিনাশ সাধনে সমর্থ হইতে পারেন। এইক্ষণ ইঁহার প্রতি অতিশয় কোপ প্রকাশ করা আপনার পক্ষে সমীচীন নহে। মহারাজ! আমাদিগের প্রভূত যত্নেও যদি ইনি আপনকার বিপক্ষ হরির পক্ষ পরিত্যাগ না করেন, তবে আমরা অমোঘ অভিচারানুষ্ঠান দ্বারা নিশ্চয়ই ইঁহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিব।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! দৈত্যপুরোহিতগণ এই প্রকার অনুনয় বিনয় করিলে অসুরেশ্বর হিরণ্যকশিপু, মহাত্মা প্রহ্লাদকে ঘাতকদিগের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিতে করিতে অবকাশ সময়ে অন্যান্য দৈত্য-বালকদিগকে হরিভক্তি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি দৈত্য বালকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগকে পরমার্থ তত্ত্ব বলিব, তোমরা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমি যাহা বলিব, তাহাতে আমার কোনও স্বার্থ উদ্দেশ্য নাই। অতএব তোমরা কোনরূপ অন্যথা মনে করিও না। ভ্রাতৃগণ! প্রাণিমাত্রেরই জন্ম বাল্য, যৌবন ও দুরতিক্রম বার্দ্ধক্য দশা আছে। তাহারা কেহই অমর বা চিরস্থায়ী নহে। সকলেই অন্তে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। ইহা আমার স্তোভবাক্য নহে। ইহা তোমাদিগের ও আমাদিগের সকলেরই নয়ন গোচর হইতেছে। মৃতব্যক্তি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীতেই প্রত্যাবৃত্ত হয়, ইহাও আমার দৃঢ়তর বিশ্বাস। যেহেতু যেরূপ উপাদান অভাবে কোনও বস্তু নির্ম্মিত হইতে পারে না, সেইরূপ পূর্ব্বজন্ম ও তজ্জন্ম সম্ভূত পাপ পুণ্যাদি না থাকিলে জন্ম বা ব্যক্তিগত সৌভাগ্যাদির তারতম্য হইতে পারে না। হে ভ্রাতৃগণ আমরা যে গর্ভবাসাদি জনিত ক্লেশ পরম্পরা ভোগ করি, উহারও হেতু একমাত্র পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যাদি। অতএব তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ, এই জন্ম মৃত্যু বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা সকল, নিতান্তই দুঃখজনক। অজ্ঞানেরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীতাতপাদির উপশমকেই সুখ জ্ঞান করিয়া থাকে। কিন্তু উহা নিতান্তই প্রমাদ বিজৃম্ভণা মাত্র, যেহেতু ক্ষুৎতৃষ্ণাদির উদ্রেক, উৎপীড়ন এবং আহার্য্য দ্রব্যাদির উৎপাদন যে বহু ক্লেশকর, তাহা কে না বিদিত আছে? হে ভ্রাতৃগণ! যাহাদিগের শরীর নিতান্তই স্তব্ধ অর্থাৎ জড় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ব্যায়ামাদি কালীন প্রহারও সুখজনক হইয়া থাকে, কিন্তু উহা তাহাদের ভ্রমমাত্র। কামান্ধেরা রমণীগণের চর্ব্বণাঘাতাদিতেও সুখ বোধ করিয়া থাকে, উহাই কি সুখের প্রকৃত লক্ষণ?

অশেষ মলমূত্র শ্লেষ্মাদি সমষ্টিভূত শরীরই বা কোথায়, আর দৈহিক কান্তি সৌকুমার্য্যাদি গুণনিচয়ই বা কোথায়? যাহারা অজ্ঞান তাহারাই মলমূত্র-বাহী ভঙ্গুর শরীরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়, এবং সৌগন্ধ্যাদি দ্বারা তাহার সৌষ্ঠব বিধান করিয়া থাকে। হে ভ্রাতৃগণ! মাংস, অসৃক্ (রক্ত) পূয়, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু মজ্জা ও অস্থিময় এই মানব দেহ, অতি অকিঞ্চিৎকর। যে ব্যক্তি এবংভূত আত্মদেহ বা রমণী দেহের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে, সে নিশ্চয়ই নরকের প্রতি প্রীতিমান্ হইতে পারে। ভ্রাতৃগণ! এই পৃথিবী একান্তই দুঃখময়ী। ইহাতে লেশ মাত্রও সুখ হইবার সম্ভাবনা নাই। সত্য বটে শীত, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা নাশক বলিয়া আমারা (যথাক্রমে) অগ্নি, জল ও অন্নকে সুখ সাধন মনে করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা ভ্রান্তি মাত্র। যেহেতু শীতাদি দ্বারা আমাদিগের স্বভাবের যে অভাব ঘটিয়া থাকে, অন্নাদি দ্বারা তাহারই কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ হয় মাত্র। পুনশ্চ অগ্নি যেরূপ শীত নিবারণ হেতু সুখ-জনক বলিয়া প্রতীত হয়, সেই প্রকার শীতল বারি প্রভৃতিও উত্তাপজনিত ক্লেশের উপশম করিয়া সুখ-জনক হইয়া থাকে, সুতরাং কি সুখজনক কি দুঃখজনক ইহা যথাযথ বুঝিয়া উঠা, সহজ নহে। হে দৈত্যেয়গণ! এ জগতে মায়াই এক মাত্র দুঃখের কারণ; অন্যথা এ আমার পুত্র, এ আমার স্ত্রী, যে পর্য্যন্ত লোকের এবংবিধ মোহ না জন্মে, সে পর্য্যন্ত দুঃখ দ্বারা নিপীড়িত হইবার সম্ভাবনা কি? মানবগণ, যে পর্য্যন্ত পুত্রকলত্রাদি সম্বন্ধে জড়ীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের কোনও ক্লেশ ঘটে না। কিন্তু তাহারা সংসার ক্ষেত্রে আবদ্ধ হইলেই নানা প্রকার শোক তাপে জর্জ্জরীভূত হইয়া থাকে। তখন শোক রূপ কীলক তাহাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অসার করিয়া ফেলে। ভ্রাতৃগণ! সংসারিগণের গৃহে যাহা কিছু থাকুক, তৎসমুদায় সর্ব্বদাই তাহার হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। সে যেখানেই থাকুক, তাহার প্রিয়তম পুত্র কন্যাদি বা অভিলষিত গৃহসামগ্রী সকল নিয়তই তাহার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যায়। এবং উহাদিগের নাশ, দাহ বা অপহরণাদির আশঙ্কা হেতু সে ক্ষণকালের জন্যেও শান্তি সুখ লাভ করিতে পারে না। হে বন্ধুগণ! দেখ মানুষের জন্ম হইলে কত দুঃখ, মৃত্যুতে কত দুঃখ, এবং গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণ সময়েই বা কত ঘোরতর ক্লেশ ঘটিয়া থাকে। তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ, গর্ভবাসেও কি ভয়ানক যন্ত্রণা! আমি দেখিতেছি, সমুদায় জগৎ নিতান্তই দুঃখময়, ইহাতে লেশ মাত্রও সুখ নাই। তথাপি তোমরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া বল, ইহাতে বস্তুতই সুখ

আছে কি না? এই শোক দুঃখের এক মাত্র আস্পদ সংসার সাগরে ভগবান্ নারায়ণই এক মাত্র তরণী; ইহা আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলেই অজ্ঞান বালক মাত্র, সুতরাং আমরা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী নহি, তোমরা এরূপ মনে করিও না। যে নিত্য আত্মা, দেহিরূপে দেহে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি দেহ নহেন এবং জরা যৌবন বা জন্মাদি অবস্থা ভেদেও তিনি বিকৃত হয়েন না। তাঁহার জন্ম নাই ও বিনাশও নাই। সুতরাং আমি বালক, এরূপ জ্ঞান অমূলক মাত্র। আত্মা নিত্য পদার্থ, তাহা বালক বৃদ্ধ কিছুই নহে, চিরকালই জ্ঞানময় ও বিকার শূন্য। ফলতঃ প্রথমেই সংসারবিরক্ত ও তত্ত্বপরায়ণ না হইয়া আমি এই-ক্ষণে বালক, এখন স্বেচ্ছাহার বিহারাদি দ্বারা কালাতিপাত করি, পরে যৌবন কাল সমাগমে শ্রেয়ঃ কার্য্যে মনঃসমাধান করা যাইবে। যুবা হইয়া মনে করিব আমি এইক্ষণ যুবক, আচ্ছা এইক্ষণ ভোগ বিলাসাদি করা যাক, ভবিষ্যতে বৃদ্ধকালে আত্মহিতকর পরমার্থ তত্ত্বের অনুসন্ধান করিব। পুনশ্চ বৃদ্ধ হইয়া ভাবিব আমি এইক্ষণ বৃদ্ধ ও কর্ম্মাক্ষম চলচ্ছক্তি বিহীন, সকল বিষয় উত্তমরূপ আয়ত্ত থাকে না, আমি অতি মন্দবুদ্ধি যাহা যৌবন কালে করি নাই তাহা এইক্ষণ বার্দ্ধক্য-বিক্লব-শরীরে কিরূপে করিব? এরূপ অবস্থায় পতিত হওয়া সমীচীন নহে। যাহারা বিষয়াসক্তি বশতঃ এইরূপ দুরাশার বশবর্ত্তী হয়, তাহারা কখনই শ্রেয়ো লাভ করিতে পারে না এবং তাহাদের বিষয় বাসনাও চির জীবনের মধ্যে বিলুপ্ত হয় না। মানবগণ, বাল্যকালে খেলাতে আসক্ত থাকে; যৌবন কালে ভোগ বিলাসের রসাস্বাদী হয়; এবং স্বত উপস্থিত বৃদ্ধকালেও তাহারা অশক্তি ও অজ্ঞতা প্রযুক্ত অকারণ কালযাপন করে। এবং এই দীর্ঘসূত্রিত্বহেতু নিয়তই তাহাদের কার্য্য ধ্বংস ঘটিয়া থাকে। ভ্রাতৃগণ! অতএব আমি বলিতেছি বাল্যকালেই বিবেকশীল হইয়া শ্রেয়ঃ সাধন নিমিত্ত যত্ন করিবে। কখনই বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যাদি ভাবে লিপ্ত হইয়া পরমার্থ বিমুখ হইবে না। অতএব যদি তোমরা আমার কথা অসত্য বোধ না করিয়া থাক, তবে আমার প্রীতির নিমিত্ত তোমরা সংসার বন্ধন-চ্ছেদক ভগবান্ বিষ্ণুর স্মরণ কর। তাঁহার চিন্তনে কোনও প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, তিনি স্মরণ মাত্রই, হৃদয়ে অতি পবিত্র শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। ও স্মরণকর্ত্তার সমুদয় পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি সর্ব্বভূতহিতকর সেই ভগবানের প্রতি, তোমাদিগের মন সততই আসক্ত হউক। এবং তাঁহার স্মরণ দ্বারা তোমরা

সমুদায় ক্লেশ বিদূরিত কর। এই অখিল জগৎ, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রিতয়ে, একান্তই অভিভূত; স্বভাবতই ইহার জন্য অন্তঃকরণ ক্লিষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং কোন্ প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি ইহার উপর আবার এই নিপীড়িত জগৎকে বিদ্বেষ করিতে ইচ্ছুক হয়? অথবা যদি মনে কর, মনুষ্যগণ, নানা প্রকার ধনসম্পদাদিসম্পন্ন, আমি স্বয়ং নির্ধন ও সামর্থ্য বিহীন, তথাপি পরশ্রী দর্শনে মনে মনে কাহার প্রতি দ্বেষ করিবে না। যেহেতু দ্বেষ হইতে কখনই শুভ ফল সমুদ্ভূত হয় না। অতএব সর্ব্বথা দ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক তদবস্থায় সন্তোষ অবলম্বন করা বিধেয়। যদ্যপি কেহ মোহ প্রযুক্ত বদ্ধবৈর হইয়া অন্যের প্রতি বিদ্বেষ করে, তাহা হইলে, মনীষিগণ, বৈরনির্য্যাতনের বশবর্ত্তী না হইয়া তাহাদিগের জন্য শোকই করিয়া থাকেন, ও অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। হে দৈতেয়গণ! আমি তোমাদিগকে প্রকার ভেদে এই যে সকল দ্বেষোপশম বিষয় বলিলাম, উহা সংক্ষেপে বলিতেছি তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে ভ্রাতৃগণ! এই নিখিল জগৎ সর্ব্বভূত ময় ভগবান্ নারায়ণের অংশস্বরূপ, অতএব বিচক্ষণ জ্ঞানিগণ, সকলকেই সমান দর্শন করিয়া থাকেন। তোমরা ও আমরা সকলে আসুরবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এরূপ যত্ন করি, যাহাতে ধর্ম্ম জনিত নির্ম্মল সুখের আস্বাদ ও মুক্তি লাভ করিতে পারি। হে ভ্রাতৃগণ! ভগবান্ কেশবের প্রতি মনঃসমাধান করিলে মানবগণের হৃদয়ে যে নির্ম্মল সুখের উদ্রেক ও অন্তে মোক্ষ লাভ হয়, তাহা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, পর্জন্য, বরুণ, সিদ্ধ, রাক্ষস, যক্ষ, দৈত্যেন্দ্রগণ, কিন্নর, মনুষ্য, পশু, ও দেহজ দোষ, জরাদি ব্যাধিসকল, ঈর্ষা, দ্বেষ, মাৎসর্য্যাদি মানসবিকার অথবা অন্য কাহার দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

এই সংসার অসার। ইহাতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কখনই সন্তোষ বোধ করিবে না আমি নিশ্চিত রূপে ইহা বলিতেছি। তোমরা সকলের প্রতি সমান ভাবে প্রীতি কর সেই অকপট সমতাই, ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনা। তিনি প্রসন্ন হইলে, এজগতে আর কি অলভ্য থাকে? ধর্ম্মার্থকাম স্বরূপ ত্রিবর্গেরই বা কি প্রয়োজন থাকে? অতএব তোমরা যদি সেই মহাতরুরূপী ভগবান্ ব্রহ্ম নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলে নিশ্চিতই মোক্ষ রূপ মহাফল লাভ করিতে পারিবে।

ইতি প্রথমাংশে সপ্তদশাধ্যায়।

অষ্টাদশাধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! মহাত্মা প্রহ্লাদের এবংবিধ ব্যবহার দর্শনে, অনুচরগণ, তাহা গোপন করা অবিধেয় জ্ঞানে, দৈত্যরাজ হিরণ্য-কশিপুকে সমুদায় নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে তিনি সাতিশয় কোপ-পরতন্ত্র হইয়া পাচকগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূপকারগণ! আমার পুত্র প্রহ্লাদ, অতীব দুর্ম্মতি, সে স্বয়ং ত কুপথে গমন করিয়াছেই, আবার, অন্যান্য বালকগণকেও কুপথে লইয়া যাইতেছে। এ বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে, অতএব তোমরা ইহার সমুদায় ভক্ষ্য দ্রব্যে, হলাহলবিষ মিশ্রিত করিয়া অবিলম্বেই ইহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেল। দেখিও যেন এই পাপাত্মা কোনরূপে তাহা অগ্রে জানিতে না পারে। এ অতি নরাধম ও কুলাঙ্গার, ইহার বধে কোনওরূপ দোষ আশঙ্কা করিও না। তদনুসারে তাহারাও মহাত্মা প্রহ্লাদকে বিষ ভক্ষণ করাইল। কিন্তু সেই ঘোরতর মারাত্মক কালকূট বিষ, তাঁহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিল না। তিনি গোবিন্দ নাম উচ্চারণ ও জপ পূর্ব্বক অবিকারচিত্তে সমুদয় বিষাক্ত অন্নই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাঁহার কোনও অস্বাস্থ্যই ঘটিল না। ভগবান্ অনন্তের নাম জপমাত্র তাঁহার মাহাত্ম্যে সেই তীব্র কালকূটও জীর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে পাচকগণ,নিরতিশয় ভীত হইয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে আমূলতঃ সমুদায় বিজ্ঞাপন করিল। তাহারা কহিল হে দৈত্যেশ্বর! আমরা আপনার পুত্র প্রহ্লাদের প্রাণ-বিনাশের নিমিত্ত, ভক্ষ্যান্নে তীব্র হলাহল মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিলাম, সে তাহা অক্লেশেই জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। হিরণ্যকশিপু কহিলেন, হে পুরোহিতগণ, হে পুরোহিতগণ! তোমরা সত্বর হও সত্বর হও, এখনই অভিচার প্রয়োগ দ্বারা ইহার বধ সাধনে সমুদ্যত হও। অনন্তর পুরোহিতগণ, মহামনা উদারচেতা প্রহ্লাদের সমীপে গমন পূর্ব্বক প্রীতি সহকারে কহিল,হে কুমার! আপনি ত্রিভুবন বিখ্যাত ব্রহ্মার কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যাধিপতি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু আপনার জনক, আপনার আবার অন্য দেবতা, অনন্ত বা অন্য কোন ব্যক্তির উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? কেন আপনি মহোচ্চ কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আত্মগৌরব বিনষ্ট করিতেছেন? আপনার পিতাই ত দেবাদি সমুদায় ত্রিভুবনের আশ্রয়? আপনিও ত ভবিষ্যতে এই পদের অধিকারী হইবেন,অতএব কি কারণে আপনি

পর সেবা করিয়া বংশমর্য্যাদা বিনষ্ট করিতেছেন? অতএব আপনি বিপক্ষ দেবগণের এই স্তুতি ভাব পরিত্যাগ করুন। এজগতে পিতা অতীব সম্মান-ভাজন, তিনি সমুদায় গুরুরও পরম গুরু; অতএব তাঁহার বাক্যে অবহেলা করা আপনার সমুচিত নহে।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আপনারা যাহা যাহা বলিলেন সকলই সত্য। এই বংশ, মহাত্মা মরীচি-পুত্র কশ্যপ হইতেই সমুদ্ভূত ও জগতে অতি সম্মানার্হ তাহা আমি জানি। আমি ইহাও জানি যে,এই জগতে পিতা পরম ভক্তিভাজন ও সকল গুরুর পরমগুরু। পিতার পূজা ও সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার সন্তোষ বিধানই পুত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য। সে বিষয়ে আমিও ক্ষণকালের নিমিত্ত অপরাধী নহি, আমি তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু আপনারা যে বলিলেন অনন্ত দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? উহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত, ইহা আমি যথাযথ বলিয়া বোধ করি না। কোন্ ব্যক্তি ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বলিতে পারে? মহামনা প্রহ্লাদ তাঁহাদের গৌরব বশতঃ আর কোনও কথা না বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে হাস্য করিয়া কহিলেন হে পুরোহিতগণ! অনন্তরূপী ভগবান্ নারায়ণ দ্বারা কি প্রয়োজন, তাহা বলিতেছি। যদি ক্লেশ বোধ না করেন তবে শ্রবণ করুন। পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গকে পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে, ভগবান্ অনন্ত হইতে এই চতুর্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, তিনি কিছু নহেন, তাঁহা দ্বারা কোনও প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবার নহে, তিনি পরমেশ্বর নহেন তাহা কিরূপে বিশ্বাস করি? মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও অন্যান্য মনীষিগণ, সেই অনন্ত হইতে ধর্ম্ম ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ অর্থাদি লাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা তদীয় ধ্যান ধারণাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া সংসার বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! সেই ভগবান্ হরির আরাধনাই, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞানগরিমা, তত্ত্বজ্ঞান, সন্তান সন্ততি এবং অগ্নিহোত্রাদি সমুদায় ক্রিয়া কলাপ ও নির্ব্বাণ মুক্তির একমাত্র মূল। অতএব আপনারা যে বলিতেছেন, ভগবান্ অনন্ত হইতে কি ইষ্ট হইতে পারে, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক। তাঁহার আরাধনা করিলে এই জগতে ত কিছুই অলভ্য থাকে না? ভক্তি সংযত-চেতা সাধক যাহা অভিলাষ করে, তাহাইত সে লাভ করিতে পারে? যাঁহা হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মুক্তিরূপ মহাফল লাভ হইয়া থাকে, তাঁহা হইতে কোনও ফলোদয় হয় না, আপনারা এ কি অযথা বিতর্ক করিতেছেন?

অথবা বহু বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? আপনারা আমার গুরুজন ও জ্ঞানবান্, সুতরাং ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা অবশ্যই অভিজ্ঞতা বলে বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা অজ্ঞান বালক আমাদিগের বিবেকশক্তি অতীব সংকীর্ণ, সুতরাং যাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাহা অসত্য বলিয়া জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে।

পুরোহিতগণ কহিলেন কুমার! ইতিপূর্ব্বে মহারাজ আপনাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম, আমরা ভাবিয়াছিলাম, আপনি আর দৈত্যকুল বিপক্ষ কেশবের স্তুতিগান করিবেন না, কিন্তু তাহা বিফল হইল, আপনি বুদ্ধির অল্পতা বশতঃ কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। দেখিতেছি আপনার মতিভ্রংশ হইয়াছে। এখনও আমরা আপনাকে চিন্তা করিতে বলিতেছি, যদি আপনি নিতান্তই এই দুর্ম্মতি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে আমরা অভিচার প্রয়োগ দ্বারা নিশ্চয়ই আপনার বিনাশ সাধন করিব।

প্রহ্লাদ কহিলেন, মহাত্মগণ! এই জগতে কে কাহাকে বিনষ্ট ও কে কাহাকে রক্ষা করিতে পারে? স্বয়ং আত্মাই অসৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনাকে বিনষ্ট, ও সৎকার্য্য সম্পাদন দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিয়া থাকে। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! উচ্ছৃঙ্খল দৈত্যকুল পুরোহিতগণ, সাতিশয় কোপপরায়ণ হইয়া জ্বালামালা সমুজ্জ্বল অতি ভীষণ কৃত্যার (অভিচার) সৃজন করিলেন। তখন অতি ভীমাকৃতি সেই কৃত্যা পাদভরে ক্ষিতিতল বিকম্পিত করিয়া মহাশূল দ্বারা মহাত্মা প্রহ্লাদের বক্ষদেশে আঘাত করিল। কিন্তু উহা তাঁহার হৃদয়ে আহত হইবামাত্র খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং পতিত হইয়া পুনরায় বহুধা বিভক্ত হইয়া গেল। যে হৃদয়ে ভগবান্ জগন্মঙ্গলালয় নারায়ণ অবস্থিতি করেন, তথায় ত্রিলোক বিমর্দ্দী ভীষণ বজ্রও পতিত হইলে বিচূর্ণ হইয়া থাকে, তাহাতে সামান্য শূল যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে তাহার আর কথা কি?

মৈত্রেয়! নিষ্পাপাত্মা মহাত্মা প্রহ্লাদের প্রতি পাপাত্মা দৈত্য যাজকগণ যে কৃত্যার প্রয়োগ করিয়াছিল, সেই ভীষণ কৃত্যা সেই যাজকগণকেই দগ্ধীভূত করিয়া সত্বর অন্তর্হিত হইল। মহামতি প্রহ্লাদ তাহাদিগকে কৃত্যাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে দেখিয়া হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! রক্ষা কর, রক্ষা কর বলিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। এবং হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে জগন্নাথ! হে জগৎ কারণ ভগবান্ জনার্দ্দন! তুমি প্রসন্ন হইয়া এই ব্রাহ্মণগণকে অভিচার

হুতাশন হইতে রক্ষা কর। যে প্রকার সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরু ভগবান্ বিষ্ণু, সর্ব্ব ভূতে নিয়ত বিরাজমান থাকিয়া তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন, সেই প্রকার এই পুরোহিতগণের ভস্মীভূত দেহে বিরাজমান তিনি, ইহাঁদিগকে জীবিত করুন। আমি যে প্রকার সর্ব্বগত ভগবান্ বিষ্ণুকে দুঃখবিনাশক বলিয়া জানি সেই প্রকার তাঁহার কৃপায় আমার শত্রুপক্ষ এই ব্রাহ্মণগণ জীবন লাভ করুন। যাঁহারা আমাকে বিনষ্ট করিতে আসিয়াছিল, যাহারা আমার বিনাশের নিমিত্ত বিষ প্রদান করিয়াছিল, যাহারা আমাকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত ভীষণতর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, যাহারা, ভীমরূপী দিগ্‌গজ অথবা কালান্তকরূপী সর্প দ্বারা আমার বিনাশের উদ্যম করিয়াছিল, আমি শত্রু ভাবাপন্ন তাহাদিগের ও মদীয় হিতৈষিগণের প্রতি সমভাব অবলম্বন করিতে অভিলাষী। আমি কাহারও অনিষ্টাকামনা করিতে প্রস্তুত নহি। আমার প্রার্থনা এই, আমার এই সত্য হইতে অসুরযাজকগণ জীবিত হউন। সর্ব্বান্ত-র্যামী নারায়ণ এই অসুর যাজকগণকে জীবিত করিবেন।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! মহাত্মা প্রহ্লাদ, এইরূপ বলিলে ভস্মীভূত ব্রাহ্মণগণ, নিরাময় হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, হে মহাত্মন্ রাজকুমার! বৎস প্রহ্লাদ! আপনি, অপ্রতিহত বলবীর্য্য, পুত্রপৌত্র ও ধনৈশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন। তাঁহারা এইরূপে ভূরি ভূরি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া, দৈত্যরাজ হিরণ্য কশিপুর নিকট সমাগত হইলেন এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় আমূলতঃ নিবেদন করিলেন।

ইতি প্রথমাংশে অষ্টাদশাধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! ব্রাহ্মণগণ-প্রযুক্ত সেই অভিচার ক্রিয়া-বিতথ হইয়াছে শুনিয়া মহাপ্রভাব দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, মহাত্মা প্রহ্লাদকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস তুমি কি উপায়ে এই অভিচার মন্ত্ররূপ অনিবার্য্য মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে? তোমার এই প্রভাব কোথা হইতে হইল? পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! তচ্ছ্রবণে মহাত্মা প্রহ্লাদ, পিতৃ চরণে প্রণত হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, পিতঃ! আমি

কোনও মন্ত্র বলে অথবা কোনও অনৈসর্গিক উপায়ে এ ক্ষমতা লাভ করি নাই। যাঁহার অন্তঃকরণে ভগবান অচ্যুত বিরাজমান, তিনিই ইহা করিতে পারেন। হেপিতঃ! যেব্যক্তি অন্যের অনিষ্ট কামনা করে না, সকলেরই হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে, তাহার কখনই অনিষ্ট হইতে পারে না। যেহেতু তাহার অনিষ্ট ঘটিবার হেতু বিদ্যমান নাই। যে ব্যক্তি কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা অন্যের পীড়া দান করে, তাহারই অমঙ্গল হয় এবং সে ব্যক্তি পর জন্মেও তৎফলানুসারে অনিষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং আমি পাপপুণ্যের ফলাফল জানি বলিয়া,কখনই পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না এবং ইহা নিশ্চয়রূপে বলিতেছি আমি নিয়ত কাল আত্মাতে একমাত্র ভগবান্ কেশবের চিন্তাই করিব। আমার অন্তঃকরণ নিষ্কপট ও আমি নিষ্পাপ, আমি ক্ষণ কালের নিমিত্তও পরানিষ্ট চিন্তা করি না। সুতরাং আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি শারীর, মানস ও আধিভৌতিক কোনও পীড়াই আমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। হে পিতঃ সর্ব্বভূতময় ভগবান্ হরি, সকলের দেহেই নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহা জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতগণের উচিত যে তাঁহারা সকলের প্রতিই ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ণ ব্যবহার করেন।

পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! ইহা শুনিয়া প্রাসাদশিখরসংস্থিত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, ক্রোধ দ্বারা বিকৃতানন হইয়া কহিলেন, ওরে অনুচরগণ! তোরা এখনই এই দুরাত্মাকে শত যোজন উচ্চ এই প্রাসাদ শৃঙ্গ হইতে পর্ব্বত পৃষ্ঠে ফেলাইয়া দে। ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল শিলাঘাতে শতধা বিশ্লিষ্ট হইয়া যাউক। অনন্তর দৈত্যগণ, সেই বালক প্রহ্লাদকে পর্ব্বত পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। তিনিও হৃদয়ে একমাত্র ভগবান্ নারায়ণকে চিন্তা করিতে করিতে পর্ব্বত পৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। এবং পতন মাত্রই ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী, জগদ্ধাতা কেশব-ভক্তিপরায়ণ প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে অক্ষত শরীর দেখিয়া দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপু কহিলেন, হে মায়া কুশল শম্বর! আমরা বহু উপায় অবলম্বন করিয়াও এই দুর্বৃত্ত বালককে নিহত করিতে পারিলাম না। তুমি অতিশয় মায়াকুশল বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত, অতএব তুমি মায়া বিস্তার দ্বারা এই দুরাত্মাকে বিনষ্ট কর। শম্বর কহিল, হে দৈত্যেন্দ্র! আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি সহস্র সহস্র মায়া প্রয়োগ দ্বারা এখনই ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! অনন্তর মন্দবুদ্ধি মহাসুর শম্বর, সর্ব্বত্রসমদর্শী মহাত্মা প্রহ্লাদের বিনাশ বাসনা করিয়া ভূরি ভূরি মায়ার সৃজন করিল। কিন্তু উদারচেতা

প্রহ্লাদ, তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও বিকৃত না হইয়া ভগবান্ মধুসূদনের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্তর্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার রক্ষার্থ জ্বালামালা সমুদ্দীপিত সুদর্শন চক্রকে আদেশ করিলে, সেই বিষ্ণুচক্র তথায় সমাগত হইল, এবং শম্বর প্রযুক্ত সমুদায় মায়াই একে একে বিফল করিয়া দিল। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, শম্বরের মায়াজাল বিতথ দেখিয়া সংশোষক বায়ুকে প্রহ্লাদের বধের নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন; তিনি কহিলেন, হে বায়ু! তুমি সত্বরই এই দুরাত্মার বধ সাধন কর। তাহাতে সংশোষক বায়ু, রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তখনই মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহে প্রবেশ করিল, এবং ক্ষণে শীত ক্ষণে রুক্ষ ইত্যাদি নানা ভাব ধারণ করিয়া তাঁহার দেহ শোষণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি, দেহপ্রবিষ্ট শোষক বায়ুর কুচেষ্টা অবগত হইয়া একতান চিত্তে জগৎকারণ-হেতু সেই নারায়ণের স্মরণ করিতে লাগিলেন, এবং স্মরণমাত্রই হৃদয় স্থিত ভগবান জনার্দ্দন নিরতিশয় কোপপরতন্ত্র হইয়া সেই জিঘাংসু শোষণ বায়ুকে নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহামতি প্রহ্লাদ সমুদয় মায়া ও দুঃসহ শোষক বায়ুকে বিধ্বস্ত দেখিয়া গাত্রোত্থান পুরঃসর গুরুগৃহে গমন করিলেন। এবং তদীয় শিক্ষাগুরুও তাঁহাকে শুক্রাচার্য্য প্রণীত রাজনীতি সকল শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন তিনি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিনীত ও রাজনীতি শিক্ষায় সুনিপুণ বোধ করিলেন, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি পুত্রের জন্য আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আমি তাহাকে মহাত্মা ভার্গব প্রণীত সমুদায় নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়াছি। তাহা শুনিয়া দৈত্যেশ্বর কহিলেন, হে বৎস প্রহ্লাদ! তুমি নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছ শুনিয়া আমি নিতান্তই প্রীত হইয়াছি, অতএব রাজগণ, মিত্রবর্গ শত্রুপক্ষ ও উদাসীন রাজা বা সামন্তগণের প্রতি ক্ষয় বৃদ্ধি ও সম্পৎসাম্য সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহা বলিয়া তোমার শিক্ষা নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান কর। বৎস! রাজগণ, বুদ্ধিসহায় মন্ত্রী, কার্য্য-সহায় অমাত্য এবং অন্যান্য বাহ্যাভ্যন্তরিক চর প্রভৃতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহা সবিস্তার বর্ণনা কর। হে বৎস! সন্ধি বিগ্রহাদি বিষয়ে কখন কিরূপ নীতি অবলম্বিত হইবে? কিরূপে দুর্গসংস্কার, ও আটবিক পুলিন্দ ম্লেচ্ছাদি গণের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে? কিরূপেই বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্রুগণ, অথবা দস্যুতস্করাদি আভ্যন্তরিক কণ্টকবৎ অপকারিগণের উন্মূলন করিতে হইবে? ইত্যাদি বিষয়ে তুমি [illegible]

কি? তুমি কতদূরই বা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, ইহা আমি জানিতে অভিলাষ করি।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তাহা শুনিয়া বিনয়াবনত মহাত্মা প্রহ্লাদ, ভক্তি-সংযতচিত্তে পিতার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া কহিলেন, হে তাত! আপনি যে যে বিষয়ের প্রশ্ন করিলেন, আচার্য্যগণ আমাকে তৎতদ্ বিষয়ের শিক্ষা বিধান করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, আমিও তাহা হৃদয়ে স্থান দান করিয়াছি; কিন্তু উহাতে আমার অভিমত এই, শিক্ষকগণ আমাকে যে মিত্রাদি সাধন বিষয়ে সাম দান ও দণ্ড ভেদাত্মক উপায় চতুষ্টয়ের শিক্ষা দান করিয়াছেন, আমি তাহার প্রয়োগের স্থল দেখিতে পাইতেছি না। আমি ত মিত্রামিত্রাদি ভেদ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, বহু চিন্তা দ্বারাও আমি সংসারে যখন সাধ্য বিষয়েরই অভাব দেখিতেছি,তখন সাধনোপায় শিক্ষা দ্বারা কি করিব? হে তাত! ভগবান্ গোবিন্দ সর্ব্বভূতময়, তিনি যখন সকলেরই দেহে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন আবার এ মিত্র, ও অমিত্র এরূপ বিসংবাদ পূর্ণ জ্ঞান কিরূপে করিব? তিনি আপনার দেহে আছেন, আমার দেহে আছেন ও সকলের দেহেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি যাঁহার হৃদয়ে আছেন তিনিই আমার মিত্র, তিনি যাহাতে নাই এমন ব্যক্তি বা বস্তুও পৃথিবীতে থাকিতে পারে না, সুতরাং কে আমার অমিত্র হইবে? আমি ত মিত্র ভিন্ন কাহাকেও অমিত্র দেখিতেছি না? সুতরাং পিতঃ! কাহার বশীকরণের নিমিত্ত আমি সামদানাদি উপায় চতুষ্টয়ের প্রয়োগ করিব? অতএব হে তাত! এই সকল অসৎ-প্রবৃত্তি-প্রবর্ত্তক নীতি পরম্পরায় কি প্রয়োজন? আমাদিগের কর্ত্তব্য আমরা প্রবৃত্তি মার্গ পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র মুক্তি হেতু নিবৃত্তি মার্গেরই অনুসরণ করি। হে পিতঃ! বালকেরা খদ্যোতগণের ক্ষণবিদ্যোতী আলোক দেখিয়া উহাকে যেরূপ অগ্নি মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানেরাই পাপ কলুষিত রাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রকে সদ্বিদ্যা মধ্যে স্থানদান করে। বস্তুতঃ উহা মনীষিগণের জ্ঞাননেত্রে অগ্রাহ্য বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। হে তাত! যাহা করিলে ঘৃণা লজ্জাদি অষ্ট পাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহাই যথার্থ কর্ম্ম; এবং যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা-পদবাচ্য। হে তাত! এতদতিরিক্ত অর্থ কামাদি সাধন শিল্প বা ঐন্দ্রজালাদি ইতর বিদ্যা সকল কেবল আয়াসকর মাত্র। সুধীগণ কখনই ইহার অবলম্বন করিবেন না। হে মহাভাগ! এই সকল রাজ্যাদি-সাধন নীতি

সকল নিতান্তই অন্যায়-কলুষিত, ইহার মধ্যে আমি যাহা সারভূত জানিতে পারিয়াছি, তাহা আপনাকে প্রণতি পূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

রাজন্! কোন্ ব্যক্তি রাজ্য লাভের চিন্তা না করে? কেইবা ধন পাইতে অভিলাষী না হয়? কিন্তু পিতঃ! তবে চিন্তা ও চেষ্টা করিয়াও কেন সকলে তাহা প্রাপ্ত হয় না? দোষাদোষ বিবেকরহিত উদ্যমবিহীন ও হীনশক্তি ব্যক্তিগণ, এবং নীতি জ্ঞানহীন সাধারণ ব্যক্তিগণই বা কি কারণে রাজ্য সম্পদ এবং নানাবিধ ভোগ্য বস্তু লাভে সমর্থ হইয়া থাকে? অতএব পিতঃ! জানিবেন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যরাশিই সুখ সৌভাগ্যের জনয়িতা। সেই হেতু যাঁহারা মহতী শ্রী ও নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সমাহিত চিত্তে যথাক্রমে পুণ্য সঞ্চয় ও সর্ব্বত্র সমদর্শনে যত্নবান্ হইবেন। অন্যথা কিছুতেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। হে পিতঃ! আমরা জগতে দেবতা মনুষ্য, পশু পক্ষি সরীসৃপ ও বৃক্ষ প্রভৃতি যে সকল প্রাণী দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ই অনন্তরূপী ভগবান্ নারায়ণের রূপান্তর মাত্র। ইহা জানিয়া আত্মাতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্বকে সেই নারায়ণরূপে দর্শন করা সমীচীন। যেহেতু ভগবান বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতময় ও বিশ্বরূপধৃক্, তিনি প্রাণী ও পদার্থ মাত্রেই বিরাজমান রহিয়াছেন। মানবগণ এই প্রকার সকল বস্তুতে পুরুষোত্তম অনাদি ভগবান অচ্যুতকে বিদ্যমান জানিয়া সকলের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হইলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। তিনি প্রসন্ন হইলে শরীরিগণের তাপ ত্রিতয় ও সমুদায় অবান্তর ক্লেশাদি অন্তর্হিত হইয়া যায়।

পরাশর কহিলেন হে ব্রহ্মন্! ইহা শ্রবণ করিয়া মহাসুর হিরণ্যকশিপু নিতান্ত কোপান্বিত হইলেন, এবং ক্রোধভরে সিংহাসন হইতে উঠিয়াই প্রহ্লাদের বক্ষস্থলে সবলে পদাঘাত করিলেন। এবং ক্রোধে অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত ও কম্পিত কলেবর হইয়া হস্তদ্বারা হস্ত নিপীড়িত করিতে করিতে যেন সমগ্র বসুধাকে বিনষ্টই করিবেন এই ভাবে কহিলেন অহে বিপ্রচিত্তি! অহে রাহু! অহে বলি! তোমরা এইক্ষণেই এই পাপাত্মাকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া মহাসমুদ্রে ফেলিয়া দেও। আমার পুত্র বলিয়া তোমরা কোনও বিচারই করিও না। অন্যথা এই পাপাত্মা জীবিত থাকিলে সমুদায় দৈত্য দানব ও মানবগণ সকলেই ইহার কুমতের অনুসরণ করিবে। আমি ইহাকে বহু প্রকারে বারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এ পাপাত্মা কিছুতেই আমার পরম শত্রু নারায়ণের স্তুতিগান পরিত্যাগ করিল না। ইহার বধে কোনও পাপ নাই, বরং দুষ্টের বিনাশ দ্বারা সাধুগণের উপকারই হইয়া থাকে।

পরাশর কহিলেন, হে মুনে! অনন্তর বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দৈত্যগণ, রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মহাত্মা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বন্ধন পূর্ব্বক ভীষণ মহার্ণবে নিক্ষেপ করিল। তদীয় অঙ্গ সঞ্চালন প্রযুক্ত মহাসাগরের অনন্ত সলিলরাশি বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল, এবং চারি দিকে ভীষণ বেগে তরঙ্গ উঠিয়া সমুদয় বেলাভূমি আপ্লাবিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, সেই সলিলরাশি দ্বারা সমুদয় ভূর্লোক প্লাবামান হইতে দেখিয়া দৈত্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ওহে দৈত্যগণ! তোমরা এইক্ষণ সমুদ্র মধ্যে পর্ব্বত সকল এরূপে নিক্ষেপ কর যেন কুত্রাপি অনাচ্ছাদিত থাকে না। সর্ব্বত্র নিশ্ছিদ্রভাবে আচ্ছাদিত হইলে, এই পাপাত্মা আর কখনই উঠিতে ও জীবিত থাকিতে পারিবে না। দেখ এই পাপাত্মা কুলাঙ্গারকে আমি কত উপায়ে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কি অগ্নিদাহ কি শস্ত্রাঘাত, কি উরগ দংশন, কি শোষক বায়ু, বা বিষপান, মায়াজাল, বা উচ্চ হইতে অধোনিক্ষেপণ, অথবা কি মত্ত দিগ্‌গজ দন্ত প্রহার ইত্যাদি কোনও মারণোপায়েই ইহার কিছুই করিতে পারিলাম না। যাহা হউক এই দুষ্টচেতা বালকের জীবনে কোনও প্রয়োজন নাই. তোমরা ইহাকে সমুদ্র মধ্যে রাখিয়া উপরে পর্ব্বত দ্বারা চাপা দিয়া ফেল। সহস্র শতাব্দী অন্তেও যদি এ দুরাচার এই ভাবেই প্রাণ পরিত্যাগ করে তথাপি তাহা মঙ্গলকর। অনন্তর দৈত্য দানবগণ ভূরি ভূরি পর্ব্বত দ্বারা সমুদ্রের সহস্র সহস্র যোজন স্থান সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ মহামতি প্রহ্লাদ পর্ব্বতগণের অধোভাগে সমুদ্র মধ্যে নিহিত থাকিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না, তিনি আহ্নিক বেলায় ভগবান্ অচ্যুতেরই স্মরণ করিতে লাগিলেন। এবং একাগ্রচিত্তে নির্ভীকমনে কহিলেন।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে পুরুষোত্তম! হে সর্ব্বলোকাত্মন্ তিগ্মচক্রধারি জনার্দ্দন! তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্ কৃষ্ণ! তুমি ব্রাহ্মণ্য দেবস্বরূপ, গো ব্রাহ্মণের হিত বিধায়ক, জগতের অশেষ মঙ্গলালয়, পরমাত্মা গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার। যিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে স্থিতি (পালন) এবং রুদ্ররূপে সংহার বিধান করিতেছেন, সেই ত্রিমূর্ত্তিধারী তোমাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, পিশাচ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গম, পিপীলিকা, সরীসৃপ এবং ভূমি, জল, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ, মন, বুদ্ধি, আত্মা, কাল, ও গুণ, প্রভৃতি যাহা কিছু দৃষ্ট হয় সে সমুদয় তোমারই তুমি

সর্ব্বভূতময় পরাৎপর পরব্রহ্ম। হে দেব! বিদ্যা, অবিদ্যা, সত্য, অসত্য, বিষ অমৃত ও বেদোদিত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর্ম্মাদি সকলই তুমি। তুমি সমুদয় কর্ম্মের উপাদান স্বরূপ, অথচ তুমিই আবার সমুদয় কর্ম্মফলের একমাত্র ভোক্তা, এবং তুমিই পুনরায় সর্ব্বকর্ম্ম ফল স্বরূপ। হে প্রভো! আমাতে ও সেইরূপ অন্যান্য সর্ব্বভূত এবং সমুদয় চতুর্দ্দশ ভুবনে তোমার অপার গুণ নিচয় বর্ত্তমান রহিয়াছে ও তুমি এই সমুদয় ব্যাপিয়া নিয়ত বিরাজ করিতেছ। যোগিগণ তোমাকে চিন্তা করেন, যাজকগণ তোমাকে অর্চ্চনা করেন, তুমিই পিতৃগণ ও দেবতারূপে হব্য কব্যের উপভোগ করিতেছ। হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার মূর্ত্তি অপার ও অসীম, তাহার মধ্যে এই অসীম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। হে জগদীশ! তোমার মহতী মূর্ত্তির নিকট এই নিখিল বিশ্ব অতি সূক্ষ্মরূপে পরিগণিত, বিশ্বস্থ জরায়ুজ অণ্ডজ ও স্বেদজ প্রভৃতি ভূতগণ আবার তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতম মূর্ত্তি রূপে পরিকল্পিত, এবং এই সকল ভূতগণের প্রত্যেকের অন্তঃস্থিত অন্তরাত্মা, তোমার অতি সূক্ষ্মতম মূর্ত্তি বলিয়া সুবিদিত। হে দেব! তুমি সেই অসংখ্য অতি সূক্ষ্মতম জীবাত্মা হইতেও সূক্ষ্মতর, বিশেষণ বিবর্জ্জিত বাক্য ও মনের অগোচর অচিন্ত্য পরম পদার্থ, তোমাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্বাত্মন্! সমুদয় ভূতপ্রপঞ্চে তোমার যে গুণাশ্রয়িণী অপার শক্তি বিরাজমান রহিয়াছে, আমি সেই অনন্তরূপিণী নিত্য শক্তিকে নমস্কার করি। যাহা বাক্য ও মনের অগোচর, যাহার গুণ ও ভাবাদির অনির্ণয় হেতু, দুর্ব্বল মানবগণ কোনও বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে না, কেবল তত্ত্বার্থবিৎ জ্ঞানিগণ জ্ঞাননেত্রে যাঁহার সত্তা উপলব্ধিমাত্র করিতে পারেন, তোমার সেই পরমা শক্তিকে নমস্কার করি। যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্ অথচ অপৃথক্‌ভাবে বর্ত্তমান, সেই ভগবান্ বাসুদেবের চরণে প্রণত হই। যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, কেবল অস্তিত্ব মাত্রই উপলভ্য, আমি সেই ভগবান্ নারায়ণকে ভক্তি সংযতচিত্তে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। দেবগণও যাঁহার যথার্থ রূপ দর্শন করিতে সমর্থ না হইয়া অবতার রূপের আরাধনা করিয়া থাকেন সেই দুর্বি-জ্ঞেয় অপ্রতর্ক্য পরাৎপর পরমাত্মা নারায়ণকে নমস্কার করি। যিনি কাহারও দৃশ্য নহেন, অথচ যিনি সকলেরই অন্তরে থাকিয়া সমুদয় শুভাশুভ জগচ্চেষ্টা নিয়ত অবলোকন করিতেছেন, সর্ব্ব সাক্ষিস্বরূপ সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুর চরণে প্রণত হই। যে ভগবান্ বিষ্ণু এই জগৎ হইতে (ভিন্ন হইয়াও) অভিন্ন, যে অনাদি পুরুষ সমুদয় বিশ্বের একমাত্র ধ্যেয়, তাঁহাকে নমস্কার করি। সেই

অক্ষয় পরব্রহ্ম নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।. এই অক্ষয় অব্যয় (অর্থাৎ প্রবাহরূপে নিত্য) বিশ্ব যাঁহাতে নিয়ত ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে, যিনি সকলের আধারভূত, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহাতে প্রলয়কালে সমুদয় জগৎ লীন থাকে, যাঁহা হইতে সমুদয় বিশ্ব প্রসূত হয়; যিনি স্বয়ং জগন্ময় হইয়াও সমুদয় জগতের একমাত্র আশ্রয় স্থান, সেই সর্ব্ব রূপধৃক্ সর্ব্বময় ভগবান্ বিষ্ণুকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদেহে এবং সর্ব্ব আত্মাতে বিরাজমান, সেই ভগবান্ অনন্ত ও আমাতে কোনও ভেদ নাই, আমি স্বতন্ত্র কেহ নহি, আমি সেই অনন্তই এবং তদ্রূপেই অবস্থিতি করিতেছি। আমি সনাতন সর্ব্বময় নারায়ণ আমা হইতেই সকল উৎপাদিত হয় ও আমাতেই সকল স্থিতি করে। আমি "সোহং" আমি অক্ষয় নিত্য পরমাত্মা আমাতে ও তাঁহাতে কোনও ভেদ নাই আমিই আত্ম সংশ্রয় ব্রহ্ম সংজ্ঞক প্রধান পুরুষ। আমিই সৃষ্টির আদিতে একক ছিলাম অন্তে প্রলয়কালে পুনরায় অদ্বিতীয় পরব্রহ্মরূপে বিরাজ করিব।

ইতি প্রথমাংশে ঊনবিংশাধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা প্রহ্লাদ, এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু হইতে আপনাকে অভেদ চিন্তা করিয়া একবারে তন্ময় হইলেন, ও আপনাকেই অচ্যুত রূপে মনে করিতে লাগিলেন। তিনি যে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু-তনয় প্রহ্লাদ তাহা একবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তিনি কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন "সোহং" আমিই সেই অব্যয় অনন্ত পরমাত্মা নারায়ণ। হে মৈত্রেয়! সেই তন্ময়চিন্তা ও তদ্গত ভাব দ্বারা তদীয় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যে কিছু স্বল্প পাপ ছিল, তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, ভক্তবৎসল, ভগবান্ নারায়ণ, তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। তদীয় যোগ প্রভাবে আপনা হইতেই নাগপাশের সুদৃঢ় বন্ধন সকল তৎক্ষণাৎ খুলিয়া গেল। অনন্তর তাহার অঙ্গ সঞ্চালন হেতু মকর তিমিঙ্গিলাদি ভীষণ জলচর সহ ঊর্ম্মি-মালী মহার্ণব, ভীষণ রূপে সংক্ষোভিত হইল, এবং অসংখ্য কানন পর্ব্বত সমন্বিতা বিশ্বম্ভরা দেবী টলমল করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি, দেহো-পরি স্থিত পর্ব্বত সকল অপসারিত করিয়া সাগর গর্ভ হইতে উত্থিত হইলেন।

এবং পূর্ব্ববৎ গ্রহনক্ষত্রসমন্বিত আকাশাদি নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে পুনরায় প্রহ্লাদ বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং বাক্য ও কায় সংযমন পূর্ব্বক সংযতমনা হইয়া একাগ্র ও অব্যগ্রভাবে তখনই আপনার বিপন্নিবারণ হেতু সুখসেতু বিষ্ণুর স্তব স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি সৎ অর্থাৎ অবতারাদিকালে সাকারায় হেতু প্রত্যক্ষ ও অসৎ অর্থাৎ সমুদয় একাদশ ইন্দ্রিয়ের পরোক্ষ (অগোচর) ও সদসৎ ভাবের প্রবর্ত্তয়িতা। হে কার্য্যকারণাত্মন্! অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম! হে নিষ্পাপ মনীষিগণশরণ্য জগদাদি কারণ বাসুদেব! তুমি একমাত্র পরব্রহ্ম হইয়াও অবতার ভেদে বহুধা বিভক্ত হইয়াছ, তোমাকে নমস্কার। যিনি স্থূল ভূত পৃথিব্যাদি ও সূক্ষ্মতম তন্মাত্রাদির সমবায় স্বরূপ জড়াত্মক পরব্রহ্ম, যিনি প্রকট প্রকাশ অর্থাৎ অপ্রকাশরহিত নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যিনি সমুদয় ভূত হইতে পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বভূতময়, যিনি বিশ্ব হইতে নির্লিপ্ত হইয়াও সমুদয় বিশ্বের নিদান, সেই পুরুষোত্তম তোমাকে নমস্কার করি।

পরাশর কহিলেন, হে মুনে! মহাত্মা প্রহ্লাদ এইরূপে তন্ময়ভাবে স্তুতি করিলে, পীতাম্বর পরিহিত ভগবান্ হরি, তাঁহার পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন। হে দ্বিজ! তদ্দর্শনে পরম ভাগবত প্রহ্লাদ, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভক্তি গদ্‌গদচিত্তে কাতরস্বরে কহিলেন, হে ভগবন্ বিষ্ণু! তোমাকে নমস্কার। হে শরণাগতবৎসল ভগবন্ কেশব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে অব্যয়! তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা পুনঃ পুনঃ পবিত্র কর।

নারায়ণ কহিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! তুমি সততই আমার প্রতি একতান মনে ভক্তি করিয়া থাক, সুতরাং তোমার প্রতি আমি নিয়তই প্রসন্ন রহিয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ কহিলেন ভগবন্ যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর দান করিতে চাহ, তবে আমাকে এই বর দান কর, যেন প্রত্যেক জন্মেই তোমার প্রতি আমার অক্ষুণ্ণা ও অচলা ভক্তি থাকে। হে দেব! অবিবেকশীল বিষয়িগণ বিষয়ের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় অনুরক্তি প্রকাশ করে, তোমার প্রতিও যেন আমার হৃদয়, সেই প্রকার প্রগাঢ় প্রীতিযুক্ত থাকে, যেন তাহা কিছুতেই বিচলিত না হয়।

ভগবান্ নারায়ণ কহিলেন, হে বৎস প্রহ্লাদ! আমার প্রতি তোমার মহতী ভক্তি আছে, পুনরায় জন্মে জন্মেও এই প্রকার গাঢ়তর ভক্তি থাকিবে।

এইক্ষণ তুমি আমার নিকট তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি আমার পিতার অন্তঃকরণ হইতে দ্বেষভাব বিদূরিত করিয়া আমাকে নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে তোমার স্তুতিগান করিতে দেও। এবং আমার পিতৃকৃত সমুদয় পাপের পরিহার কর। তিনি আমার অঙ্গে শস্ত্র প্রহার,আমাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ, সর্প দ্বারা নিপীড়ন ও বিষ প্রদান, এবং আমাকে পাশবদ্ধ করিয়া সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জন ও অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে অধোনিক্ষেপ এবং আমার প্রতি অন্যান্য যে সকল অসাধু-ব্যবহার ও অত্যাচার করিয়াছেন, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার তৎসমুদয় পাপের ক্ষমা করুন।

নারায়ণ কহিলেন, হে বৎস! আমার প্রসাদে তোমার সমুদয় প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। তুমি আমার নিকট অন্য কোনও বর প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দেব! তোমার প্রতি আমার জন্মে জন্মেই অচলা ভক্তি থাকিবে, তুমি আমাকে এই যে বর দান করিয়াছ তাহাতেই আমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। তোমার প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলেই আমার মোক্ষ লাভ সুদূরপরাহত হইবে না, সুতরাং আমার ধর্ম্মার্থকামাত্মক ত্রিবর্গ সাধনোপযোগী বর লাভের প্রয়োজন কি? তুমি সকলের মূল নিদান তোমার প্রতি আমার মন একতান থাকিলেই আমার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

ভগবান্ কহিলেন, হে সৌম্য! তোমার অন্তঃকরণ আমার প্রতি নিতান্তই অনুরক্ত, তুমি আমা ভিন্ন অন্য কিছুই জাননা, অতএব তুমি আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবে। হে মৈত্রেয় ইহা বলিয়াই তিনি প্রহ্লাদের সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন, এবং মহাত্মা প্রহ্লাদও পুনরায় রাজধানীতে সমাগত হইয়া ভক্তিসংযতচিত্তে পিতৃচরণে প্রণত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া মহারাজ হিরণ্যকশিপু গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিলেন, এবং হে পুত্র! তুমি জীবিত আছ? ইহা বলিয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন, এবং প্রহ্লাদের প্রতি নিরতিশয় প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক পূর্ব্ব বিদ্বেষ জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তিনিও পিতা ও গুরুর চরণে যথোচিত ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপু, নৃসিংহরূপী ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে,মহাত্মা প্রহ্লাদ দৈত্যরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি পবিত্র রাজ্যলক্ষ্মী ও বহু পুত্র পৌত্রাদি লাভ করিয়া বহুকাল রাজ্য শাসন করিলেন। তাহাতে তদীয় প্রাক্তন পুণ্যরাশির ক্ষয় হেতু তিনি পাপ পুণ্য

বিবর্জ্জিত হইয়া মধ্যমাবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তকালে ভগবদ্ধ্যান ধারণাদিতে মনঃ সমাধান করিলেন, ও অন্তে পরম নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

হে মৈত্রেয়! মহাত্মা প্রহ্লাদ এইরূপ মহাপ্রভাবশালী ও পরম ভাগবত ছিলেন। তুমি ইঁহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে আমি তোমাকে তাহা যথাযথ ভাবে বিজ্ঞাপন করিলাম। যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে মহাত্মা প্রহ্লাদের এই সুললিত চরিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, তাহার পাপরাশি সদ্যই বিদূরিত হইয়া থাকে। যদি কেহ উহা সংযতচিত্তে শ্রবণ ও পাঠ করে, তবে তাহার অহোরাত্রকৃত সমুদয় পাপই দূরীভূত হইয়া যায়। যদি কেহ পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা, দ্বাদশী অথবা পবিত্র অষ্টমী তিথিতে ভক্তি সংযতচিত্তে এই প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করে, তবে তাহার মহাপুণ্যপ্রদ গোদান তুল্য পুণ্যলাভ হয়। যে ব্যক্তি এই মনঃপ্রসাদকর পবিত্র প্রহ্লাদ চরিত্র শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি প্রহ্লাদের ন্যায় ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক আপৎকালে রক্ষিত হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে
বিংশতিতমাধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! দৈত্যবর হিরণ্যকশিপুর চতুর্থ পুত্র সংহ্লাদের আয়ুষ্মান্ শিবি ও বাস্কল নামে তিন পুত্র এবং মহাত্মা প্রহ্লাদের বিরোচন নামে এক অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। বিরোচনের পুত্র বলি, তিনি পরম ধার্ম্মিক ও লোকাতীত দাতৃত্বগুণে বিভূষিত ছিলেন, মহাত্মা বলির শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে পরম শৈব মহাসুর বাণ সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন; প্রহ্লাদ-পিতৃব্য দৈত্যবর হিরণ্যাক্ষের বহু পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। উহাঁদিগের নাম উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু ও কালনাভ। মহাত্মা কশ্যপের পত্নী অদিতি ও দিতির গর্ভে আদিত্য ও দৈত্যগণ জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের বংশাবলী কথিত হইল, এইক্ষণ মহর্ষি কশ্যপের অন্যান্য পত্নীগণের বংশাবলী কথিত হইতেছে। কশ্যপপত্নী দনুর গর্ভে দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, কপিল, শম্বর, একচক্র, তারক, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা,

পুলোমা ও বিপ্রচিত্তি নামে মহাবল পরাক্রান্ত দ্বাদশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। স্বর্ভানুর কন্যার নাম প্রভা এবং অসুররাজ বৃষপর্ব্বার শর্ম্মিষ্ঠা নামে ত্রিলোকী বিশ্রুত এক কন্যা রত্ন প্রসূত হয়েন। মহামতি বৈশ্বানরের উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা ও কালকা নামে কন্যা চতুষ্টয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা মারীচি (কশ্যপ) তন্মধ্যে পুলোমা ও কালকার পাণিপীড়ন করিলে তাঁহাদিগের গর্ভে ষষ্টি সহস্র ভীষণমূর্ত্তি দানব জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহারা পৌলম ও কালকেয় নামে সর্ব্বত্র বিশ্রুত। ইহাঁদিগ হইতে আরও বহু সংখ্যক নিষ্ঠুর-প্রকৃতি দানব জন্মপরিগ্রহ করেন। অসুরেশ্বর হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকা দৈত্যরাজ বিপ্রচিত্তির সহধর্ম্মিণী হইলে তদীয় গর্ভে ব্যংশ, শল্য, নভঃ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ, স্বর্ভানু ও চক্রযোধী নামে মহাবল পরাক্রান্ত দ্বাদশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইহারা ও ইহাদিগের বহু শত বহু সহস্র পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা দানবকুল অতিশয় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মহাত্মা প্রহ্লাদের বংশে নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণ সমুদ্ভূত হইয়া তপোবলে ত্রিলোকী বিশ্রুত হইয়াছিলেন। কশ্যপ পত্নী তাম্রার ছয় কন্যা, উহাদিগের নাম শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী শুচী ও গৃধ্রিকা। শুকীর অপর নাম উলূকী। তাঁহার গর্ভে শুক ও কাকগণ, শ্যেনীর গর্ভে শ্যেনগণ, ভাসীর গর্ভে ভাসগণ (শকুন্তগণ) জন্মগ্রহণ করে। গৃধ্রী গৃধ্রগণ, শুচী, জলচর পক্ষিগণ এবং সুগ্রীবী অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণকে প্রসব করেন, ইহারাই তাম্রাবংশ বলিয়া পরিগণিত। কশ্যপের অন্যতর পত্নী বিনতার দুই পুত্র, গরুড় ও অরুণ। পক্ষিরাজ মহাতেজাঃ সুপর্ণ (গরুড়) ও অরুণ উভয়েই সর্প ভক্ষক ছিলেন কশ্যপ পত্নী সুরসার গর্ভে অতি পরাক্রমশালী সহস্র সংখ্যক সর্প জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা আকাশ গামী ও বহু ফণাবিশিষ্ট ছিল। মহামতি কদ্রুও বহু সংখ্যক সর্প সন্তান প্রসব করেন, ইহারা জগতে কাদ্রবেয় নামে বিখ্যাত। ইহারা সকলেই পক্ষিরাজ সুপর্ণের বশবর্ত্তী ছিলেন। উল্লিখিত সর্পগণের মধ্যে অনন্ত (শেষ) বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কম্বল অশ্বতর, এলাপত্র, কর্কোটক ও ধনঞ্জয় প্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন জগতের যাবতীয় বিষধর দন্দশূকগণও ইহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। অতঃপর ক্রোধবশার বংশ কীর্ত্তন করা যাইতেছে। তাঁহার গর্ভে মাংসাশী স্থলচর ও জলচর পক্ষিগণ এবং উগ্রবীর্য্য দংষ্ট্রিগণ জন্মগ্রহণ করে, ইহারা ক্রোধবশগণ বলিয়া বিশ্রুত।

ভগবতী সুরভি দেবী হইতে গো ও মহিষগণ এবং ইরাদেবীর গর্ভে তৃণ,

লতা,গুল্ম ও বল্লী (কুষ্মাণ্ডাদি লতা) প্রভৃতি সমুদয় তৃণ জাতীয় পদার্থ সমুৎপাদিত হইয়াছিল। খসার গর্ভে যক্ষ,রক্ষ,(রাক্ষস) এবং মহামতি মুনির গর্ভে অপ্সরো-গণ জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। অরিষ্টার গর্ভে মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বগণ সমুদ্ভূত হই-লেন। স্থাণু জঙ্গম হইতে গন্ধর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সকল সন্তানগণ মহাত্মা কশ্যপের বংশ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ইহাদিগের বহু সহস্র সন্তানসন্ততি দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে। হে মৈত্রেয়! স্বারোচিষ মন্বন্তরে এই সকল সৃষ্টি হইয়াছিল, অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরে মহাত্মা বরুণদেব বারুণ নামক এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে ভগবান্ ব্রহ্মা হোতার কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। তৎকালে যে প্রকারে পুনরায় প্রজা সৃষ্টি হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি। পূর্ব্বকালে অত্রি, অঙ্গিরা মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলেন, একল্পেও তাঁহারা তদীয় পুত্ররূপে পরিকল্পিত হইলেন।

অনন্তর কালক্রমে গন্ধর্ব্ব, সর্প ও দেবগণের সহিত দানবগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া দিতি তনয় দৈত্যগণ প্রায়শঃ বিনিপাতিত হইলে শোকাতুরা দিতি, পুত্রপ্রার্থিনী হইয়া স্বীয় ভর্ত্তা কশ্যপের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শুশ্রূষা ও বিনয়াদি দ্বারা বশীভূত হইয়া মহাত্মা তপোধন কশ্যপ বরদান দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তিনি তদীয় পুত্রহন্তা ইন্দ্রের বধার্থ অমিত পরাক্রম পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মহাত্মা কশ্যপ তাঁহাকে সেইরূপ বর দান করিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত বর দান করিলাম, কিন্তু যদি তুমি সমাহিতচিত্তে শুচি হইয়া এক শত বর্ষ কাল গর্ভ ধারণ করিতে পার তাহা হইলেই তোমার বাসনা সিদ্ধ হইবে। প্রীতমনাঃ দিতিও তদনুসারে সংযত ও শুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া গর্ভ ধারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র, দিতি কর্ত্তৃক স্বীয় বধোপায় অবলম্বিত হইয়াছে শুনিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইলেন, এবং কৃত্রিম ভক্তি বিনয়াদি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়া নিয়তই কেবল ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঊনশত বর্ষ পূর্ণ হইলে আসন্ন-প্রসবা দিতি দেবী, একদা অনবধান বশতঃ পাদ-প্রক্ষালন না করিয়াই শয়ন করিলে, অবকা-শান্বেষী ইন্দ্রদেবও অমনি (নিদ্রাবস্থায়) তাঁহার কুক্ষি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রবিষ্ট হইয়াই মহাস্ত্র বজ্র দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণকে সপ্ত অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বজ্র খণ্ডিত ভ্রূণ ভীষণ রূপে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র কহিলেন "মারোদীঃ" হে গর্ভ তুমি রোদন করিও না। কিন্তু

পুনঃ পুনঃ বলাতেও যখন ক্রন্দননিবৃত্তি হইল না। তখন তিনি উহার প্রত্যেক অংশকে আবার সপ্ত সপ্ত অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। দেবাধিপ ইন্দ্র, বলিয়াছিলেন হে ভ্রূণ তুমি "মারোদী" এই অক্ষর সাম্য হইতে খণ্ডিত উনপঞ্চাশৎ অংশ মরুত নামে আখ্যাত হইলেন। এই মরুদ্গণ অর্থাৎ উনপঞ্চাশত বায়ু, অতি বেগবান্, ইহারা দেবরাজ ইন্দ্রের সহায় হইলেন।

ইতি প্রথমাংশে একবিংশতিতম অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বে মহারাজ পৃথু, সমবেত মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ছিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার পর হইতেই সকলেরই এক এক জন রাজা স্থির করিয়া দিলেন। তদনুসারে ভগবান্ চন্দ্র—নক্ষত্র গ্রহ বিপ্র, বীরুধ, যজ্ঞ, ও তপস্যার রাজা বলিয়া নিশ্চিত হইলেন। যক্ষপতি কুবের রাজগণ; মহাত্মা বরুণদেব, জল; ভগবান্ বিষ্ণু (বামন) আদিত্যগণ; পাবক, বসুগণ, এবং মহাত্মা দক্ষ, প্রজাপতিগণের রাজা হইলেন। ঐরূপে ভগবান্ বাসব—দিতিপুত্র বায়ুাত্মক মরুদ্গণ; মহাত্মা প্রহ্লাদ, দৈত্য ও দানবগণ এবং ধর্ম্মরাজ যম পিতৃগণের মধ্যে রাজা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন। ঐরূপে ঐরাবত হস্তী মাতঙ্গগণ; মহাপ্রভাব গরুড় পতত্রিগণ; ইন্দ্রদেব দেবগণ; উচ্চৈঃশ্রবা, অশ্বগণ; শিববাহন বৃষ, গোসমূহ; মহামতি শেষ (অনন্ত সর্প) নাগগণ; ভীম পরাক্রম সিংহ পশুগণ এবং বৃক্ষশ্রেষ্ঠ প্লক্ষ, বৃক্ষগণের মধ্যে রাজা বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন। হে মৈত্রেয় প্রজাপতিপতি ভগবান্ ব্রহ্মা এই রূপে রাজনির্ব্বাচন করিয়া পরিশেষে দিক্ ও দিক্পালগণের কে কোন্ দিকের অধিপতি হইবেন তাহা স্থির করিয়া দিলেন। তদীয় নির্দ্দেশানুসারে বৈরাজ প্রজাপতিতনয় মহাত্মা সুধন্বা পূর্ব্ব দিক, কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র মহামতি শঙ্খপদ, দক্ষিণ দিক, প্রজাপতি রজের পুত্র অচ্যুত-কেতুমান্ পশ্চিম দিক এবং পর্জন্য প্রজাপতির পুত্র মহামতি হিরণ্যরোমা উত্তর দিকের দিক্পাল বলিয়া নিরূপিত হইলেন। হে মৈত্রেয়! এই সকল [দিক্পালগণ, অদ্যাপি স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীকে যথা

বিধানে ন্যায়তঃ প্রতিপালন করিতেছেন। হে মুনিসত্তম! এই রাজা ও দিক্‌-পালগণ সকলেই পালনশীল ভগবান্ বিষ্ণুর বিভূতি স্বরূপ মাত্র,ইহাঁরা তদীয় ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে মৈত্রেয়! যাঁহারা গত হইয়াছেন, ও ও যাঁহারা আগত হইবেন ও যাঁহারা বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সেই সর্ব্বভূতময় ভগবান্ নারায়ণের অংশ স্বরূপ। হে মৈত্রেয় দেব দানব দৈত্য পিশিতাশন, পশু, পক্ষী, মনুষ্য,সর্প, নাগ,বৃক্ষ, পর্ব্বত ও গ্রহগণের যে সকল অধিপতি স্থিরীকৃত হইয়াছেন ও যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন ও ভবিষ্যতে স্থিরীকৃত হইবেন তাঁহারা সকলেই সেই পরমাত্মা পরম দেবতা ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ। কি রাজা, কি দিক্‌পালগণ কোনও ব্যক্তিই স্থিতি-স্থিত সেই নারায়ণ ব্যতিরেকে স্বাধিকার রক্ষণে সমর্থ হইতে পারেন না। একমাত্র তিনিই মূর্ত্তি ভেদে রজোগুণাবলম্বী হইয়া সৃজন; সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া স্থিতিকালে পালন এবং অন্তে তমোগুণাবলম্বী হইয়া জগতের সংহার বিধান করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! সেই ভগবান্ জনার্দ্দন চারি অংশে সৃষ্টি, চারি অংশে স্থিতি এবং চারি অংশেই সংহার বিধান করিয়া জগতের সমুদায়ই নির্ব্বাহিত করিতেছেন। সেই অব্যক্ত মূর্ত্তিমান নারায়ণ একাংশে ব্রহ্মা হইতেছেন, অন্য অংশে মরীচি ক্রতু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার তৃতীয় অংশ অনন্ত রূপ ভগবান কাল ও চতুর্থ অংশ এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। হে মৈত্রেয়! সৃষ্টি বিষয়ে এই প্রকার চতুর্দ্ধা বিভক্ত সেই নারায়ণ রজোগুণাবলম্বন করিয়া বিষ্ণুরূপে একাংশে সৃষ্টি করিতেছেন। দ্বিতীয় অংশে মন্বাদি ও তৃতীয়াংশে কালরূপী হইয়া জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন, এবং অন্যাংশে সর্ব্বভূতে অবস্থিতি পূর্ব্বক জগতের পালনকার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন এইরূপে তিনি সত্ত্বগুণাবলম্বন পূর্ব্বক জগৎ পালন করিতেছেন। এবং তিনিই অন্তকালে তমোগুণাবলম্বী হইয়া রুদ্র রূপে জগৎ সংহার করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! তিনি সৃষ্টি বিষয়ে যেরূপ চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া থাকেন, সংহার বিষয়েও সেইরূপ অগ্নি, অন্তক (যম) সর্ব্বসংহারক কাল, মারাত্মক হিংস্র জন্তু রূপে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া জগতের সংহারবিধান করিতেছেন। হে ব্রহ্মন্, যুগে যুগে সর্ব্বকালেই তাঁহার এই মূর্ত্তি ভেদাদি কল্পিত হইয়া আসিতেছে। হে ব্রহ্মন্ জগতের সৃষ্টি হেতুভূত এই ব্রহ্মা দক্ষ কালও ভূত প্রপঞ্চাদি সকলই তাঁহার বিভূতি স্বরূপ। এবং স্থিতি হেতুভূত বিষ্ণু মন্বাদি রাজগণ কাল ও জীবন রক্ষক ভূত প্রপঞ্চ, স্থিতির মূলীভূত সেই নারায়ণের শরীর মাত্র। এবং চতুর্বিধ প্রলয় সাধনো-

পায়ীভূত রুদ্র, কাল, অন্তক ও সমস্ত হিংস্র জন্তু সমূহ সংহাররূপী সেই জনার্দ্দনের বিভূতি স্বরূপ।

হে মৈত্রেয় আদি কালে তিনি ব্রহ্মা রূপে এবং মধ্যে দক্ষাদি প্রজাপতি ও শরীরি জন্তুরূপে সৃষ্টি বিধান করিয়া আসিতেছেন। ব্রহ্মা প্রথমে দক্ষাদির সৃষ্টি বিধান করেন, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, পরিশেষে অবান্তর সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং জন্তুগণ সন্তান সন্ততির দৈনন্দিন সৃষ্টি বিধান করিয়া আসিতেছেন। হে দ্বিজ! ব্রহ্মা কালের সহায়তা ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। ঐরূপ প্রজাপতিগণ এবং জন্তু সমূহও অনন্ত মূর্ত্তি ভগবান্ কালের সহায়তা ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন না। হে মৈত্রেয়! স্থিতি ও সংহার বিষয়েও সেই দেবদেব নারায়ণের চতুর্দ্ধা অংশভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। যে কোনও ব্যক্তি যাহা কিছুই কেন সৃজন করুন না, সেই সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে তিনিই একমাত্র নিদান। ঐরূপ যে যাহাকে বিনষ্ট করে, জানিবে তিনিই তাহার গূঢ়োপযন্তৃস্বরূপ। তিনি এই প্রকারেই জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা ও সকলই। তিনি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সংক্ষোভ হেতু, ত্রিধাবিভক্ত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন। তিনি এক মাত্র ত্রিগুণাতীত পরমপদ পরম ব্রহ্ম। তিনি তত্ত্বজ্ঞানময়, স্বয়ংবেদ্য (অন্য কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না, তিনি আপনাকেই আপনি জানেন) ও উপমা পরিশূন্য। তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম তথাপি তাঁহার চারিটী পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ কল্পিত হইয়াছে।

মৈত্রেয় কহিলেন হে মুনে! আপনি যাঁহাকে পরম পরাৎপর অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, তাঁহাকে আবার কিরূপে চতুর্বিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন? আপনি ইহা যথাযথ ভাবে বলিয়া আমার বুভুৎসা নিবৃত্তি ও সন্দেহ নিরসন করুন।

পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! সর্ব্ব বস্তুতে যাহা কারণ বলিয়া কথিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে সাধন এবং যাহা সাধন করিতে আত্মার অভিমত হয় সেই বস্তুকে সাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! মুক্তি কাম যোগিবৃন্দ, মোক্ষ কামনায় প্রাণায়ামপ্রভৃতি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা মুক্তির সাধন, এবং যাহা হইতে পুনরায় আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না নির্ব্বাণ কৈবল্য ভূমি সেই পরব্রহ্মই সাধ্যবস্তু। হে মুনে! প্রাণায়ামাদি-সাধনের আলম্বন (যাহা অবলম্বন করিয়া কার্য্য হয়) দেহাদি বিবিক্ত জীবাত্মা স্বরূপ শুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থ বিষয়ক যে তত্ত্বজ্ঞান

তাহাই যোগিগণের একমাত্র মুক্তির কারণ, এবং সেই জ্ঞানই জ্ঞানময় ভগবান্ বিষ্ণুর প্রথম ভেদ। হে মৈত্রেয়! সাংসারিক জন্মজরাদিজনিত-ক্লেশপরম্পরা পরিহারের নিমিত্ত যোগাভ্যাসরত যোগিবৃন্দের সাধ্যবস্তু যে পরব্রহ্ম তদালম্বন তৎপদলক্ষ্য যে চিদানন্দস্বরূপ নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাই ভগবান্ নারায়ণের দ্বিতীয় ভেদ। এবং সেই সাধ্য ও সাধন এতদুভয়ের অভেদে যে অদ্বৈত জ্ঞান অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এই যে সোহং ভাব, তাহাই বিষ্ণুর তৃতীয় ভেদ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়! এই উল্লিখিত ত্বং পদার্থ তৎপদার্থ ও তদৈক্যবিষয়ক যে জ্ঞানত্রিতয় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মেতর জগৎ প্রপঞ্চের জ্ঞান ও এতদুভয়ের যে অভেদ জ্ঞান সেই জ্ঞানত্রিতয়ের যে পরিচ্ছেদ তন্নিরাকরণ দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত যে আত্মস্বরূপ তৎসমন্বিত যে একাকার জ্ঞান তাহাই জ্ঞানময় বিষ্ণুর চতুর্থ ভেদ। এই জ্ঞান নির্ব্যাপার অর্থাৎ স্পন্দাদি চেষ্টাবিরহিত সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। যাহা ব্যাপ্তিমাত্র অর্থাৎ অখণ্ডিত ও উপমাপরিশূন্য। যাহা আত্মবোধ বিজ্ঞেয় অর্থাৎ যাহা স্বয়ংবেদ্য তিনি ভিন্ন যাঁহাকে অন্য কেহ জানিতে পারে না যাঁহার কোন লক্ষণ নাই ও যিনি "আছেন" এই মাত্র ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না, যাহা প্রশান্ত, অভয়, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অচিন্ত্য নিরাধার তাহাই (জ্ঞানই) জ্ঞানময় ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ। হে দ্বিজ! যে সকল পরমার্থতত্ত্বদর্শী যোগিবৃন্দ। অন্য সামান্য জ্ঞান নিরোধপূর্ব্বক একমাত্র সেই তত্ত্বজ্ঞানেই লীন হইয়া থাকেন, তাঁহারা সংসাররূপ ক্ষেত্রের বপনকার্য্য সম্বন্ধে বীজরূপে আগত হয়েন না, অর্থাৎ তাঁহারা পুনর্জন্মবিরহিত হইয়া নির্ব্বাণমোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে মৈত্রেয়! বিষ্ণুর যে পরমপদ তাহা এইপ্রকার অমল নিত্য, ব্যাপক, অব্যয় ও সমস্ত ভেদশূন্য। ক্ষীণক্লেশ নির্ম্মলাত্মা পরম যোগিগণ পাপ পুণ্যের উপশমহেতু যাহা হইতে আর পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না, তিনিই পরব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই দুইটী রূপ আছে। তাহা ক্ষর (বিনশ্বর) ও অক্ষর (নিত্য) ভাবে সর্ব্বভূতে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছে। তন্মধ্যে যাহা অক্ষর তিনি পরব্রহ্ম এবং যাহা ক্ষর তাহা এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ। যেপ্রকার একদেশস্থিত অগ্নির দীপ্তি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকে সেইপ্রকার চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ এই বিনশ্বর বিশ্বপ্রপঞ্চ, সেই অবিনশ্বর পরব্রহ্মের ছায়ামাত্র। যেপ্রকার কোনও প্রজ্বলিত অগ্নির আসন্নতা বা দূরতাবশতঃ আসন্নতরবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী বস্তুতে জ্যোতিঃপতন বা দাহিকাশক্তির কার্য্যকারি-

ত্তার তারতম্য হইয়া থাকে, সেইপ্রকার পরব্রহ্মের রূপভেদেও ঐরূপ ভেদ হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইহাঁরা, দূরবর্ত্তী অন্যান্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বর হইতে স্বল্পশক্তিক। ঐরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব হইতে দেবগণ, দেবগণ হইতে দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, দক্ষাদি প্রজাপতি হইতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতি সমুদায় বস্তু যথাক্রমে ন্যূনতর ও ন্যূনতম হইয়া আসিয়াছে। হে মুনে! এই অখিল জগৎ নিত্য ও অক্ষয়। ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও বিনাশ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিময় ভগবান্ বিষ্ণু পরব্রহ্মের স্বরূপ, তিনি মূর্ত্তিমান্ বলিয়া যোগিগণ যোগারম্ভের প্রথম সময়ে তাঁহারই চিন্তা করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! মহাযোগিগণের স্বস্থ ক্ষোভরহিত ধারণাক্ষম নির্ম্মল অন্তঃকরণে ধ্যেয় ওঙ্কারাদি মন্ত্র জপ সহিত মহাযোগ-ভাব অবস্থিতি করে। হে দ্বিজ! পরব্রহ্মের ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে, তন্মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মের আসন্নতরবর্ত্তী। হে মহাভাগ! বস্তুতঃ তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বময় ব্রহ্মই বলা যাইতে পারে। তাঁহাতে এই নিখিল জগৎ ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে। তাঁহা হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে—তিনিই জগন্ময় পরব্রহ্ম। ক্ষর (অনিত্য), অক্ষর (নিত্য) স্বরূপ সর্ব্বেশ্বর সেই মহান্ বিষ্ণু, পুরুষপ্রকৃতি-আত্মক এই নিখিল জগৎ ভূষণ ও অস্ত্রের ন্যায় ধারণ করিতেছেন।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি এই মাত্র বলিলেন যে, ভগবান্ বিষ্ণু ভূষণাস্ত্র স্বরূপ নিখিল বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহা আমাকে বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিন্। পরাশর কহিলেন, বৎস মৈত্রেয়! মহাত্মা বশিষ্ঠদেব আমাকে তোমার পৃষ্ট বিষয় যেরূপে বলিয়াছিলেন, অপ্রমেয়াত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া তোমার নিকট তাহা যথাযথ ভাবে বিবৃত করিতেছি। তুমি সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর।

পরাশর কহিলেন, বৎস মৈত্রেয়! ভগবান্ হরি, এই পরিদৃশ্যমান্ নিখিল জগতের আত্মা স্বরূপ নির্লেপ (ধর্ম্মাধর্ম্ম বিরহিত) রাগাদি পরিশূন্য পুরুষকে মহামণি কৌস্তুভের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। অনন্তরূপী ভগবান্ বিষ্ণু দক্ষিণাবর্ত্ত শ্রীবৎস লাঞ্ছনবৎ প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এবং তাঁহাতে জ্ঞান-বিদ্যোতন বুদ্ধি তত্ত্ব ও গদার ন্যায় সমবস্থিত রহিয়াছে। সেই জগদীশ্বর হরি ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াদি রাজস অহঙ্কার এই অহঙ্কার দ্বিতয়, শঙ্খ ও শার্ঙ্গবৎ ধারণ করিতেছেন।

তিনি সর্ব্ব সামর্থ্য স্বরূপ সাত্ত্বিকাহঙ্কাররূপ বায়ুবৎ তীব্রবেগী মনকে সুশোভন সুদর্শন চক্রবৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! গদাপাণি ভগবান্ নারায়ণের যে পঞ্চরূপা অর্থাৎ মুক্তা মাণিক্য মরকত ইন্দ্রনীল বজ্রমণিময়ী বৈজয়ন্তী মালা, তাহা ভূতপ্রপঞ্চের হেতুভূত পঞ্চতন্মাত্রও মহাভূত পঞ্চকের পংক্তি স্বরূপা বলিয়া জানিবে। ভগবান্ জনার্দ্দন শ্রোত্রাদি বুদ্ধীন্দ্রিয় ও পায্বাদি বিষয়েন্দ্রিয় সমূহকে শায়ক সঙ্ঘ রূপে ধারণ করিতেছেন। সেই ভগবান্ অচ্যুত যে মহার্হ অসিরত্ন ধারণ করেন, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদ্য মুখ্য বিদ্যাময় এবং সেই অসিরত্ন অবিদ্যা (ধন সম্পদ্‌বিষয়িণী শাস্ত্রাদি) রূপ চর্ম্মকোষে সমাবৃত।

হে মৈত্রেয়! এই রূপে পুরুষ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চমহাভূত ও মনঃশ্রোত্রাদি একাদশ ইন্দ্রিয় এবং শ্রেয়ঃসাধিনী মুখ্য বিদ্যা ও অবিদ্যা সমূহ, সকল জগতের এক মাত্র ঈশ্বর সেই হৃষীকেশকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। হে মৈত্রেয়! রূপবর্জ্জিত মায়াময় সেই জগন্নিয়ন্তা হরি, প্রাণিগণের হিতের নিমিত্ত অস্ত্রভূষণ স্থানীয় এই পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি ধারণ করিতেছেন। সেই পুরুষ প্রধান পরমেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ হরি, সবিকার প্রকৃতি ও অখণ্ড জগতের ধারয়িতা। যাহা বিদ্যা যাহা অবিদ্যা যাহা নিত্য যাহা অনিত্য ও ক্ষয়রহিত, হে মৈত্রেয়! তৎসমুদয়ই সর্ব্বভূতেশ মধুসূদনে বিদ্যমান রহিয়াছে। কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, বিপল, পল, দণ্ড, মুহূর্ত্ত প্রহর দিন মাস ঋতু অয়ন ও বৎসরাত্মক যে অনন্ত কালরূপী ভগবান্ তাহাই সেই মহান্ অবিনাশী নারায়ণ। হে মুনিসত্তম! ভূর্ভুবঃস্ব মহঃ জন, তপঃ ও সত্য মহাব্যাহৃতিআত্মক এই লোক সপ্তকই সেই বিভু বিষ্ণুর মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র। সমুদায় লোকই তাঁহার মূর্ত্তি। তিনি ব্রহ্মাদি আদি পুরুষগণেরও আদি পুরুষ। তিনিই স্বয়ং সর্ব্ব বিদ্যার আধার রূপে অনন্ত বিশ্বে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন। সেই সর্ব্বেশ্বর অনন্ত বিভু ভগবান্ হরি অমূর্ত্তিমান অর্থাৎ নিরাকার হইয়াও দেব মনুষ্য পশু পক্ষি-ভূত প্রভৃতি বহু রূপে বিভক্ত হইয়াছেন। ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়; আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ ও গান্ধর্ব্ববেদাদি উপবেদ সমূহ; মহাভারতাদি ইতিহাস প্রপঞ্চ; মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ, বেদান্ত প্রতিপাদ্য সূক্তি-নিবহ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ, জ্যোতিষ এই বেদাঙ্গ ষট্ক, এবং এতদতিরিক্ত অনুবাদ অর্থাৎ কল্পসূত্রাদি যে কিছু শাস্ত্র আছে এবং কাব্য নাটক অলঙ্কার নৃত্য গীত বাদিত্রময় তৌর্য্যত্রিক ইত্যাদি যাহা যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই শব্দমূর্ত্তিধর সেই মহাত্মা

বিষ্ণুর দেহস্বরূপ। এই অনন্ত বিশ্বের এখানে বা অন্যত্র মূর্ত্ত অমূর্ত্ত যে কোনও দ্রব্যজাত আছে তৎসকলই তাঁহার বপুঃস্থানীয়।

"সোহং" আমিই হরি, এই পরিদৃশ্যমান্ অখণ্ড ভূমণ্ডলই বিষ্ণুময়, তিমি ভিন্ন এ জগতে কারণ বা কার্য্য বলিয়া আর পৃথক্ কিছুই বিদ্যমান নাই। তিনিই কারণ ও কার্য্যাত্মক পরব্রহ্ম, যাহার এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাকে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিয়া রাগ দ্বেষাদি দ্বন্দ্বযোগ-জনিত ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিতে হয় না।

হে দ্বিজ! তোমার নিকট এই পবিত্র বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশ বৃত্তান্ত কথিত হইল। ইহার শ্রবণে মানবগণ সকল পাপ হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে। দ্বাদশ বৎসর কাল কার্ত্তিক মাসে পবিত্র পুষ্কর তীর্থে স্নান করিলে যে মহাপুণ্য লাভ হয়, ইহার শ্রবণে মানবগণ সেই রূপ মহাপুণ্য লাভ করিয়া থাকে। হে মুনে! যদি কেহ দেবতা ঋষি পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, ও যক্ষ রক্ষঃ প্রভৃতির উৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, তবে উক্ত দেবতাদি সকলে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ইতি প্রথমাংশানুবাদ সমাপ্ত।
